চারুশীলা নাটক।

"যৎপ্রাগেব মনোরথৈর্বৃতমভূৎ কল্যাণমায়ুষ্মতো-
স্তৎপুণ্যৈর্ম্মদুপক্রমৈশ্চ ফলিতং ক্লেশেঽপি মচ্ছিষ্যয়োঃ।
নিষ্ণাতশ্চ সমাগমশ্চ বিহিতস্ত্বৎপ্রেয়সঃ কান্তয়া
সম্প্রীতৌ নৃপনন্দনৌ, কিমপরং শ্রেয়স্তদপ্যুচ্যতাম্॥"

মালতীমাধবম্।

কলিকাতা

বাল্মীকি যন্ত্রে

শ্রীকালীকিঙ্কর চক্রবর্ত্তি কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

শকাব্দা ১৭৯৭।

উৎসর্গ।

শ্রদ্ধাস্পদ

শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্রনাথ মল্লিক।

ভ্রাতৃবরেষু।

ভ্রাতঃ!

প্রণেতার যতনে, চারুর প্রণয়-কুসুম বিজয়ের জীবন-সূত্রে সংলগ্ন হইয়া এক ছড়া দিব্য প্রেম-মালা রূপে পরিগণিত হইয়াছে। যত্নের সামগ্রী, আদরের ধন, কাহাকে প্রদান করিব? কেই বা ইহার আদর বুঝিবে? এক্ষণে, ভবদীয় সুকোমল করে এই যত্ন-সঞ্চিত প্রণয়োপহার আমি সাদরে অর্পণ করিলাম। আমার প্রীতির বস্তু যে আপনার ও সমধিক প্রীতির হইবেক সন্দেহ নাই।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষ।

কিশোরিমোহন	কাঞ্চনাধিপতি।
হংসকেতন	মন্ত্রী।
শশিভূষণ	রাজপুত্র।
বীরবল	সহকারী সৈনাধ্যক্ষ।
বিজয়	চম্পাক নগরীর রাজা অজয়সিংহের পুত্র।
সতীশচন্দ্র	বিজয়ের বন্ধু ধর্ম্মশীলের পুত্র
নসিরাম ও গিরিজাভূষণ	শশীর ইয়ার দ্বয়।
বিদ্যাভূষণ	গিরিজাভূষণের ভ্রাতা
বিষে	শশীর চাকর।
ধর্ম্মশীল	ছদ্মবেশী সামন্তরাজ।
হেমচন্দ্র	ধর্ম্মশীলের বন্ধু।
ভীমসেন	বিভ্রাটাধিপতি দস্যুরাজ।
বামদেব শর্ম্মা	একজন দেশীয় পণ্ডিত।
বৃদ্ধ	বিজয়ের পিতা, (ছদ্মবেশী চম্পাকনগরীর রাজা অজয় সিংহ।)

দস্যুগণ, সন্ন্যাসী মিথুনগিরি, সভাসদ্গণ, ঋষিবালক, সৈনিক, কঞ্চুকী, প্রহরী, ইত্যাদি।

স্ত্রী।

চারুশীলা	ধর্ম্মশীলের কন্যা।
গিরিবালা	চারুশীলার প্রিয়সখী।

শ্যামলতা ও রঙ্গলতা ... ... চারুর সই।

সুশীলা ... ... বামদেব শর্ম্মার কন্যা।

বিভাবতী ... ... হংসেশ্বর দুহিতা।

বৃদ্ধা ... ... অজয়সিংহের স্ত্রী (বসুমতী)

মহিষী ... ... ধর্ম্মশীলের স্ত্রী।

চারুশীলা নাটক।

প্রথম অঙ্ক।

কাঞ্চননগরীয় রাজসভা।

রাজা কিশোরিমোহন, মন্ত্রী হংসকেতন ও কতিপয় নগরবাসী, অদূরে বিজয় সামান্য কর্ম্মচারিবেশে উপবিষ্ট।

রাজা। নির্ব্বিঘ্নে রাজ্যপালন করা কি কঠিন কর্ম্ম; কোন্ কর্ম্ম করিলে কাহার হিত হয়, কিসে প্রজাপুঞ্জ সন্তুষ্ট থাকে, সততই তাহার চিন্তা করিতে হয়। রাজ্যে কিছুমাত্র বিশৃঙ্খলা ঘটিলে পাছে শত্রুপক্ষীয়েরা হীনবল দেখে আক্রমণ করে, এই আশঙ্কায় সমস্ত শৃঙ্খলাবদ্ধ ও প্রয়োজনীয় সৈন্য সামন্ত নগর রক্ষার্থ নিয়োজিত করা উচিত। দূতগণ দ্বারা চতুর্দ্দিকের সংবাদ সকল সংগ্রহ করিতে হয়। লোকে সুখী হবার জন্য রাজপদ প্রার্থনা করে; কিন্তু রাজপদে যে পদে পদে বিপদ, যদি তাহারা অবগত হতো, তা হ'লে কখনই এরূপ উচ্চ অভিলাষ করিত না। রাজার দশ দিকে চক্ষু রাখিতে হয়, নচেৎ কোন মতেই তিনি সাধারণের নিকট প্রশংসা-ভাজন

হ'তে পারেন না। আমি ঈশ্বর-প্রসাদে ক্রমাগত পঞ্চাশৎ বৎসর এই দুরূহ কার্য্যে ব্যাপৃত আছি, পিতৃলোক যে সমস্ত পুণ্য করিয়া জগতে কীর্ত্তি-বৃক্ষ রোপণ করে গেছেন, আমি যদিও তাহার শতাংশের একাংশও করিতে পারি নাই বটে, কিন্তু এমন কোন গর্হিতাচরণও করি নাই, যাতে প্রজাগণের নিকট অপ্রিয়ভাজন হইতে হয়। (মন্ত্রীর প্রতি) মন্ত্রীবর! আমার একটী অভিসন্ধি আছে, যদি এখানে সকলে উপস্থিত থাকে, তবে তাহা প্রকাশ করি।

মন্ত্রী। নরনাথ! আদেশমত সকলেই সভাস্থ হয়েছেন।

সভ্য। মহারাজ! পূর্ব্বে রামরাজ্যের কথা শুনেছি, তৎকালে প্রজাবর্গ যথাসুখে ছিল; এখন ব'ল্‌তে কি, আমরাও তদনুরূপ ভবদীয় রাজ্যে সুখে কালাতিপাত করিতেছি, অভাব কারে বলে, কখন জান্‌তে পারি নাই। এক্ষণে আমাদের উপর মহারাজের কি আজ্ঞা হয়, বলুন।

রাজা। দেখ, সভ্যগণ! আমি এক্ষণে বৃদ্ধ হয়েছি, ইন্দ্রিয়গণ নিস্তেজ হয়েছে, পূর্ব্বের ন্যায় বুদ্ধিরও তীক্ষ্ণতা নাই, আর শরীর এমনি শিথিল হয়ে পড়েছে যে, অল্প পরিশ্রমেই অধিকতর কাতর হ'তে হয়। বল্‌তে গেলে বার্দ্ধক্য দ্বিতীয় শৈশবকাল, বার্দ্ধক্যে অকালে ক্ষুধা তৃষ্ণার আবির্ভাব হয়; প্রভেদ এই যে, শৈশবে সর্ব্বদা মনের স্ফূর্ত্তি থাকে, বার্দ্ধক্যে তাহা থাকে না, মন সর্ব্বদা চিন্তান্বিত হয়। এ অবস্থায় আমার দেবোপাসনায় মন নিবিষ্ট করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। রাজ্যের ভার,—(দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ) হায় বিধি! তোমার মনে যে এই ছিল, আমি স্বপ্নেও জান্‌তেম না, কত আরাধনা

করে, কত যাগ যজ্ঞ করে, একটী পুত্ররত্ন লাভ করেছিলাম, অন্তঃকরণ যে কি পর্য্যন্ত আনন্দে বিগলিত হয়েছিল, অন্যে কি জান্‌বে; এত দিন যত্ন করে সেই রত্ন বক্ষে রেখেছিলাম; হায়! এক্ষণে জানিলাম, সে রত্ন নয়, একটী কুম্ভমাত্র; অন্তরে বিষ, উপরে মধু। আমি আম্র ভ্রমে মাকাল ফল গ্রহণ করেছিলাম, রাজকুলে এরূপ কুসন্তান কখন দৃষ্টিগোচর হয় না। হায়! অদৃষ্টবশতঃ আমাকে সেইটী দেখ্‌তে হলো। রে রাজকুল-নাশক কুলাঙ্গার! তো হতেই এই পবিত্র রাজবংশ কলুষিত হলো, রাজ্য অরাজক হলো। আমি আর তোর মুখাবলোকন করিতে চাহি না; দুরাচার! তোর প্রতি আর আমার পুত্রবাৎ-সল্য কিছুই নাই, তুই আমার পুত্র নস, নিঃসন্তান হয়ে যদি আমাকে নরকস্থ হতে হয়, সেও আমার কামনীয়, তথাচ তুই আমার পুত্র নস্। হায়! তো হতেই জগতের পুত্র নামের মাহাত্ম্য একেবারে লোপ হলো। (দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ।)

সভা। উঃ—কি কষ্ট! বিধির কি পক্ষপাতী বিচার, এই সৌন্দর্য্যশালী মনোহর তরুর কি এই ফল? সুগন্ধময় চন্দন-বৃক্ষ কি শিমুলের উৎপাদক!

মন্ত্রী। মহারাজ! আপনি এত কাতর হবেন না, পুত্রের এতাবৎ অবস্থা স্বচক্ষে নিরীক্ষণ করলে মন যে যৎপরোনাস্তি ব্যাকুল হয়, তায় আর সন্দেহ নাই। আপনি জ্ঞানী ও বিচ-ক্ষণ, এই দৈবাধীন বিষয়ে অকারণ বিলাপ করে কি কর্‌বেন? এক্ষণে নিবেদন করি, একবার কুমার শশিভূষণকে নিকটে ডাকা-ইয়া যথাযথ উপদেশ দিয়া তাহার হস্তে রাজ্যভার সমর্পণ করুন।

রাজা। মন্ত্রিবর! আর আমাকে উহাতে অনুরোধ কর না। কি তুমি, কি আমি, দুরাত্মাকে উপদেশ দিতে সাধ্যমতে ত্রুটি করি নাই, যখন সে সমস্ত উপদেশবাক্যে তাহার চরিত্রের কিছুমাত্র সংশোধন হয় নাই, তখন এ সময়ে বলা যে নিতান্ত নিষ্ফল হবে, তায় আর সন্দেহ নাই।

মন্ত্রী। মহারাজ! পূর্ব্বে আমরা উপদেশ দিতে ত্রুটি করি নাই সত্য; কিন্তু বিবেচনা করে দেখুন, মনুষ্যের মন সকল সময়ে সমান থাকে না। বোধ করি, এই সময়ে একবার কুমারকে বুঝাইলে এবং আপনার এরূপ অবস্থা দেখিলে, তিনি কখনই অসম্মত হবেন না।

রাজা। মন্ত্রিবর! আমারে বিরক্ত করাই কি তোমার উদ্দেশ্য? তুমি আমার অনেক দিনের আশ্রিত, তোমার অনুরোধ তাচ্ছিল্য করা আমার পক্ষে নিতান্ত অযুক্ত; কিন্তু এ প্রকার অসঙ্গত বিষয়ে আমি কিরূপে মত দিতে পারি? এই জন্য বলিতেছি, আমার সম্মুখে আর সেই দুরাচারের নামমাত্রও করিও না। ক্রমে উপদেশ দিয়ে তিরস্কার করে যার স্বভাবের কিঞ্চিন্মাত্রও পরিবর্ত্তন হয় নাই, এক্ষণে সে স্বভাব যে সহসা পরিবর্ত্তিত হবে, ইহা কখনই যুক্তিসিদ্ধ নহে। উৎপাদনের পর যে বৃক্ষ নত না হয়, বৃহৎ হইলে সে কি কখনো নত হইতে পারে?

মন্ত্রী। (স্বগত) আহা! মহারাজ সাক্ষাৎ ধর্ম্মাবতার, ভ্রমেও কাহার অনিষ্ট করেন নাই, এঁর অদৃষ্টে যে কেন এমন হলো, বল্‌তে পারি না। রাজারা এক এক জনে চার পাঁচটী বিবাহ করেন, কিন্তু মহারাজের তাহা কিছুই নাই। এমন কি, মহিষীর মৃত্যুর পর পুনর্দ্দার-পরিগ্রহার্থে কত লোক মহা-

রাজকে অনুরোধ করেছিলেন, কিন্তু ইনি এমনি স্থিরপ্রতিজ্ঞ যে, কিছুতেই সম্মত হলেন না; তখন যদি সকলের কথা রাখ্‌তেন, তা হলে কখন এরূপ বিষম অনিষ্টসংঘটন হতো না। তখন বল্লেন, আমার পুত্র বিদ্যমানে বিবাহের প্রয়োজন কি? পুত্রটীর বিবাহ দিয়ে, অল্প দিনেই পুত্রবধূর মুখাবলোকন কর্‌বো"। হায়! এখন নাকি আমাদের কপালে দুঃখ আছে, তাই শীঘ্র শীঘ্র এই সকল ঘটনাগুলো ঘটে উঠ্‌লো। আর উপায় দেখ্‌ছিনে, আজ হউক, বা কাল হউক, নিশ্চয়ই মহারাজ তীর্থযাত্রা কর্‌বেন। (ক্ষণবিলম্বে) এঁরিই বা দোষ কি, পুত্রের যেরূপ কুচরিত্র, বিচক্ষণ লোক হয়ে কি করেই বা তার হস্তে রাজ্যভার প্রদান করবেন,—তা হলে এঁর পরিণামদর্শিতা কোথায় থাক্‌বে? তবে আমি যে কুমার শশিভূষণকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করবার উপরোধ কর্‌ছিলাম, সে কেবল রাজপুত্র বলে,—গুণজ্ঞানে নহে। (প্রকাশ্যে) নরনাথ! আপনি যাহা বলিলেন, সকলই সত্য। এক্ষণে যদি শশিভূষণকে রাজ্য প্রদানে একান্তই অসম্মত হন, তবে কোন্ মহাত্মা পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত পুণ্যবলে আপনকার উত্তরাধিকারী হবেন, আজ্ঞা করুন।

রাজা। হে প্রিয় মন্ত্রিবর! হে সভ্যমহোদয়গণ! যদি তোমরা সকলে আমার অভিপ্রায়ে সম্মত হয়ে থাক, তবে আমি স্ব-ইচ্ছায় (বিজয়ের হস্ত ধরিয়া) এই সুধীর কুমার বিজয়কে যৌবরাজ্যে অভিষেক করিলাম। (বিজয়ের প্রতি) বৎস! আজ হতে তুমি এই রাজ্যের রাজা হলে, বৃদ্ধের যথাসর্ব্বস্ব অধিকার কর্‌লে, এক্ষণে ঈশ্বরের নিকট এই প্রার্থনা, যেন

তোমার শাসনগুণে স্বল্পদিনমধ্যেই সমস্ত কাঞ্চনরাজ্য সুখ-সমৃদ্ধিতে পরিপূর্ণ হয়ে উঠে।

মন্ত্রী। উত্তম হয়েছে, কুমার বিজয় একজন সর্ব্বগুণান্বিত উপযুক্ত পাত্র।

সভ্য। মহারাজ! আপনি আমাদের চিরহিতৈষী ও প্রতিপালক। এক্ষণে আমাদের প্রতি যেরূপ আদেশ করিতেছেন, তাহা আমরা অবনত মস্তকে গ্রহণ করিলাম।

রাজা। (সাহ্লাদে স্বগত) যা হউক কুমার বিজয়কে রাজ্যভার প্রদান করে আমার একপ্রকার উদ্বেগ দূর হলো, (বিজয়ের প্রতি) বৎস! তুমি চিরজীবী হও, ধার্ম্মিকবর যুধিষ্ঠিরের ন্যায় তোমার সুখ্যাতি দিন দিন বৃদ্ধি হউক। (সভার প্রতি) এক্ষণে সভ্যগণ! কুলগুরু বাচস্পতি বলেছেন, আগামী কল্য বাণপ্রস্থ ধর্ম্মাবলম্বনের অতি উত্তম দিন, অতএব যদি তোমাদের মত হয়, তা হলে কল্যই আমি সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করে আমার মন্তব্য পথের অনুগামী হই।

সভ্য। নরনাথ! পিতা চক্ষের অন্তরাল হউন, এরূপ কল্পনায় পুত্রেরা কিরূপে সহজে সম্মত হইতে পারে?

(নেপথ্যে সভাভঙ্গ-সূচক-দুন্দুভিশব্দ)

রাজা। তবে অদ্যকার মত সভা ভঙ্গ হইল।

(সভাভঙ্গ ও সকলের প্রস্থান।)

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

চারুশীলার শয়ন-ঘর।

শয্যার উপর চারুশীলা একাকিনী উপবিষ্টা।

চারু। (স্বগত) হায়! আর কি সেই মনোমত ধনকে দেখ্‌তে পাব? আর কি তাঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হবে? রে নিষ্ঠুর প্রাণ! তুই বজ্র অপেক্ষা কঠিন, পাষাণ অপেক্ষা দৃঢ়, নইলে কি সাহসে নাথের বিচ্ছেদে এতদিন জীবিত আছিস? তুই কি জানিস্ না? আমি যাঁরে সরলান্তঃকরণে, বিশুদ্ধচিত্তে, ধর্ম্ম সাক্ষী করে, পতি বলে বরণ করেছি, মন প্রাণ সমর্পণ করেছি, সেই জীবনাধিক আর্য্যপুত্র ব্যতিরেকে কি আমি ক্ষণকালমাত্র জীবিত থাকব,—কখনই না। দুরাশয়! তুই কি মনে করেছিস, তাঁরে না পেলে, অন্য পুরুষে আসক্ত হব? অন্য পুরুষকে পতি জ্ঞান করব? এ প্রাণ থাকতে তা কখনই হবে না। আমি প্রতিজ্ঞা করেছি, কায়মনোবাক্যে বলছি, তাঁর জন্য যদি আমাকে আজীবন কষ্ট পেতে হয়, ক্ষণস্থায়ী দেহকে ভূমিসাৎ করিতে হয়, সেও স্বীকার, তথাচ তোর দুরভিসন্ধি পূর্ণ হবে না। শুনেছি — পুরাকালে কত শত পতিপ্রাণা কামিনী পতির জন্য প্রাণত্যাগ

করে নারীকুলে সতীত্বের মহাগৌরব বৃদ্ধি করে গেছেন, জীবনের চিরস্মরণীয় যশোবৃক্ষ রোপণ করে গেছেন। সতীত্ব রক্ষার জন্য যদি ঐ সকল ললনার অনুগামিনী হতে হয়, তাতেও কুণ্ঠিত নহি। (সক্রোধে) নৃশংস! দেখ্, তোর সম্মুখেই আমার প্রিয়তমের প্রতিমূর্ত্তি বাহির করি; (বস্ত্রমধ্য হইতে ছবি বাহির করিয়া প্রকাশ্যে) নাথ! একবার অধিনীর প্রতি সদয় হয়ে প্রিয়ে বলে সম্ভাষণ কর, আমার মন প্রাণ শীতল হউক, কর্ণ পরিতৃপ্ত হউক; প্রাণবল্লভ! তৃষিত চাতকের বারি আশার ন্যায়, নৃত্যশীল চকোরের পূর্ণ-চন্দ্রাশার ন্যায় আমি তোমার সুধাপূরিত বাক্যাশা করে আছি, আশা পূর্ণ কর। (ক্ষণবিলম্বে) কৈ নাথ! কথা কচ্চনা যে? তবে কি দাসীর প্রতি ক্রোধান্বিত হয়েছ? নাথ! অধিনী এমন কি অপরাধ করেছে, যাহা তোমার নিকট মার্জ্জনীয় নহে। প্রাণেশ্বর! শুনেছি, তোমার মধুর বচনে কি সভাসদ্গণ, কি পৌরগণ সকলেই বিমোহিত হয়, তবে অধীনী কি জন্য তাহাতে বঞ্চিত হচ্চে। প্রাণেশ! তুমি যে প্রতিরাত্রের স্বপনে উদয় হও, আশ্বাসবাক্যে হৃদয়ের তুষ্টি সম্পাদন কর, সে কি এরূপ যন্ত্রণা দিবার জন্য,—না আমার মন পরীক্ষার জন্য? প্রাণনাথ! এখনো কি তোমার পরীক্ষা কর্তে বাকি আছে? নাথ! এখন তো আমার মন আর আমাতে নাই, যে দিন তুমি আমার দর্শনপথের পথিক হয়েছ, যেদিন আমার হিতাহিত জ্ঞান অপহরণ করেছ, সেই দিন হতে আমার মন-পদ্ম ভক্তিসহকারে তোমার চরণতলেই অর্পণ করেছি, একাগ্রমনা হয়ে জীবিত আছি। হৃদয়েশ্বর! দাসীকে যতই অবজ্ঞা কর না কেন,

যতই নিরাশ করনা কেন, আমি তোমারি,—তুমিই আমার হৃদয়নিধি, এই হৃদয়ই তোমার যোগ্য আসন,—আজ এই আসনে অবস্থিতি কর। (হৃদয়ে ধারণ ও কিঞ্চিৎ চিন্তার পর) হায়! আমি কি উন্মত্তা হলেম, নাথের প্রতি যে এত দোষারোপ কর্‌ছি কৈ নাথ কোথায়? (পুনরায় ছবি লইয়া) এ নাথের প্রতিমূর্ত্তি মাত্র, ইহাতে যখন আমার এত হৃদয়াকর্ষণ কর্‌ছে, অভূতপূর্ব্ব আনন্দানুভব হচ্ছে, এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল ক্রমে শিথিল হয়ে আস্‌ছে, তখন না জানি তাঁর সাক্ষাতে কিরূপ হবে। আহা! এরূপ সুন্দর পুরুষ যে মহীতলে আছেন, ইহা মনুষ্য কল্পনায় অনুভব হয় না। বিধাতা বুঝি একত্রে সমস্ত সৌন্দর্য্য দেখবেন বলে স্বভাবের প্রত্যেক রমণীয় বস্তুর উপাদানে এঁরে সৃষ্টি করেছেন, আমি তাঁকে স্বচক্ষে দেখেছি তবু এই প্রতিমূর্ত্তিটি দেখ্‌লে সময়ে সময়ে আমার সংশয় হয় যে, ইনি কখনই ভূলোকবাসী নন্। (দীর্ঘ নিশ্বাস) হায়!-আমার মনোবাঞ্ছা কি পূর্ণ হবে? প্রজাপতি কি সুপ্রসন্ন হবেন?—না আমার এই দেখাই শেষ দেখা হলো—আজ আমার মন এত অস্থির হচ্ছে কেন?—আর যে বিরহ যাতনা সহ্য হয় না, হা বিধাতঃ! অবলা পেয়ে কি এতই পীড়ন কর্‌তে হয়। অনঙ্গদেব! যখন শত শত বীরপুরুষ তোমার পঞ্চশরের নিকট পরাভূত হয়, একটি দুর্ব্বল রমণীবধে তোমার গৌরব কি? দেব! প্রার্থনা কর্‌ছি, অমোঘ শর সম্বরণ কর। দুর্বৃত্ত! তুই কি অবসর বুঝ্‌লি ক্রমেই অধিকতর দগ্ধ কর্‌তে উদ্যত হলি, তোর কি দয়া মায়া কিছুই নাই, রতি কখন তো তোর চক্ষের অন্তরাল হয় না, তাই বিচ্ছেদ কারে বলে জানিস্‌নে—আমার ব্যথা কি বুঝ্‌বি?

গিরিবালার প্রবেশ।

গিরি। (চারুর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া) স্বগত আহা! আজ কাল চারুশীলাকে দেখ্‌লে সত্য সত্যই হৃদয় বিদীর্ণ হয়, অমন যে সোণার প্রতিমা, ভেবে ভেবে একেবারে কালী হয়ে গেছে; কি আশ্চর্য্য! এক মুহূর্ত্তের জন্যও চিন্তায় ক্ষান্ত নাই,—বিধাতার কি নিদারুণ বিচার—এই মনোহর পুষ্পেও এক্ষণে নির্দ্দয় কীটের আবাস হলো। (কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া) একি হাতে একখানা ছবি না? এত দিনের পর বিধি বুঝি সুপ্রসন্ন হলেন, চারুর চিন্তার কারণ জান্তে পার্‌লেম। (অন্তরাল হইতে) এই চিত্রিত ব্যক্তিই কি চারুর চিত্তচোর? ইনিই কি অহরহ চারুর হৃদয়ক্ষেত্রে বিরাজ করেন, আহা! এমন সুকুমার পুরুষ তো পূর্ব্বে কখন দেখি নাই। চারুর প্রণয় যে উপযুক্ত পাত্রে ন্যস্ত হয়েছে তার আর সন্দেহ নাই। কিন্তু এঁকে স্বচক্ষে দেখেছেন, না স্বপ্নোদিত কল্পিত ব্যক্তি? (নিকটে উপবেশন করিয়া প্রকাশ্যে) বোন চারুশীলা! পূর্ব্বে তুমি ক্ষণকালের জন্যও আমাদের সঙ্গ ছাড়া হতে না, এক্ষণে সর্ব্বদাই নির্জ্জনে থাক্‌তে ভাল বাস ও বিষণ্নবদনে কি চিন্তা কর? ভাই! বল্‌তে কি, তোমার ভাবান্তর দেখে সময়ে সময়ে আমার নানাপ্রকার সংশয় উদয় হতো, তৎক্ষণাৎ জিজ্ঞাসা কর্‌লে তুমি সাবধানে ভাব গোপন কর্‌তে, আজ মা মুণ্ডমালিনীর ইচ্ছায় সে সংশয় কতক দূরীভূত হয়েছে, তোমার বিষণ্নতার কারণ কিছু পরিমাণে অবগত হয়েছি (সহাস্যে) এখন তোমার চিত্রিত ব্যক্তির সবিশেষ পরিচয় দাও, আমার ব্যাকুলচিত্ত সুস্থির হউক।

চারু। (লজ্জায় ছবি উল্টাইতে উল্টাইতে) গিরিবালা! মনের বেদনা মনে রাখলে যে ক্রমশই বৃদ্ধি হয়, তাহা আমি অবগত আছি, বিশেষতঃ তুমি আমার প্রিয়সখী, তোমাকে আমি প্রাণাপেক্ষা অধিক ভাল বাসি, তোমার নিকট আমার কোন কথা গোপন নাই, কিন্তু——(দীর্ঘ নিশ্বাস) স্ত্রীলোকের লজ্জাই পরম শত্রু, আজ আমি সেই লজ্জা সরম বিসর্জ্জন দিলাম, পরিচয়——এই নাও (ছবি প্রদান) ইনি তোমায় পূর্ব্বে একবার দেখা দিয়েছিলেন, আজ নূতন দেখা নয়।

গিরি। (ছবির প্রতি একদৃষ্টে স্বগত) পূর্ব্বে দেখা দিয়েছিলেন, কৈ মনে হয় না তো, অথচ নিতান্ত অপরিচিতের ন্যায় বোধও হচ্ছে না। তবে ইনি কে? এঁকে দেখে যে আমার মনের শান্তি ভঙ্গ হলো, হৃদয় প্রেমরসে পূর্ণ হলো, আহা! যতবার দেখ্‌ছি, ততই আগ্রহ বৃদ্ধি হচ্ছে (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া প্রকাশ্যে) বোন! পূর্ব্বে দেখেছি কৈ আমার তো কিছুই স্মরণ হচ্চে না।

চারু। জন্মতিথি।

গিরি। হা! সেই সমারোহ।

চারু। বাজীকর।

গিরি। হা! সতীর অগ্নি প্রবেশ, চারু! একি সেই বাজী-করের কাল্পনিক নাকি?

চারু। না বাজীকরের নয়।

গিরি। তবে কার?

চারু। ঈশ্বরের।

গিরি। তার পর।

চারু। জয়দেব।

গিরি। নামের প্রয়োজন নাই।

চারু। পাষণ্ডের সমুচিত দণ্ড হয়েছে,——অতিথি।

গিরি। এখন নাকি মহারাজ?

চারু। ইনিই সেই অভিনব মহারাজ? গিরি, বৃদ্ধ রাজার জন্মতিথি উপলক্ষে যে আশ্চর্য্য বাজী হয়, তুমি ও আমি সেই বাজী দেখ্‌তে গিয়েছিলাম এবং সকলের সঙ্গে যখন মঞ্চ হতে বাজীকরের তামাসা দেখ্‌ছিলাম, তখন এক যুবা অনন্যমনস্ক হয়ে যেন আমাকেই লক্ষ্য কর্‌ছিলেন, আমিও তাঁর রূপে মোহিত হয়ে মধ্যে মধ্যে নয়নে নয়ন মিলাইতেছিলাম, আবার লজ্জায় অবনতমুখে মনে মনে তাঁরে ধ্যান কর্‌ছিলাম, আহা! সেই দৃষ্টি কি আমার আর শুভদৃষ্টি হবে? (দীর্ঘনিশ্বাস) পরে বাজীকরের কাল্পনিক সতীর অগ্নি-প্রবেশকালে তিনি ক্ষিপ্তের ন্যায় উঠিয়া বাজীকরকে খেলা হতে নিবৃত্ত কর্‌লেন—জয়দেব রাজার শ্যালক।

গিরি। সে পাষণ্ডের কথা আর বল্‌তে হবে না,—আমার কতক স্মরণ হচ্চে, (চারুর প্রতি) তবে ইনি আমাদের মহারাজ।

চারু। হাঁ, এ দাসী তাঁর অধীনী।

গিরি। অগ্নি কখন বস্ত্রাবৃত থাকে না, দেখ ভাই পূর্ব্বকার ছদ্মবেশ এঁর অবস্থা গোপন রেখেছিল মাত্র, গুণ অতি অল্প-দিনেই প্রকাশ হলো।

চারু। আমি শুনেছি, ইনি মহৎ বংশেও জন্ম গ্রহণ করেছেন।

গিরি। তবে কি এঁর মা বাপ নাই, স্নেহ কর্‌বার কেউ নাই যে, এই নয়ন-প্রীতিপ্রদ পুরুষকে বিদেশ ভ্রমণে নিবৃত্তি করেন? সেই রত্ন-প্রসবা জননী যদি জীবিতা থাকেন, তবে তিনি কি এ রত্ন চক্ষের অন্তরাল করে, জ্ঞানভ্রষ্টা হন নাই?

চারু। নাথ! তুমি——(জিহ্বা কর্ত্তন করিয়া) গিরি! তোমার ভগ্নী আজ কাল নিতান্ত লজ্জাহীনা।

গিরি। (স্বগত) এই সর্ব্বনাশীকে আর ভগ্নী বলে ডেক না, এ রাক্ষসী তোমার সুখপথের কণ্টক,—না—আমার প্রাণ থাক্‌তে তা কখনই হবে না। চারু যে অতি সরলা, আমার কনিষ্ঠা ভগ্নী, তার ধনে আমার কেন লোভ হবে?

চারু। বোন্! আমার উপায় কি হবে? আমি যে তাঁরে অগ্রপশ্চাৎ না ভেবে পতিত্বে বরণ করেছি। বোন্! তুমি তিরস্কার কর্‌বে, সে তিরস্কারে এখন ফল কি? পিতা ক্রোধান্বিত হবেন, আমি এমুখ পিতাকে আর দেখাব না। যাঁরে মন প্রাণ সমর্পণ করেছি, তাঁর মনের ভাব আজ্ পর্য্যন্ত জান্‌তে পার্‌লেম না, তবে আমার এ জীবনে প্রয়োজন কি? গিরি! আমি কি আশায় এ প্রাণ রাখ্‌ব? যাঁরে পাব বলে এত দিন জীবিত আছি, তিনি এই দাসীর প্রতি সুপ্রসন্ন হবেন কেন? পিতার যদি পূর্ব্বের মত সম্পদ্ থাক্‌তো, তা হলে, আমার আশা নিতান্ত দুরাশা বোধ হতো না, আমার ভাগ্যদোষে সে রাজ্য, সে সম্পদ্ সকলই কর্পূরের ন্যায় লোপ হয়েছে! (করুণ-স্বরে) বোন্! এ অলক্ষণার জন্মাবধি পিতা মাতা কি পর্য্যন্তই না কষ্ট পেলেন, আহা! জননীআমার জন্যই অকালে প্রাণ হারালেন! (ক্রন্দন)

গিরি। (অঞ্চল দ্বারা নয়নের জল মুছাইতে মুছাইতে) বোন্! দৈবনির্ব্বন্ধ কেউ খণ্ডন কর্‌তে পারে না, সে জন্য তুমি আত্ম অবজ্ঞা বা অকারণে বিলাপ করো না, এক্ষণেও দৈবের উপর নির্ভর কর, অবশ্যই তোমার মনস্কামনা সুসিদ্ধ হবে।

চারু। বোন্! তুমি আশ্বাস-বাক্য দিয়ে তোমার কর্ত্তব্য সাধন কল্লে, কিন্তু আমার মন কিছুতেই সান্ত্বনা মান্‌চে না।

গিরি। পিতার নির্ধনে তাঁহার কীর্ত্তির কণামাত্রও ক্ষয় কর্‌তে পারেনি।

চারু। তা সত্য, কিন্তু এই শত্রুমণ্ডলীর মধ্যে প্রকৃত পরিচয় দিতে সাহসী হবো না।

গিরি। প্রণয় সম্পদের বশবর্ত্তী নয়।

চারু। "গুণের বশবর্ত্তী"—আমি নির্গুণ।

গিরি। তবে গুণী কে?

চারু। কুমার বিজয়।

গিরি। সমগুণী কে?

চারু। চক্ষে দেখি নাই।

গিরি। দর্পণে?

চারু। এই কি উপহাসের সময়?

গিরি। উপহাস নয়।

চারু। তবে সৎপরামর্শ দেও।

গিরি। শান্তির আরাধনা।

চারু। শান্তি কোথায়?

গিরি। তোমার হৃদয়ের সন্নিকট।

চারু। চারু অভাগিনী?

গিরি। আজন্ম নয়।

চারু। (সোৎসাহে) গিরি! আর পরামর্শে প্রয়োজন নাই, নিজে উপায় স্থির করেছি; আমি এই মুহূর্ত্তেই রাজসভায় যাব, লোকনিন্দায় কর্ণপাত কর্‌বো না, রাজার চরণ ধরে কাঁদ্‌বো, সদয় হন, ফিরে আস্‌বো, নচেৎ সেই চরণতলে এ জীবন শেষ কর্‌বো। গিরি! সেই পবিত্র-চরণ কি আর পাব? তিনি আমার স্পর্শে চরণ তো কলুষিত মনে কর্‌বেন না? কেন গিরি? আমি তো কোন পাপ করি নাই, আমি কেবল তাঁহাকে ভাল বাসি।

হেমলতার প্রবেশ।

হেম। প্রিয়সখি! পিতা তোমাকে অতি ত্বরায় আহ্বান কচ্চেন।

চারু। হেমলতা! তুমি অগ্রসর হও, বলগে, আমি এই মুহূর্ত্তেই তাঁর শ্রীচরণ দর্শন করবো।

হেম। বিলম্ব করো না, তিনি এখনই স্থানান্তরে গমন কর্‌বেন।

(হেমলতার প্রস্থান।)

চারু। গিরিবালা! পিতার এ সময়ে ডাকিবার কারণ কি? তিনি তো এমন সময়ে আমাকে কখন ডাকেন না, যা হোক্ আর বিলম্ব করা হবে না।

(চারুশীলার প্রস্থান।)

গিরি। (স্বগত) উঃ—ছবির কি ভয়ানক মোহিনীশক্তি!

এতে চারুশীলার মনের কি পর্য্যন্ত না পরিবর্ত্তন ঘটেছে, আমার আবার চিত্তাকর্ষণ, কি আশ্চর্য্য! ঘট্‌কালী কর্‌তে গিয়ে কি শেষে ——কি উচ্চ অভিলাষ! না,—ও কথা আর মনে কর্‌বো না, এ ছবি আর দেখ্‌বো না, (ছবি অন্তরে স্থাপন) এই যে দেখ্‌বো না বল্লেম, আবার ওদিকে দৃষ্টি, পোড়া চক্ষুই তো সকল অনর্থের মুল, (চক্ষু আচ্ছাদন) তবু দেখা যাচ্চে। হায়! কেন আমি এখানে এসেছিলাম, কেনই বা এই ছবি দেখেছিলাম, এসে কোথায় চারুর অসুখের উপশম কর্‌বো, না,—আমার নুতন অসুখ অঙ্কুরিত হলো, অঙ্কুরিত কেন?—বদ্ধমুল হলো, (দীর্ঘ-নিশ্বাস পরিত্যাগ) হায়! এই কি আমি চারুকে ভাল বাসি? চারুর মঙ্গল কামনা করি? তার যত্ন ও আয়াসের ধন প্রতি লোভ, চারু এর অঙ্কুরমাত্র জান্‌তে পার্‌লে কি আর জীবন রাখ্‌বে? পরম শত্রু হতে তার যে অনিষ্ট না সম্ভবে, এ পাপীয়সী সেই অনিষ্ট কর্‌তে উদ্যত হলো, হায়! আমি কি করে তারে মুখ দেখাবো, চারু! আমি দেখা কর্‌লে তুমি এই পাপীয়সীর মুখাবলোকন করো না, এই ডাকিনী এতকাল মৌখিক প্রণয় জানাইয়া আজ তোমার বক্ষে শেল বিদ্ধে উদ্যত হয়েছে, (ক্ষণেক-পর) কৈ চারু যে এখনো এলো না? তবে আমিও যাই।

(গিরিবালার প্রস্থান।)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

শশিভূষণের বৈটক্‌খানা।

তাকিয়া ঠেসান দিয়া শশী একাকী উপবিষ্ট।

শশি। যা রটে তা ঘটে, পাঁচ জনের কথা কখন মিথ্যা হয় না। ছুঁড়িটার রং যেন দুধে আল্‌তা, ফুটন্ত চাঁপা ফুলের বা কি রং?—আহা! যেমন মুখশ্রী, তেমনি গোল গোল গড়ন,—

"বিধি নির্জ্জনে যতনে তোরে করেছে নির্ম্মাণ,
পরের সুখেরি কারণ ——"

হরের কোপে মদন ভস্ম, বিরহ বেদনা সইতে না পেরে রতিদেবীরও মর্ত্তলোকে জন্ম, নতুবা লক্ষ্মীদেবীর কি নারায়ণের সঙ্গে বিবাদ সম্ভবে? এক দেহ এক আত্মা, সে প্রণয় ভঙ্গ করে কি তিনি এই তুচ্ছ মর্ত্তভূমে এসে অবতীর্ণ হবেন? অথবা যেখানে প্রণয় সেইখানেই বিচ্ছেদ। আমার ভগ্নী চন্দ্রকলা যে এত রূপসী,—দেশ শুদ্ধ লোক যারে রূপবতী বলে প্রশংসা করে, কিন্তু এর সঙ্গে কি তুলনা? স্বর্গে আর মর্ত্তে যেমন প্রভেদ, এও তদ্রূপ; (কিঞ্চিৎ পরে) এখন কার অদৃষ্টকে যে সুপ্রসন্ন কর্‌বে, কে বল্‌তে পারে, আমার সম্মুখে যে এই দেবদুর্ল্লভ পদার্থ হস্তান্তর হবে, এতো কখনই সহ্য হবে না, (দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ) বিজয় রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন, এখন দেখ্‌ছি, এ রত্ন লাভ করা ওরি বেশি সম্ভবে; আমি শুনেছি,

সে বিজয়কে ভিন্ন অন্য কাহাকে বিবাহ কর্‌বে না। ছি ছি, এমন রূপবতী হয়ে কি ঘৃণিত স্পৃহা!—আমি রাজকুমার, আমাকে পরিত্যাগ করে, কি না একজন অজ্ঞাত পুরুষের প্রতি এত অনুরাগ; স্ত্রীলোকদিগের যৌবনে পাত্র বিচার থাকে না, আমি পিতার রাজ্য অধিকার করি নাই সত্য, কিন্তু আমার যে ধন আছে, তা দিয়ে কি এরূপ একটা রাজ্য কিন্‌তে পারি না?—অবশ্য পারি। চারু! তুমি কি রাজ্য নিয়ে ধুয়ে খাবে? এ সুকুমার রাজকুমারকে কি তোমার মনে ধর্‌লো না?—না তুমি আমাকে কখন দেখ নাই?—আমাকে দেখে থাকবে, বিবাহের সময় আমার সহস্র সহস্র প্রতিমূর্ত্তি করিয়ে পিতা এই রাজ্যের ঘরে ঘরে পাঠিয়ে ছিলেন, তা কি তোমার নয়নকে আকর্ষণ কর্‌তে পারেনি? (বৈটকখানাস্থিত ছবি লইয়া) এরূপ দেখে কত শত রূপবতী কামিনী না আমার প্রণয়াকাঙ্ক্ষিণী হয়েছিল, কত শতকে না হস্তগত করেছিলাম, পরে মনে না ধরায় আমি তাদের ত্যাগ করেছি বৈত নয়। চারু! তোমাকে ত্যাগ কর্‌বো এই ভয়ে কি তুমি অসম্মত হচ্চো, সে ভয় তো সে দিন দূর করেছি, পাঁচির মুখে তো সব শুনেছ, তবে কেন এখনো সম্মত হচ্চো না?

(নেপথ্যে)—

এতদূর হয়েছে?

আমি কি মিথ্যা বলুছি।

বাবাজী তবে আজকাল ডুব মেরে জল খাচ্চেন?

তা নয় ত কি?

আচ্ছা—আমাদের বল্লে কি হানি ছিল?

পাছে আমরা হরিলুট করি।
এবার বাবাজীকে অল্পে ছাড়্বো না।

নসিরাম ও গিরিজাভূষণের প্রবেশ।

নসি। কি বাবাজী, আজ যে বসে বসে ভাবছো, কিছু হয়েছে টয়েছে নাকি ?

শশি। এমন কিছু নয়, তবে কিনা আকাশ পাতাল।

নসি। (জনান্তিকে গিরিজার প্রতি) শুন্‌চো খুড়ো,—যা বলেছি, ঠিক কি না! (প্রকাশ্যে) পাঁচির হা'লে কি পানি পেলে না ?

শশি। সে বেটী বাস্তু ঘুঘু, আমার স্কন্ধে চেপেছে, এক দিন অন্ধকারে বেটীকে বৈতর্ণী পার কত্তে হবে।

গিরিজা। একি বাবা, প্রতিশোধ দেবে নাকি ?

শশি। এখন ভাই তোমরাই আমার হাত, কার্য্যশেষে তোমাদেরও ভাল রকম বন্দোবস্ত হবে।

নসি। (কৃত্রিম ক্রোধ সহকারে) কি বোল্‌ছ, ছাপোসা গরিব ব্রাহ্মণ বলে আমরা সামান্য টাকার লোভে সমুদ্রে ঝাঁপ দেবো ? (গিরিজার প্রতি) খুড়ো! চল, আর এ স্থলে আমাদের পোষাবে না। (যাইতে উদ্যত)

গিরিজা। (জনান্তিকে নসির প্রতি) বেশ খুড়ো, দক্ষিণেটা বেশ পাকিয়ে তুলেছ ?

শশি। একেবারেই যে অগ্নিবৃষ্টি (উভয়ের হস্ত ধরিয়া) বস, বস, ওরে বিষে,—ও বিষে,—শীগ্‌গির করে এক ছিলিম তামাক দেতো, এদের ঠাণ্ডা করে দিই।

(নেপথ্যে ——,

আজ্ঞে যাই।

নসি। (স্বগত) বড় মাছ পড়েছে, এখন ডাঙ্গায় তুল্‌তে পার্‌লে হয় ?

গিরিজা। (শশির প্রতি) বাবাজী! খুড়কে দেখ্‌ছো তো, এবার আর কাণা গোরু বামনকে দান চল্‌বে না।

শশি। বিশ্বাস না হয় (গলার হার খুলিয়া) এই ন্যাও, (হার প্রদান।)

হুঁকা হস্তে বিষের প্রবেশ।

শশি। এতক্ষণ বেটা ঘুমুচ্ছিলি নাকি ?

বিষে। আপনো আমুকো কেবল সুইবা দেখুছো, ফরমাস খটি খটি পায়ের সুতা ছিঁড়ি গলা, (সচকিতে) এই যে কাণ-কটা বামুনোটি আসিছে, এই গ্যাঁইপো তো সব দুষ্টর মুড় সব জায়গায় অছি। (হুঁকা প্রদান)

নসি। বিষে! তুই কি ঠাট্টা কল্লি ?

বিষে। থট্টা কাঁই ?

নসি। আর নয় কি করে, প্রসাদ করে দিয়েছ যে বাপ!

বিষে। মোর একাটানে পরসাদ হলো, আউ সেমানে যখন মাকরটনা করন্তি, তাতে কিছু হয় না।

গিরিজা। (শশির প্রতি) কি বাবা—তারিখ ফাদ্‌বো নাকি—না শেষ পাতে কিছু আছে ?

শশি। এখনি তারিখ (বিষের প্রতি) কেমন বিষে ফয়েদমুলার ওখানে গেছিলি।

বিযে। আজ্ঞ্যা হুঁ, তাকু সব কথা কৈবাহোয়িছু।

শশি। তবে তুই শীগ্‌গির করে দুটো ব্রাণ্ডির বোতল আর গেলাসটা দিয়ে যা।

বিযে। (গমন করিতে করিতে স্বগত) আউ পারিবি নাই, যেন সিকদের ঘোড়া হেয়িছু ডাকিলে আউ বিলম্ব সহ নাই, দণ্ডে বসিবাকু সময় নাই, যত সব হার হাভাতে ন্যাকরা মানুষো জুটি-কিরি সত্যে নাশ কল্লে, সররা যেমিতা চার-পেয়ে লখিমী, শোশ-কের মত সবু শোষি নিল, তবে মন বোধ হলা নাই। রাজা-বংশরে যে এমিতি কুলাঙ্গার জনম হব, ইয়ে কাহারি মনোকো আসিবা কথা নয়, মহারাজ নাম গাম সব বুরাইলা। (দীর্ঘ নিশ্বাস) মোর্ ও কি দুর্দ্দশা, এলিলজা লাগি মোর সব গলা, এই বুড়া বয়সেরে মদো গঞ্জেই, চৌরস সব ছুইবা পাইহলা ওহো বড় ঘড়ো চাকরি করিবা বড় ঝকমারি কথা এথের ইয়েকাল পড়কাল কিছি রহিলা নাই, সবু বেলে ফরমাসো খটি খটি জীবনো গলা।

প্রস্থান।

গিরিজা। (তামাক টানিতে টানিতে) সংসারে এর মতন উত্তম জিনিস আর দ্বিতীয় না[illegible]।

নসি। কার মতন?

গিরিজা। কেন মদ যা সকলে খায়।

বোতল ও গেলাস হস্তে বিযের পুনঃ প্রবেশ।

(এক দিক দিয়ে বিযের প্রস্থান ও অপর দিক দিয়ে ডিস হস্তে ফয়েদমুল্লার প্রবেশ।)

ফয়েদমুল্লা। (সেলাম করিয়া) এই তো পান ছয়্ তারাকা

খানা লেয়ায়া হুজুর! এক রোজ আগে সে কহে, এসব রসায়নকা কাম হায়। আজ কাল সহরের বহুত বাবুলোকনকা ইস্‌মাপিক অডারকা কাম কর্‌নে হোতা, শনিচারকা তো জুদা বাত, সবু সে শাম তলাক পাকানেসে ছুট্টিপাতে নাহি, ইস্‌মাপিক কর্‌কে ও হুজুর সব বাবুকা অডার দে নাহি সেকতা, তো হাম যাতেহে।

(সেলাম ও প্রস্থান।)

গিরিজা। বাড়া অন্ন জুড়িয়ে যায়, এই বেলা (মদ্যপান ও শশিকে প্রদান।)

নসি। খুড়ো! আজ কেবল পিত্তি রক্ষা করে ক্ষান্ত হয়ো বাবা বাড়াবাড়ী যেওনা।

শশি। (পানান্তে) এ জিনিস ছাড়্‌তে বল, তুমি তো বাবা ভারি বেরসিক দেখ্‌ছি। (গিরিজার প্রতি) খুড়ো কুচ পারোয়া নাই, খুব খাও। (প্রদান)

নসি। (গিরিজার প্রতি) কি বাবা তাল ফাঁক দিচ্চ না যে, খালি গোপের নীচে —।

গিরিজা। (মদ্যপান করিয়া) এতে কি তাল ফাঁক দিতে আছে, এসব দেখ্‌লে লঙ্কাদাহন থুড়ি খাণ্ডবদাহন কর্‌তে ইচ্ছে হয়।

শশি। (মদ্যপানান্তে পিয়ালা হইতে মাংস আস্বাদন করিয়া) আজ ব্যাটা কারিটা পান্‌সে করে ফেলেছে।

গিরিজা। (গেলাসে মদ ঢালিয়া) বাবা নসি, জুড়িয়ে গেল। (এক সিপ সম্মুখে ধারণ।)

নসি। আমি কি মদ খাই।

গিরিজা। তোর বাবা খায়।

শশি। (নসির প্রতি) খাওনা, একটু খেতে দোষ কি? একটুতে আর মাতাল হবে না।

গিরিজা। বাবা খালি শুখ্‌নো পথে যাবে, এক আধ বার ভিজে পথে চল।

নসি। আমাকে বৃথা উপরোধ কর্‌ছো, আমি মদ খাব না।

শশি। বেশী পেড়াপিড়িতে দরকার কি।

গিরিজা। একটুও খাবে না?

নসি। না।

গিরিজা। (পানান্তে) যা ব্যাটা অকালকুষ্মাণ্ড গোবিন্দরামের এঁড়ে।

নসি। (সহাস্যে) তোমার ভগ্নির শ্বশুর হয় যে।

শশি। (উচ্চ হাস্য করিয়া) বেশ বোলেসো বাওয়া, জিতা রও।

নসি। খুড়ো! রাগ কর্‌লে কি?

গিরিজা। বাওয়া বড় কুটুমের উপর কি রাগ কর্‌তে আছে?

নসি। দুঃশালা ভোম্বোলদাস (শশির প্রতি) শশিবাবু খুড়ো আজ কাল একটি খুড়ি কেড়েছে দেখেছ।

গিরিজা। দো গুওটা কুর্ম্ম অবতার! খুড়ি কিরে।

নসি। না বাবা চামড়ার জিব, একটু নড়ে চড়ে গেছে, খুড়ো! পরকাল বল্‌বো নাকি (শশির প্রতি) আমাদের খুড়ো যেমন কচু বনের হনুমান, বেটীও তেম্‌নি, যেন রক্ষাকালীর ছানা, খেকিয়ে রয়েছে। (হাস্য)

শশি। (পানান্তে গিরিজার প্রতি) কি বাওয়া ডুবে ডুবে জল খাচ্ছো, লুকাচুরি কেন, আমরা কি তোমার পঞ্চ রত্নে ভাগ বসাতেম।

গিরিজা। ওদিকে নজর দিও না বাওয়া, ও ঠাকুর্ দের।

নসি। খুড়ো! আমরা কি একটু প্রসাদ পাইনে। (হাস্য)

গিরিজা। কি বাওয়া, বেয়ারিং পোষ্টে দখল কর্‌বে নাকি? (মদ্যপান ও শশির হস্তে প্রদান।)

শশি। (মদ্যপানান্তে) বাওয়া এই পশু বলো আর পক্ষি বলো মনুষ্য বলো আর দেবতা বলো, কিন্তু হা—হা—(হাস্য।)

নসি। হুঁা এসব এক, কেবল ভিন্নরূপ মাত্র।

শশি। দুঃশালা! আমি কি বল্লুম তুই কি বুঝ্‌লি।

নসি। কেন বাবা কি দোষ হয়েছে?

শশি। আমি বোল্‌ছি, যেথায় যে ব্যাটা আছে সেই পেটমোটা মহাদেবটা কেবল মানুষের মধ্যে, আর সব শালা মেয়ে মানুষ।

গিরিজা। (মদ্যপান করিয়া।) হা বাওয়া থিক বোয়েছো একতু পাধ্‌বুয়ো দাও (নসির প্রতি) এ শালা কিসু জানে না। (পৃষ্ঠদেশে এক প্রচণ্ড মুষ্ট্যাঘাত।)

নসি। উঃ শালার হাত তো নয় যেন হাতুরি, ব্যাটার কিল যেন তোপের সঙ্গে সাধা।

গিরিজা। কি বাওয়া এক কিলেই কুপো কাত।

নসি। ফাসিনে যে এই আঁমার বাপের ভাগ্যি, উঃ আর একটু হলে গোঘাসি বেরুতো।

শশি। (মদ্যপান করিতে করিতে বমন ও অদূরে গেলাস নিক্ষেপ করিয়া শয়ন।)

গিরিজা। (শশির গাত্রে হস্ত বুলাইতে বুলাইতে) কি বাওয়া কুম্ভকর্ণের পালা গেয়ে বোস্‌লে নাকি ?

নসি (স্বগত) তুমি এর পর জাগর কাট্‌বে (প্রকাশ্যে) খুড়ো ! ভ্রমরেরা মধুপান করে আহ্লাদে চতুর্দ্দিক নেচে বেড়ায়, কিন্তু তোমার নাচ টাচ কিছুই——

গিরিজা। কি বোলসো আমি নাচ্‌তে জানিনে (উঠিয়া হস্ত তুলিয়া নৃত্য।)

নসি। (সহাস্যে) এ যে বাইজি আনা নৃত্য দেখ্‌ছি বা কি নাচের ভঙ্গিমা, খুড়ো ! একি খুড়িমার কাছে শিখেছ।

গিরিজা। (আনন্দে নাচিতে নাচিতে নসির গাত্রের উপর পতন।)

নসি। উঃ উঃ (স্বক্রোধে গিরিজার প্রতি) শালা ! বানর ! (উঠিয়া সজোরে দুই চারিটা মুষ্ট্যাঘাত।)

গিরিজা। (শুইয়া শুইয়া) চলুক চলুক, থাম্‌লে কেন বাওয়া !

নসি। উঃ শালার পিঠ তো নয়, যেন লুয়া রে, এখনো হাতটা জ্বল্‌ছে, (হস্ত মার্জন করিতে করিতে প্রকাশ্যে) কি খুড়ো কিল খেয়ে জমি নিলে নাকি ?

গিরিজা। আর বাওয়া হাতুরি পিটোসো যে।

নসি। এ শালাও দেখ্‌ছি পড়্‌লো, এখন বাড়ী নিয়ে যাওয়াই ভার, ব্যাটা যেন চিটে গুড়ের মাছি, মদ পেলে আর নোড়্‌তে চায় না। (কিঞ্চিৎ পর) আমি আর বৃথা রাত করি কেন, (উত্থান) ব্রাহ্মণীর আজ কাল যে দপ্‌দপা, বাবা কেউ

দেখে শেখে, কেউ বা ঠেকে শেখে, তা আমি ঠেকে শিখেছি। একটু রাত হ'লেই আর নিস্তার নাই, শতমুখী যেন বরাদ্দ ক'রেছে।

(প্রস্থান।)

বিদ্যাভূষণের প্রবেশ।

বিদ্যা। এই যে যা ব'লেছি, তাই হ'য়েছে; (দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া) হা মাতঃ বসুন্ধরে! আর কত কাল তুমি এই মদের দৌরাত্ম্য সহ্য ক'রবে? দেশ যে ছারখার হ'য়ে গেল। এ বিষের দৌরাত্ম্যে চতুর্দ্দিক কেবল হাহাকার শব্দে পূর্ণ হ'চ্চে, আর যে শুন্‌তে পারা যায় না। কতদিনে এই হলাহল সমূলে ধ্বংশ হবে,—কতদিনে তোমার উদর হ'তে এ বিষ দূরীভূত হবে,— ধনীর ধন, মানীর মান সকলই লোপ হ'লো। আর যে দেশোন্নতির বিন্দুমাত্র আশা নাই। হায়! দুরাচার মদ্যপায়ীদের মনে কি এখনো জ্ঞানোদয় হ'লো না? চিরকালটা কি এই বিষম পাপে মত্ত থাকবে? হা বঙ্গবাসী মহোদয়গণ! মনুষ্য নামের গৌরব কি একেবারে লোপ হ'লো? (দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) এখন যাই, দাদাকে আস্তে আস্তে ঘরে নে যাই, (নিকটে গিয়া হস্ত ধরিয়া গিরিজাকে উত্তোলন।)

গিরিজা। (অচেতন অবস্থায়) কে রে শালা হনু এলি?

বিদ্যা। দাদা! আমি তোমার ভাই বিদ্যাভূষণ, এখন ঘরে যাই চল।

গিরিজা। হা—হা—(হাস্য।)

(বিদ্যা গিরিজাকে লইয়া প্রস্থান।)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

নগরের প্রান্তভাগ।

বামদেব শর্ম্মার পর্ণ-কুটীর।

অদূরে মাঠ দৃশ্য।

দাবার উপর বসিয়া সুশীলার কেশ বন্ধন, নিকটে শ্যামলতা উপবিষ্ট।

সুশীলা। বলিস্ কি লো? ও মা! (কপোলে অঙ্গুলি স্থাপন।)

শ্যাম। মাইরি ভাই, ঐ দেখে শুনে আজ কমাস আমাদের খিদে তেষ্টা নাই বল্লে হয়।

সুশীলা। আচ্ছা, ওর প্রিয়-ভগ্নী গিরিবালাকেও কি কিছু বলে নি? আমার বোধ হয়, সে এ সব জানে।

শ্যাম। না, না, তা হলে আমায় সে দিন জিজ্ঞাসা কর্‌বে কেন?

সুশীলা। আচ্ছা, তোরা তো ভাই সর্ব্বদাই ওখানে যাস্, এক সঙ্গে বোসিস্, দাঁড়াস্, ভুলভ্রান্তেও চারুর মুখ থেকে কিছু শুন্‌তে পাস্‌নে?

শ্যাম। শোনা চুলোয় থাক্, আমাদের দেখ্‌লেই মুখ নিচু করে বসে।

সুশীলা। কেন কেন, আর কথা কয় না কি?

শ্যাম। বাজী দেখে ফিরে আসার পর অবধি কি আর মন খুলে আমাদের সঙ্গে কথা কয়? না আমোদ আহ্লাদ করে? যখনি যাই, গিয়ে দেখি হয় শুয়ে রয়েছে, না হয় গালে হাত দিয়ে বসে বসে ভাবছে। সইয়ের বাপ ঐ দেখে শুনে দেশ দেশান্তর হ'তে কত টাকা খরচ ক'রে, হাকিম, কবিরাজ, আনাচ্চে, কিন্তু ভাই কিছুতেই কিছু হ'চ্চে না। আহা! অমন যে সোণার পির্‌তিমে কালী হ'য়ে গেছে। আহার নাই, দিন দিন অস্থি চর্ম্ম সার হ'য়ে যাচ্চে।

সুশীলা। জন্ম তিথির বাজী উপলক্ষে অনেক রাজগণেরও সমাগম হয়েছিল। না জানি, কোন্ ভাগ্যবান্ পুরুষ চারুর প্রণয়-কুসুম অপহরণ করে গেছেন।

শ্যাম। যদি কোন রাজার সঙ্গে হয়ে থাকে ভালই, নইলে ভাই কি হবে?

সুশীলা। কি আবার হবে? "মন কি কারুর হাত ধরা?"

শ্যাম। দেখ্ ভাই! পূর্ব্বে ওর বাপ সইয়ের বে দেবার জন্য তো কম চেষ্টা পায়নি? কতবার যে কত লোক এসেছিল, বলা যায় না; সই যে কেমন এক গুঁয়ে, কিছুতেই বে কল্লে না। আমরাও কত সেধেছি।

সুশীলা। তখন মনোমত বর পায় নি।

শ্যাম। ওর বাপ বুঝি মন্দ লোক দেখে বে দিচ্ছিল?

সুশীলা। বাপ মায় কি জেনে শুনে কখন কুপাত্রে মেয়ের বে দেয়?

শ্যাম। তবে তখন বে কল্লেনা কেন? বাপের অপমান করাই বুঝি সাধ?

সুশীলা। বের ফুল না ফুটলে কেউ কি জোর করে বে দিতে পারে?

শ্যাম। বের ফুল ফুটতে কি আর বাকি আছে?

সুশীলা। চারুর এখন বয়েস কি, এই তো কুল্লে যৌবনে পা দিয়েছে।

শ্যাম। কিন্তু বে হ'লে এতদিনে দু-ছেলের মা হ'তো।

সুশীলা। তোর ভাই এ মিছে গাজুরি, জানিস্ নি কি, আজ কাল সব অল্প বয়সে বে দেবার দরুন দেশে কত অমঙ্গল ঘটছে।

শ্যাম। অমঙ্গল কি মানুষে ঘটায়? এ সব বিধির হাত।

সুশীলা। বিধিকে দোষ দিস্‌নে, তাঁর এ প্রকার ইচ্ছা নয়।

শ্যাম। তবে কার, মানুষের?

সুশীলা। তা নয় তো কি? মানুষেরাই তো এই সকল পাপের মূল। "অল্প বয়সে বে দেওয়া, মূর্খ কুলীন্‌দের ঘরে মেয়ে দিয়ে কুল বৃদ্ধি করা" এ সব কি উচিত, না এতে দেশের মঙ্গল হয়?

শ্যাম। এখন তো ভাই সকলেই এই মতে চল্‌চে।

সুশীলা। হ্যাঁ, এখন কি জ্ঞানী, কি মূর্খ, প্রায় অনেকেই এর পোষকতা করেন, কিন্তু ভাই, পূর্ব্বে এ রকম ছিল না, স্বয়ম্বর অথবা পাত্র পাত্রীর মতেই বিয়ে হতো।

শ্যাম। এ প্রথা ভাই এক রকম ভাল ছিল, পরেতে স্ত্রী পুরুষের সঙ্গে আর মনান্তর হয় না।

সুশীলা। খালি মনান্তর নয়, বাল্য-বৈধব্য যন্ত্রণা, সন্তান

সন্ততির দুর্ব্বলতা প্রভৃতি এ সকল হ'তে অনেকটা নিস্তার পায়।

শ্যাম। তোর বাপ ভাই এক জন পণ্ডিত মানুষ হ'য়ে এ কাজ কি করে কল্লে? দু বচ্ছোরও——মা—গো, গাটা কেমন ক'রে ওঠে।

সুশীলা। (সবিষাদে) পিতা যে কেন এই জাতীয় কুপ্রথার অনুসরণ করেছিলেন, বলতে পারি নে। আমার ভাই কি মন্দ কপাল! অল্প বয়সে মাকে হারালেম, পিতা আর বে কল্লেন না, একটী সৎ পাত্র দেখে হতভাগিনীর বিবাহ দিলেন, কিন্তু কপাল দোষে——(ক্রন্দন)

শ্যাম। কাঁদিস্ নে। (বস্ত্র দ্বারা নয়ন-জল মার্জ্জন করিতে করিতে) সুশীলে! আর কাঁদিস্ নে; খালি তোর কপাল পোড়েনি, এই রকম অনেক ঘর পুড়্ছে।

সুশীলা। (চক্ষু রগ্‌ড়াইতে রগ্‌ড়াইতে ক্রন্দন স্বরে) রোদন আমার চির-সহায় হয়েছে। হ্যাঁ ভাই শ্যামলতা! আমাদের জন্যই কি এই প্রথা প্রচলিত হয়েছিল? কেন ভাই! আমাদের কপাল কি এতই মন্দ? আমরা কি এতই দোষী?

শ্যাম। কাঁদ্‌লে কি আর পাবি? চুপ্ কর্। তোর কপাল মন্দ, তাই অমন স্বোয়ামী পেয়ে ভোগ কত্তে পেলি নে। আহা! গরিবের ছেলে ছিল বটে, কিন্তু কত যে গুণ ধর্‌তো তা শত মুখেও বল্যা যায় না।

সুশীলা। বিবাহের অল্প দিন পরেই ইস্কুল থেকে চল্লিশ টাকা জলপানী বেরিয়েছিল। শ্বাশুড়ী ঠাকুরুণ এক রকম কায়-ক্লেশে তাতেই সংসার চালাতেন। এখন আর তাঁর কষ্টের

পরিসীমা নাই, কোন দিন অনাহার, কোন দিন বা এক মুঠো পেটে যায় মাত্র।

শ্যাম। তুই না দু টাকা করে মাসে মাসে দিস্? এ রকম তো ভাই কোন কালে শুনি নে। এক তো স্বোয়ামী মরে গেলে, বৌ-ই খোরাকী পায়, শাশুড়ীকে আবার কে কমনে দিয়ে থাকে!

সুশীলা। তাঁর দুঃখ দেখ্‌লে শত্রুরও দয়া হয়, তা ভাই আমি বৌ হ'য়ে কেমন করে এ সকল দেখি, তাই গোপনে দুটী টাকা মাসে মাসে দিয়ে পাঠাই। (হস্ত ধরিয়া) দেখিস্ ভাই, এ কথা কাউকে যেন বলিস্‌নে।

শ্যাম। না—না, যখন মানা কল্লে তখন এদিক্‌কার চন্দ্র ওদিকে গেলেও কাউকে বল্‌বো না। হ্যাঁ ভাই সুশীলা! আমি এ কথা সকলকে বলবো এই কি তোর মনে বিশ্বাস হয়?

সুশীলা। তা কেন, তবে কিনা খুব গোপনীয় ভাই—

দাসীর প্রবেশ।

দাসী। মা! বাবু কুটী থেকে এসেছেন।

শ্যাম। এই যাই (সুশীলার প্রতি) তবে আসি ভাই, আর একদিন আবার আস্‌বো।

সুশীলা। হ্যাঁ ভাই এস, কোষাধ্যক্ষ মহাশয় আবার রাগ ক'ত্তে পারেন।

(হাসিতে হাসিতে শ্যামলতা ও দাসীর প্রস্থান।)

সুশীলা। (ক্ষণেক চিন্তার পর) পিতার এখনো না আসার কারণ কি? "বিশেষ প্রয়োজন আছে" বলিয়া ধর্ম্মশীল মহাশয়ের

লোক এসে ডেকে নিয়ে গেছেন, "বিশেষ প্রয়োজন"—পিতার নিকট বিশেষ প্রয়োজন? তবে কি চারুশীলার বিবাহ সম্বন্ধীয় কোন কথা জিজ্ঞাসা কর্‌বে? না,—চারুর প্রণয়ভাজন কে তাতো এখনো প্রকাশ পায়নি, অবশ্য কোন কারণ থাক্‌বে। সন্ধ্যা হ'য়ে এলো, এখনি আবার পিতার সন্ধ্যা আহ্নিকের জায়গা ক'ত্তে হবে; যাই, কাপড়খানা কাচিগে।

(দর্পণ ও চিরুণী লইয়া সুশীলার প্রস্থান।)

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

রাজ উদ্যান।

বিজয় ও সতিশের প্রবেশ।

বিজয়। সখা! রাজপদ গ্রহণ ক'রে অবধি নানা কার্য্যে এমনি ব্যস্ত ছিলাম যে, ক্ষণেক সময়ের জন্য বিশ্রাম কত্তে সাবকাশ পায়নি। আজ এই উদ্যানে এসে, মনটা কিছু পরিমাণে সুস্থির হ'লো, এক্ষণে চল, ঐ লতাগৃহ মধ্যস্থ শীলা-খণ্ডের উপর উপবেশন করি।

সতিশ। (উপবেশনান্তর) বন্ধু! এই স্থানটী কি সুশীতল, দেখ, ইতিপূর্ব্বে প্রখর সূর্য্যাতপে আমরা কি পর্য্যন্ত না ক্লান্ত হ'য়েছিলাম, এখন কেমন স্নিগ্ধ বোধ হ'চ্ছে, অতএব ভাই, পরি-শ্রান্ত পথিকদিগের এই সকল স্থান কি সুখদায়ক?

বিজয়। যথার্থ, এই সকল স্থানের যে কি মাহাত্ম্য, তাহা পথিক ব্যতীত অন্যেতে কিছুই অনুভব কত্তে পারে না।

সতিশ। (অবলোকন করিয়া) বন্ধু! দেখ! দেখ! এই লতাভবনের চারিদিকে মনোহর পুষ্প সকল প্রস্ফুটিত হ'য়ে কেমন সুন্দর শোভা ধারণ ক'রেছে।

বিজয়। আবার চতুর্দ্দিকে মধুলোলুপ অলিকুল গুণ গুণ স্বরে পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে যাইয়া কেমন নিরাতঙ্কে মধুপান কচ্চে।

সতিশ। এদিকে দেখ, নবপ্রসূত মৃগশাবকগণ লম্ফ ঝম্প করিয়া কেমন সকৌতুকে নৃত্য কচ্চে।

বিজয়। (অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া) সখা! অবলোকন কর, ম্লানমুখী সরোজিনীসমুহ দিনকর সমাগমে বিকসিত হইয়া কেমন মন্দ মন্দ বায়ুহিল্লোলে দোলায়মানা হ'চ্চে।

সতিশ। আবার দেখ, জলপ্রিয় মরালকুল শ্রেণীবদ্ধ হ'য়ে কেমন মনের সাধে ঐ সরোবরে যথা তথা সাঁতার দিচ্চে।

বিজয়। কি আশ্চর্য্য! পক্ষিগণের মধ্যেও দম্পতীপ্রণয় দৃষ্টি গোচর হয়। দেখ, চকোর, চকোরীর সঙ্গে ঐ কদম্ব-তরু-শাখায় ব'সে কেমন অনন্যমনে প্রিয়ালাপ কচ্চে। আহা! এই স্থানটী কি প্রীতিদায়ক! হঠাৎ দেখ্‌লে বোধ হয়, যেন স্বয়ং কন্দর্পের বিলাস কানন।

সতিশ। বন্ধু! কবিগণ যে বলে, এইরূপ স্থানে না আসিলে, মনের প্রকৃত সুখ শান্তি পাওয়া যায় না, তা যথার্থ।

বিজয়। ভাই! ও কথা বলো না, সংসারাশ্রমে থেকে, যে ব্যক্তি মনের প্রকৃত সুখ ও শান্তি লাভ করেন, তিনিই প্রকৃত সুখী।

সতিশ। সত্য, কিন্তু ভাই এ অতি কঠিন অনুষ্ঠান, মনুষ্যজীবনে প্রায়ই দেখা যায় না।

বিজয়। সখা! তুমি জ্ঞানী হ'য়ে, কেন এরূপ অজ্ঞের ন্যায় বাক্য প্রয়োগ কচ্চ? দেখ, এই জগতই ইহার প্রত্যক্ষ নিদর্শন, এখানে কত শত পূণ্যাত্মা সংসারাশ্রমে থেকে কেমন অপরিমেয় সুখ লাভ ক'রে গেছেন।

সতিশ। কিন্তু ভাই, আজ কাল সেটী দেখা যায় না।

বিজয়। না ভাই, আজো জগৎমাতা প্রকৃত সুখ প্রসবে বন্ধ্যা হন নাই।

সতিশ। তবে প্রকৃত সুখ শান্তির উৎপত্তি কোথায়?

বিজয়। দম্পতীদিগের অকৃত্রিম প্রণয়ে।

সতিশ। সেই অকৃত্রিম প্রণয় অতি বিরল।

বিজয়। বিরল কেবল প্রেমীকের দোষে, কেন না, ভঙ্গশীল প্রণয়রজ্জুতে বদ্ধ হবার পূর্ব্বে উহাদের উভয়ের হৃদয় এক হওয়া উচিত। দেখ, নলরাজার হৃদয় কি কঠিন, লৌহ যে এত কঠিন, তথাচ সময়ে দ্রবীভুত হয়। আহা! পতিবিয়োগকাতরা দময়ন্তী স্বামীসহ যখন নিবীড় বনমধ্যে অঘোর নিদ্রায় অভিভূত ছিলেন, বিশ্বাসঘাতক নলরাজা অর্দ্ধবস্ত্রায় তাঁরে পরিত্যাগ ক'রে কি পর্য্যন্তই না তাঁর কোমল হৃদয়ে ব্যথা প্রদান ক'রেছিল।

সতিশ। বন্ধু! পুরুষেরা যেমন অবিশ্বাসী, স্ত্রীলোকেরাও তাহাপেক্ষা সহস্রগুণে অবিশ্বাসীনী। দেখ, যাজ্ঞসেনী, যাঁকে সকলে সতী ব'লে মানেন, তিনি কিনা পঞ্চস্বামীকেও প্রতারণা করে অন্য পুরুষে আসক্ত হ'য়েছিলেন।

বিজয়। (দীর্ঘনিশ্বাস সহকারে) সখা! সে যাহোক যার জন্য আমি স্বদেশ ত্যাগ, পিতা মাতা ত্যাগ ও রাজ্য ত্যাগ ক'রে এখানে রয়েছি, সেই চিত্তবিলাসিনীকে কি পাব? সে কি আমার সুখ দুঃখের ভাগিনী হবে?—না আমার আশা মাত্রই সার।

সতিশ। (স্বগত) সেই কামিনীই এর সর্ব্বনাশ কল্লে, কি কুলক্ষণে যে দেখা হ'য়েছিল, আর ভুলতে পাল্লে না, কি কায়িক পরিশ্রমে, কি উপদেশ বাক্যে, কিছুতেই এই মায়ারূপ মোহজাল হ'তে নিরস্ত কত্তে পাল্লেম না। (দীর্ঘ নিশ্বাস

পরিত্যাগ) বোধ করি, আর পার্‌বোও না,—যা হউক, দেখি, আবার যদি কিছুক্ষণের জন্য অন্যমনস্ক কত্তে পারি। (প্রকাশ্যে) বন্ধু! প্রায় এক বৎসর হ'লো, আমরা এখানে এসেছি, পিতা না জানি আমাদের বিরহে কত কাতর হ'য়েছেন, মাতা যিনি একদণ্ড চক্ষের অন্তরাল হ'লে, সমুদয় জগৎ অন্ধকার-ময় দেখ্‌তেন, তিনি এত দিন না দেখে না জানি. কতই শোক-পীড়িতা হয়েছেন। বন্ধু! জনক জননীকে সন্তুষ্ট রাখাই সন্তা-নের একমাত্র কর্ত্তব্য কর্ম্ম, অতএব চল, কিছু দিনের জন্যে তাঁদের শ্রীচরণ দেখে আসি।

বিজয়। কেন সখা! আজ তুমি আমাকে হঠাৎ এরূপ অনুরোধ কচ্চো, আমার অভিষ্টসিদ্ধি পূর্ণ করা তোমার কি এত ক্লেশকর বোধ হচ্চে? সখা! প্রবাসে তোমার যৎপরোনাস্তি কষ্ট হ'চ্চে, তার সন্দেহ নাই। তাই ব'লে তোমার কি এ সময়ে আমার সুখবৃক্ষ ছেদন করা উচিত? স্বদেশে যেতে তুমি যদি এত উৎসুক হ'য়ে থাক, অবাধে গমন কর, কিন্তু প্রার্থনা ইতি-মধ্যে একবার দেখা হয়।

সতিশ। (স্বগত) বিচ্ছেদ এই রূপেই ঘটে থাকে (প্রকাশ্যে) বন্ধু! তোমার এ সকল কথা কি আমার প্রতি সম্ভবে?

বিজয়। সখা! তোমার কথায় আমি কখন দ্বিরুক্তি করি নাই, আজও তোমার কথায় অনুমোদন কত্তেম, তোমার অদর্শনে যে কত কষ্ট হবে, তা এখনিই অনুভব কত্তে পাচ্ছি; কিন্তু আমি কি অভিপ্রায়ে এখনে অবস্থিতি কচ্চি, তা তো তুমি অবগত আছ; রাজ্যলাভ আমার উদ্দেশ্য নহে, সেই রমণী-রত্ন লাভই আমার মুখ্য উদ্দেশ্য।

সতিশ। যাঁরে জামতা করে কতশত প্রতাপশালী রাজারা আপনাদের গৌরব বাড়াবার আশা কচ্চেন—যাঁরে পতিত্বে বরণ কর্‌বে বলে শত শত রাজবালারা কঠোর ব্রতানুষ্ঠান কচ্চে, তিনি কি না একটা সামান্য স্ত্রীর প্রতি আসক্ত হ'য়ে সর্ব্বসুখে জলাঞ্জলি দিতে বসেছেন। বন্ধু! এতে তোমার দোষ কি? মন্মথের পঞ্চবানের নিকট যদি স্বয়ং শুক্রাচার্য্য অস্ত্রধারণ করেন,—তাঁকেও পরাস্ত হ'তে হয়।

বিজয়। সখা! তুমি তাঁকে সামান্য স্ত্রী বিবেচনা ক'র না,—"মুক্তা সক্তি গর্ভেই উৎপন্ন হয়।"

সতিশ। (স্বগত) উঃ পবিত্র প্রেমের কি বিচিত্র গতি,—চিন্তার কি অপরিবর্ত্তনীয় ক্ষমতা, ইতিপূর্ব্বে যিনি অভূত জ্ঞানালঙ্কারে ভূষিত ছিলেন,—প্রখরবুদ্ধি প্রভাবে অদ্বিতীয় ছিলেন, এক্ষণে আর কিছুই নাই। কি আশ্চর্য্য! মনুষ্যজীবনের কি অদ্ভুত পরিবর্ত্তন! (প্রকাশ্যে) বন্ধু! সেই কামিনীর প্রেম রজ্জুচ্ছেদ কত্তে যদি একান্তই অপারগ হও, তবে তার উপায়াবলম্বন কর, বিধিমতে যত্নবান হও।

বিজয়। বন্ধু! আমি যে তারে পাব, এ অতি অসম্ভব। (ক্ষণেক পরে) হা! জগদীশ্বর কি এমন কর্‌বেন? এই অভাগার আশা কি পূর্ণ হবে? সেই বরবর্ণিনীর সুচারু মূর্ত্তি কি আর দেখ্‌তে পাব? হায়! আমার মন যে অস্থির হচ্চে, আর যে এক মুহূর্ত্ত স্থির মান্‌ছে না।

সতিশ। বৃথা কেন ব্যাকুল হচ্চো, যাতে তোমার আশা পূর্ণ হয়, এস উভয়েই তদ্বিষয়ে যত্নবান হই, বিশেষঃ তুমি রাজা, সে হ'চ্চে একজন সামান্য কামিনী, অবশ্যই তোমার আশা পূর্ণ হবে।

বিজয়। বন্ধু! মিছে আমায় প্রবোধ দিচ্চো, আমি অতি দুর্ভাগা, আজীবন কষ্ট ভোগের জন্যই জন্ম গ্রহণ করেছি, তার সাক্ষী দেখ, এ পর্য্যন্তও তো আমার আশাতরু ফলবতী হ'লো না, কেবল অহর্নিশি হাহাকার ক'রে দিন কাটাচ্চি।

সতিশ। সে কি আমি দেখ্‌তে পাচ্চিনে?—কি কর্‌বো বলো; কিন্তু ভাই, এ প্রকার কাতর হ'লে তো কিছুই হবে না, বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে।

বিজয়। সত্য, কিন্তু আমার মন যে দুর্নিবার হয়েছে, কিছুতেই প্রবোধ মান্‌ছে না।

সতিশ। (স্বগত) নদীর জল যেমন প্রচণ্ড বায়ু প্রভাবে স্ফীত হইয়া তদগর্ভস্থ যান সকলকে বিচলিত করে, সেইরূপ দুরাচার চিন্তা কর্ত্তৃক বন্ধুর হৃদয়সরোবর এরূপ বিচলিত হ'য়েছে যে, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের কিছুই বিবেচনা নাই। (প্রকাশ্যে) প্রিয়বন্ধু! তুমি যা ব'ল্‌চো, সকলিই সত্য, কিন্তু তাই ব'লে কি সাধ্যমতে মনকে প্রবোধ দিতে চেষ্টা পাবে না?

বিজয়। (স্বগত) হায়! পর্ব্বতগর্ভ হইতে জল যখন অজ্র-অভাবে নিঃসৃত হইয়া প্রবলবেগে অসংখ্য নদ নদী অতিক্রম করিয়া নদীরাজ সমুদ্রাভিমুখে গমন করে, কি ক'রে তার গতি রোধ হয়? অথবা যে ব্যক্তি বিষম সংগ্রামে মত্ত হইয়া কালরূপ তরবারী হস্তে ইতস্ততঃ বিচরণ করে, কে তার সম্মুখীন হয়, তিনি তীক্ষ্ণ অসি দ্বারায় মুহূর্ত্ত মধ্যেই তাহাকে শত শত খণ্ডে বিভাগ করে ফেলেন। হায়! আমার পক্ষে সেইরূপ হ'য়েছে, আমি যতই বাধা দিতে চেষ্টা পাচ্চি, ততই চিন্তা রাক্ষসী আপনার বল প্রকাশ ক'চ্চে ও মুহুর্মুহু যন্ত্রণা দিচ্চে। (দীর্ঘনিশ্বাস পরি-

ত্যাগ করিয়া প্রকাশ্যে) সখা ! তুমি যতই বল না কেন, যতই উপদেশ দেও না কেন, কিছুতেই আমার মন সুস্থির হবে না।

সতীশ। (স্বগত) আর প্রবোধ বাক্যে কিছুই হবে না, যে রকম মনের ভাব দেখ্‌ছি, একটা না একটা বিপদ ঘট্‌বে। হা কুলগুরু বশিষ্ঠদেব ! পরিণামে এই হ'লো ? হা মাতঃ বসুমতে ! এত দিনের পর বুঝি তুমি অমুল্য পুত্রধনে বঞ্চিত হ'লে? (দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া প্রকাশ্যে) বন্ধু ! তোমা সম বিবেচক ব্যক্তির এ প্রকার সামান্য স্ত্রীলালসায় এত অধৈর্য্য হওয়া উচিত হয় না।

(পত্র হস্তে একজন দূতের প্রবেশ)

দূত। (করপুটে প্রণাম করিয়া) মহারাজের জয় হউক।

বিজয়। দুত ! সংবাদ কি ?

দূত। মহারাজ ! সৈন্যাধ্যক্ষ রণবীরসিংহ এই পত্র লিখেছেন।

(পত্র প্রদান ও প্রস্থান।)

বিজয়ের পত্র পাঠ। —

প্রবল প্রতাপেষু—

মহারাজ !—

আজ্ঞামত চতুর্দ্দিকে দূত প্রেরিত আছে, তন্মধ্যে পশ্চিমাঞ্চল হ'তে জনৈক দূত সম্প্রতি সংবাদ এনেছে যে, বিভ্রাটাধিপতি রাজা ভীমসেন অসংখ্য সৈন্য সামন্ত সমভিব্যাহারে এই কাঞ্চন রাজ্য আক্রমণার্থে আগমন ক'চ্চে। বোধ করি, অতি অল্প দিনের মধ্যেই ভবদীয় রাজ্যে উপস্থিত হবে, সন্দেহ নাই। আরো শুনিলাম,

দুরাচারের কোন দুষ্টাভিসন্ধি আছে; কিন্তু উহা অবগত নহি। বিদিত কারণ নিবেদন করিলাম। এক্ষণে রাজ-চক্রবর্ত্তীর যাহা অনুমতি হয়, তাহাই শিরোধার্য্য করিয়া আবশ্যক মতে সমস্ত আয়োজন করিব ইতি।

প্রতিপালিত——

শ্রীরণবীর সিংহ—সৈন্যাধ্যক্ষ।

সতীশ। সখা! পত্র পড়ে যে হটাৎ এরূপ অধীর হ'লে, কিছু কি অমঙ্গলের বিষয় লিখেছে?

বিজয়। দুরাচার ভীমসেন আমাদের বিপক্ষে অস্ত্রধারণ করেছে;

সতীশ। ভীমসেন?—বিভ্রাটাধিপতি দস্যুরাজ,—সখা! দুষ্টের এ অভিসন্ধির কারণ কি?

বিজয়। অপ্রকাশ্য কিন্তু দুষ্টাভিসন্ধি আছে।

সতীশ। আমার বোধ হয় দুরাচার বৈরনির্য্যাতন মানসে পুনরায় আমাদের বিপক্ষে অস্ত্রধারণ ক'রেছে। উঃ! দুষ্টের কি অপরিবর্ত্তনীয় স্বভাব, ছয়মাস কারাবাসে থাকিয়াও দুশ্চরিত্রের বিন্দুমাত্র পরিবর্ত্তন হ'লো না।

বিজয়। বন্ধু! সমস্ত দিন ভ্রমণ ক'রে শরীরটা সাতিশয় ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছে।

সতীশ। এদিকেও দিবা অবসান প্রায়, ঐ দেখ ভগবান মরীচিমালী অস্তাচলচূড়াবলম্বী হ'য়েছেন। অতএব চল রাজ-ভবনে গমন করি।

(প্রস্থান।)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

দেবমন্দির।

চারুশীলা উপবিষ্টা।

চারু। (স্বগত) হা মাতঃ গিরীন্দ্রনন্দিনি! আশুতোষ-জায়া নামে কলঙ্ক রোপণ ক'রে পিতৃধর্ম্ম পালনে কেন এত যত্নবতী হ'য়েছো? একবার অধীনীর প্রতি সদয় হও, অভাগীর চিরদিনের আশা পূর্ণ কর। মা! তোমার যে সর্ব্বদর্শী করুণদৃষ্টি নিয়তই আমাদের উপর নিক্ষিপ্ত র'য়েছে, তবে কি জন্য অভাগীর আশা এখনো পূর্ণ হ'চ্চে না? দয়াময়ি! পাপ-স্বভাবা নারকী ব'লে কি তোমার অপ্রিয় হ'য়েছি? স্নেহলাভে বঞ্চিত হ'য়েছি, তা তো নয়, তুমি যে পতিতপাবনী, দুঃখি-জনের দুঃখ নিবারিণী, সর্ব্বদাই অগোচরে থাকিয়া আমাদের রক্ষা ক'চ্চো, যথাসময়ের অভাব সকল পূর্ণ ক'চ্চো। জননি! আমি যে তোমারি শরণাপন্ন হ'য়েছি, তোমারি আশায় জীবিত আছি, আমার যে কেউ নাই। মাগো! তুমি যদি সদয় না হও, এ দাসীর প্রতি কৃপাদৃষ্টি না কর, তবে কে আর দুঃখিনী ব'লে স্নেহ ক'র্‌বে, কাঁদ্‌লে কে তুষ্টবাক্যে সান্ত্বনা ক'র্‌বে। হায়! আমি যে একেবারে সেই রাজকুলতিলক আর্য্যপুত্রের শ্রীচরণে মন প্রাণ সমর্পণ ক'রেছি, একাগ্রমনা হ'য়ে জীবিত আছি।

দয়াময়ি! শুনেছি না নারী-জীবনে সতীত্বই কেবল একমাত্র গৌরব, পুণ্য সঞ্চয়ের আধার, তা কৈ দুঃখিনীর কি হ'লো। জননি! অভাগীর সতীত্ব নষ্ট হ'লে,—প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হ'লে,—তোমারি কলঙ্ক হবে, দয়াময়ী নামে আর গৌরব থাক্‌বে না। (ক্ষণেক চিন্তার পর) হায়! তবে বুঝি আমার আশা-দীপ নির্ব্বাণ হ'লো। (ক্রন্দন) মাগো! আমার শরীর যে ভয়ে কাঁপ্‌ছে, ইন্দ্রিয়গণ যে ক্রমে অবশ হ'য়ে আস্‌ছে, আর যে চক্ষে দেখ্‌তে পাচ্চিনে, সকলই অন্ধকার বোধ হ'চ্চে। হায়! এখন কেমন ক'রেই বা ঘরে যাই, আসিবার সময়ে যে প্রতিজ্ঞা করেছি, আশা পূর্ণ না হ'লে কখনই আজ প্রতিগমন ক'র্‌বো না। (দীর্ঘনিশ্বাস সহকারে) মাগো! তবে একটু শ্রীচরণে স্থান দাও, জন্মের মত আশ্রয় নিই। (শয়ন ও ক্ষণেকপরে নিদ্রায় অভিভূত।)

নেপথ্যে——

রাজার রাজ্য ও মানীর মান রক্ষা করা কি দুরূহ ব্যাপার!

ছদ্মবেশে রাজার প্রবেশ।

রাজা। (চতুর্দ্দিক অবলোকনানন্তর) আহা! কি চমৎকার শিল্পনৈপুণ্য, মধ্যে মধ্যে স্ফটিক-নির্ম্মিত স্তম্ভমালায় কি অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করেছে; হঠাৎ দেখ্‌লে বোধ হয়, যেন প্রকৃত স্বর্গরাজ্য,—নির্জ্জন,—নিস্তব্ধ,—(অদূরে চারু-শীলাকে দেখিয়া সচকিতে) একি! এত রাত্রে স্ত্রীলোক?——(নিকটস্থ হইয়া) কি চমৎকার রূপলাবণ্য! এমন রূপ তো কখ্যন দেখিনে, মর্ত্তলোকে এরূপ সৌন্দর্য্যরাশির সৃষ্টি অসম্ভব,

তবে কি স্বয়ং দেবী মানবীবেশে আমাকে দয়া ক'রে সাক্ষাৎ দিলেন। আজ আমার জীবন সার্থক হ'লো, (চরণ ধারণ করিয়া) হে দেবি! একবার অধীনের প্রতি কৃপাবলোকন করুন।

চারু। (নিদ্রাভঙ্গের পর) কৈ তিনি কোথায়, এইমাত্র যে আমার সঙ্গে কথা কচ্ছিলেন, এরিই মধ্যে অন্তর্হিত হ'লেন? হা গিরি! তুই আমার নিদ্রা ভঙ্গ কর্‌লি, সুখাস্বাদন হ'তে বঞ্চিত কর্‌লি? আমি কত আরাধনার পর, কত যাগ যজ্ঞের পর, আজ নিশীথ-স্বপ্নে সেই দেবদুষ্প্রাপ্য পূজনীয় দেবীকে পেয়ে কোথায় আশালতা চরিতার্থ ক'র্‌বো,—ক্ষণেক-কালের জন্য সুখী হবো,—না,—তুই অমনি শত্রুতা প্রকাশ ক'ল্লি, তোরে শতবার ধিক, তুই কেন এরূপ ভীষণ অনিষ্টোৎ-পাদন কল্লি, আমার সর্ব্বনাশ কল্লি। দুশ্চরিত্রে! তুই কি জানিস্‌নে পরের মন্দ ক'ল্লে, আপনার মন্দ হয়, অথবা তোরিই বা দোষ কি? বোধ করি, আমি পূর্ব্বজন্মে অদ্ভুত পাপ ক'রে থাক্‌বো, কোন পতিপ্রাণা কামিনীকে পতিসুখে বঞ্চিত ক'রে থাক্‌বো, তাই এই সকল ভয়ানক মর্ম্মব্যথা পাচ্চি, উহার যথো-চিত ফল পাচ্চি। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) হা প্রাণে-শ্বর! হা প্রজাবৎসল কাঞ্চনাধিপতি! তুমি এর কিছুই জান না, অভাগী যে এখানে দারুণ বিরহযন্ত্রণায় অস্থির হ'চ্চে, তা তুমি কিছুই জান না। (শোকে উন্মত্ত প্রায় হইয়া) এ কি! দয়াময়ী নিশাদেবীর কেন এরূপ মলিন বদন?—অধীনীর দুঃখ দেখে কি কাঁদ্‌চেন? আহা রজনি! তুমি আর দুঃখিনীর জন্য কেঁদ না,—আর বিষণ্ণ বদনে থেকো না। রজনি! তুমি কি

অভাগীর দুঃখের কারণ কিছু জান্‌তে পেরেছো,—না, আমার দুঃখ দেখে দুঃখিত্‌ হ'য়েছো? রজনি! আমার যে অতি উচ্চতর আশা,—স্বর্গীয় কামিনীগণ যে আশায় বঞ্চিত, ভূলোকবাসী রাজবালারা যে আশায় বঞ্চিত, আমার সেই আশা,—আমার সেই উচ্চ কামনা। নিশে! তবে তোমার এ বিষণ্ণতার কারণ কি?—শোকচিহ্নের উদ্দেশ্য কি? তুমি কি প্রিয়তমের বিচ্ছেদে এরূপ মলিন হ'য়েছো? জগৎ-মনোরম সুধাকরের কর বিচ্ছেদে এরূপ শোকাম্বরা হ'য়েছো?—হতেও পারে। রজনি! ভেবেছিলেম, জগতে আমার মত দুঃখিনী আর নাই, আহা! না জানি, এখন তোমার কত কষ্ট হ'চ্চে, তা এস, আর তুমি একাকিনী শোকাকুল হ'য়ো না, আমিও তোমার সঙ্গিনী হ'চ্চি, তোমার ব্যথী ব্যথি হ'চ্চি, বেশ তো দুজনে পরস্পরের দুঃখ জানাই, দুজনে বিরলে বসে কাঁদি।

বিজয়। আমি কি স্বপ্ন দেখ্‌ছি, না,—স্বপ্নে এত জ্ঞান থাকবে কেন? সত্য সত্যই আমার প্রণয়িনী,—আজ আমার সকল কষ্টের অবসান হ'ল। দেবি হরপ্রিয়ে! তুমি যার প্রতি সুপ্রসন্ন, তার কষ্টের কারণ কি? আহা! প্রেয়সী এক্ষণে না জানি কত কষ্ট পাচ্চে, আর তো আমি পরিচয় না দিয়ে থাক্‌তে পারিনে। কিন্তু যেরূপ শোকে অধীর হ'য়েছে, পরিচয়েও বিপদ ঘটিতে পারে। (প্রকাশ্যে) ভদ্রে! শোক সম্বরণ কর।

চারু। (গিরিবালা ভ্রমে) হায়! আমি যখন নিরাশায় হতাশ হ'য়ে দেবীর শ্রীচরণে আশ্রয় নিলেম, অতঃপর এক অপ্রাকৃত অপরূপ রূপবিশিষ্টা সুবেশালঙ্কৃত কামিনী আমার সম্মুখস্থ হ'য়ে অতি মৃদুমধুর-বচনে বল্লেন, বৎসে! তোমার দুঃখনিশা

অবসান হ'য়েছে, আর কষ্টের প্রয়োজন নাই। চারুশীলে! তোমার আরাধনায়,—অটল কামনায়,—আমি যারপর নাই সন্তুষ্ট হ'য়েছি,. অচিরাৎ তোমার অভিলাষ পূর্ণ হবে। বৎসে! এ জগতে তোমা সম পুণ্যবতী কামিনী প্রায় দৃষ্টিগোচর হয় নাই। কি পুরাকালে, কি ইহকালে, তোমা সদৃশ সতীত্ব রক্ষার্থে কেহই এরূপ কঠোর ব্রতে ব্রতী হয় নাই। বিশুদ্ধ প্রণয় যে কি পদার্থ, ইহার মুল্য যে কত অধিক, তাহা তোমা হ'তেই সম্যকরূপে প্রদর্শিত হয়েছে,—ইহার গৌরব বৃদ্ধি হ'য়েছে। এক্ষণে তোমার অভিলাষ ব্যক্ত কর, অবিলম্বেই পূর্ণ কচ্চি! হায়! আর কি সেই চিরানন্দিত গৌরকান্তি স্নিগ্ধ জ্যোতির্ম্ময়ীর মধুর মুর্ত্তি দেখ্‌তে পাব? আর কি সেই পদ্মপলাশলোচনা অমৃতভাষিণীর অমৃতময় বাক্য শুন্‌তে পাব? জানিলাম, এ হতাগিনীর অদৃষ্টে সুখের সম্ভাবনা নাই,—আঃ—অতঃপর তাঁর এই সকল অলৌকিক ব্যাপার সন্দর্শন ক'রে আহ্লাদে যেমত আমার প্রার্থনা প্রকাশ ক'ত্তে উদ্যত হ'য়েছি, হায়! এমন সময়ে——(মুর্চ্ছা।)

বিজয়। (হঠাৎ মুর্চ্ছা দেখিয়া চারুকে ধারণ করিয়া সকাতরে) হা প্রেয়সি! হা নয়নানন্দদায়িনি! হা মধুরভাষিণি! এইমাত্র যে কথা কচ্ছিলে, এরিই মধ্যে কেন মোহনিদ্রায় অভিভূত হ'লে? প্রিয়ে! তোমার নিকট তো আমি কোন অপরাধ করি নাই, ভুলেও তো কখন অনাদর করি নাই, তবে কেন আর কথা কচ্চো না। একবার নাথ ব'লে সম্ভাষণ কর। চন্দ্রাননে! তোমার ললাটদেশে শ্রমজনিত ঘর্ম্মবিন্দু সকল প্রদীপ্ত হীরকখণ্ডের ন্যায় এখনো দীপ্তি প্রকাশ কচ্চে, অন্তর্হিত

তো হয় নাই। প্রাণেশ্বরি! তোমার কুসুমখচিত ভ্রমরসম অসিতবর্ণ কুটিল অলকাবলী মৃদুমন্দ বায়ুহিল্লোলে কম্পিত হওয়াতে আমার নিশ্চয় বোধ হ'চ্চে, তুমি জীবিত আছ, তোমার প্রাণবায়ু এখনো অন্তর্হিত হয় নাই, তবে কি জন্য এখনো আমার শ্রবণযুগল তোমার বচনামৃত পানে বঞ্চিত হ'চ্চে। হায়! তোমায় এরূপ অবস্থাপন্ন দেখে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হ'চ্চে, (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ) প্রিয়তমে! চন্দ্রমা কি চিরদিনই মেঘে আচ্ছন্ন থাকবে? তোমার কি এ মোহের আর অবসান হবে না? এ হতভাগ্যের আশালতা অঙ্কুরিত হবার পুর্ব্বেই কি সমূলে নির্ম্মূল হ'লো?—আমার চারুশীলা নাই,—আমার জীবনের জীবনী শক্তি নাই?—

চারু। (সংজ্ঞালাভানন্তর) উঃ—সর্ব্বশরীর দগ্ধ হ'লো, গিরি! আর বু—ঝি—

বিজয়। জীবিত!—আমার আশালতা জীবিত, চারু!—(আত্মভাব কথঞ্চিৎ সংবরণ করিয়া) চারু!——

চারু। (স্বগত) এ কার স্বর? গিরিবালার তো নয়, যেন কোন পরিচিত পুরুষের স্বর। (ক্ষণবিলম্বে) পরিচিত?—তবে ইনি কে?

বিজয়। এখনো দুর্ব্বল আছো, নয়ন মুদ্রিত রাখ?

চারু। (মুদ্রিতনয়নে) এখনো দুর্ব্বল আছি,—নয়ন মুদ্রিত, কেন—কেন?—একথা কিসের জন্যে বল্লেন,—কেন ব'ল্লেন? অথচ এক একবার মনে সংশয় হ'চ্চে, দৃঢ় বিশ্বাসও হ'চ্চে, এ যেন আমার পরিচিত স্বর, আমারি হৃদয়ের সেই পরিচিত স্বর! "নয়ন মুদ্রিত রাখ," কেন? চাইলে কি কুপিত হবেন?

বিজয়। হৃদয় আশ্বস্ত হও, (প্রকাশ্যে) ভদ্রে! এতদিনের পর দেবী আমাদের প্রতি সুপ্রসন্ন হ'য়েছেন, আমি গিরিবালা নই, স্বয়ং কাঞ্চনাধিপতি।

(চারুশীলার চক্ষু উন্মীলন ও বিজয়ের দর্শনে
অশ্রুধারা বর্ষণ।)

বিজয়। (চারুর হস্ত ধারণ করিয়া) প্রিয়ে! উত্থিত হও, ধরাশয্যা পরিত্যাগ কর।

চারু! (উঠিয়া অবনত মুখে) প্রাণনাথ! অধীনী কি সত্য সত্যই ভবদীয় স্পর্শসুখ অনুভব ক'চ্চে, না কল্পিত স্বপ্নে আবার দুর্ভাগ্যকে আহ্বান ক'চ্চে।

বিজয়। ভীরো! সত্য মিথ্যা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ দর্শন কর, বস্তুতঃ আমি তোমার প্রণয়ার্থী।

চারু। প্রাণেশ! শরৎকালীন ধূসর-বর্ণ-তোয়দ-মালা যেমন চন্দ্রকে ক্ষণে উজ্জ্বল ও ক্ষণে মলিন করে, সেইরূপ অভাগীর মনমন্দির একবার আনন্দে প্রফুল্লিত হ'চ্চে, আবার ভয়ে নিরানন্দে মগ্ন হ'চ্চে।

বিজয়। (আহ্লাদে স্বগত) আহা! প্রেয়সীর সকলিই অলৌকিক প্রীতিপ্রদ, কি সুমধুর বাক্য, এতে যে পাষাণ হৃদয় দ্রবীভূত হয়, তায় সন্দেহ কি (প্রকাশ্যে) চন্দ্রাননে! সত্য সত্যই দেবী ভগবতী আমাদিগের প্রতি সুপ্রসন্ন হ'য়েছেন, ইহা কাল্পনিক স্বপ্ন নহে।

চারু। প্রাণবল্লভ! সত্য সত্যই যদি দেবী হর-বিলাসিনী সদয় হ'য়ে থাকেন, তবে আমার একটি উপরোধ—

বিজয়। উপরোধ——প্রেয়সী! যে দিন আমি তোমার

নয়নের পথিক হ'য়েছি, যে দিন তোমার প্রণয়পাশে আমি বদ্ধ হ'য়েছি, সেই দিন হ'তে আমার হৃদয়, মন সকলিই তোমাকে অর্পণ ক'রেছি; এক্ষণে স্বচ্ছেন্দে তোমার মনকথা ব্যক্ত কর, আমি সাধ্যমতে ত্রুটি ক'রবো না।

চারু। নাথ! নারীজাতির অদৃষ্ট দুর্ভাগ্যে পূর্ণ, নিয়তই দুঃখ ভোগের জন্য আমরা সৃষ্ট হয়েছি, আর যদি কখন সৌভাগ্যের সঞ্চার হয়, সে কেবল স্বামীর অবিচলিত প্রণয়ে।

বিজয়। প্রিয়ে! তোমাকে দিতে পারি এমন আমার কি আছে? রাজ্য ধন প্রভৃতি বাহ্যপদার্থের কথা দূরে থাকুক, আজ হইতে আমিই আমার কি তোমার, তাহাও বুঝিতে পারিতেছি না।

চারু। হায়! বিধাতাঃ যদি আমাদের লজ্জার বশবর্ত্তী না কত্তেন, লজ্জা যদি নারী জীবনে না থাকতো, তা হ'লে না জানি আজ তোমার নিকট কত কথা কত দুঃখের কথা প্রকাশ ক'ত্তেম।

বিজয়। প্রিয়ে! দর্পণ আবৃত থাকলেই তার অন্তরস্থ ছায়া লক্ষ্য হয় না। কিন্তু আবরণ মুক্ত হ'লে তার ভিতরে কি আছে কিছুই অপ্রকাশ্য থাকে না। লজ্জা তোমার অন্তরের ভাব আর কি লুকাইয়া রাখিবে? এখন যে সে লজ্জারূপ আবরণ আমাদের অন্তর হ'তে মুক্ত হয়েছে। আর তোমার হৃদয় আমার হৃদয়ের দূরে নাই, তোমার মনোভাব আর আমার চক্ষের অন্তরালে নাই, মধুরভাবে জড়িত তোমার হৃদয় আমি দিব্য চক্ষে দেখিতে পাইতেছি।

চারু। নাথ! তাহাতেও আমার অধিক লজ্জা হইতেছে।

বিজয়। প্রিয়ে! বিকাসোন্মুখ কমলই শোভাকর, সৌগন্ধ-

ময়। যতদিন কামিনীর জীবন, ততদিনই লজ্জা তাহার ভূষণ; গন্ধহীন কমল্ কখনো কাহারো নয়নগোচর বা শ্রুতিগোচর হয় না। তবে আধ-বিকসিত কমলেরই সৌগন্ধ অধিক ও সেই সৌগন্ধই মনের প্রীতিকর; প্রিয়ে! প্রাতঃকালের তরুণ সূর্য্যের নিকট কমল যখন নূতন প্রকাশ হয়, তখনই তাহার কমনীয় কান্তির সহিত সুমিষ্ট গন্ধই সূর্য্যের কর আকর্ষণে সমর্থ হয়।

চারু। কমলিনী জড় প্রকৃতি বলিয়াই সে নির্ভয় চিত্তে সূর্য্যের কর আকর্ষণে সমর্থ হইয়া থাকে, কিন্তু নাথ! শুদ্ধ তোমার মুখের কথা শুনিয়াই আমার চিত্ত ভয়ে অভিভূত হইতেছে।

বিজয়। প্রিয়ে! কমলিনী নিজে আকর্ষণ করে না, কিন্তু তাহার সৌন্দর্য্যদর্শনে নীরস হৃদয় সূর্য্যও আপন কর আপনি প্রসারিত করেন।

চারু। তেজোময় সূর্য্য হইতে মানবজাতি সমধিক সরস হৃদয়,—

বিজয়। (সহাস্যে) তাহার কমলও অগ্রে উপস্থিত।

চারু। লুকাইবার জন্য বিধাতা কমলিনীকে সলিলে রাখিয়াছেন।

বিজয়। প্রিয়ে বিধাতা পক্ষপাতী নহেন, লুকাইবার জন্য চারুশীলাকেও বিজয়ের হৃদয় দিয়াছেন।

রাগিণী ইমনকল্যাণ। তাল আড়া ঠেকা।

"হৃদয় মাঝারে, এস রে লুকায়ে রাখি
আর কেহ নাহি দেখে আমি সে মানসে দেখি।

প্রাণ যে কেমন করে, তিলেক না হেরে তোরে ;
অভিলাষ রাখি তোরে, প্রহরী দিয়ে আঁখি রে ॥"

চারু। নাথ ! ক্ষান্ত হও, কঠিনহৃদয়া চারুশীলা পরাধীনা।

বিজয়। প্রিয়ে ! আমি আমার হৃদয় ধনকে সম্মুখে পাইয়াও যখন তাহাকে স্পর্শ অবধি করি নাই, তখন আর ইহা হইতে কি ক্ষান্ত হইতে বল।

চারু। পুরুষ হৃদয় কঠিন, উহাদের অসাধ্য কিছুই নাই, কিন্তু আমরা নারীজাতি।

বিজয়। প্রিয়ে ! পুরুষজাতিকে কেন অকারণ ভৎসনা করিতেছ, নারীর গৌরব রক্ষা যদি পুরুষের একব্রত না হইত, তাহা হইলে সম্মুখে শান্তি বিরাজমান থাকিতে বিজয়ের হৃদয় কি বিদীর্ণ হয় ? রমণীর মান রক্ষাও পুরুষের একটী শান্তির স্থান ; কিন্তু কঠিন প্রকৃতি রমণীর তাহাও নাই।

চারু। ওঃ—আর সহ্য হয় না ; নাথ ! তোমার যাহা ইচ্ছা হয়, তাহা কর, আমার মান প্রাণ সমুদায়ই তোমার হৃদয়ের শান্তির জন্য, জীবন দগ্ধ হইলে দেহ কোথায় সুস্থ অবস্থায় থাকিতে পারে ?

বিজয়। জুড়াও হৃদয় ! শান্ত বিনা পরশনে,
প্রিয়ার আমার, শুদ্ধ প্রিয় সম্ভাষণে,
আমিই জীবন, দেহ চারুশীলা সতী,
সুখের আগারে মোর সদাই বসতি।
তবে কেন জ্বলে মোর অন্তর বাহির ?—
তবে কেন দিবানিশি হতেছি অধীর ?

বৃথা এ আশ্বাস ; বাস অনল মাঝারে,—
দুরন্ত দুর্জ্জয় অগ্নি ঘেরে চারিধারে,
তারি মাঝে বাস ; দগ্ধ হতেছে হৃদয় ;
জ্বলিতেছে অবিরাম নিভিবার নয়।
যদি সে এ অঙ্গে অঙ্গ থাকিত প্রিয়ার,
তবে কি এ দগ্ধহৃদি হতো ছার খার ?
সুধামাখা নিরমল চাঁদের কিরণ,
তা হ'তে কি হয় কভু বিষ বরিষণ ?
বৃথা এ আশ্বাস বাক্য ; নিভিবার নয়,—
নিভিবার নয় ; প্রিয়ে ! দুরন্ত দুর্জ্জয়
সন্তাপে দহিছে অঙ্গ—হ'ক্ ছারখার।
ঘুচুক বিজয় নাম জুড়াক সংসার॥
আকাশের অট্টালিকা মিশাক আকাশে।
বিনি মেঘে বজ্রাঘাত পড়ুক আশ্বাসে॥

(অস্পন্দভাবে চারুশীলার অশ্রু-পতন

একি এ থাকিতে আমি,—দুরন্ত দুর্জ্জয়
থাকিতে এ তরবারি, আমার হৃদয়—
আমার জীবন ধন ভাসে আঁখি জলে,
বিজয় জীবিত ? ধিক্, ধিক্ বাহুবলে,—
ধিক্ বীর দর্পে মোর, ধিক্ তরবারি ;—
থাকিতে সকলি, তবু দু-নয়নে বারি,
রমণীর আঁখি জল ? বিজয় জীবন—
(থাকিতে বিজয় বেঁচে) গলিত-নয়ন ?
কে সে কাঁদাইল ? বল প্রেয়সী আমার !

কোথা পলাইল বল ; এখনি তাহার
কাটিব মস্তক, হোক দেব বা দানব,
জীবন সহিত আশা ঘুচাইব সব।
বল প্রিয়ে ! চন্দ্রাননে জীবন আমার !
কে তোমারে কাঁদাইল ?—হেন সাধ্য কার ?

(অজ্ঞাতভাবে বিজয়ের হৃদয়ে চারুশীলার মস্তক স্থাপন ও অবশভাবে অবস্থান।)

অবশ—অচল—শান্ত অমিয় পরশে,
মৃত সঞ্জীবনী শক্তি ; অমরা সুন্দরী
ইন্দ্র-জায়া, তিলোত্তমা উর্ব্বশী মেনকা
আদি সখীগণ মিলি মনের হরিষে
কৌতুকে কৌতুক-প্রিয়া হেরিতে কৌতুক
গাঁথি পারিজাত মালা ; মৃদুহস্তে গাথা
নহিলে কেমনে হেন মোহন পরশে
মোহিত তাপিত প্রাণ, শমিত সন্তাপ—
শান্ত তাপিত হৃদয় ? কিসের পরশ ?—
দেবের দুর্ল্লভ ধন, সাগর মন্থনে
ধন্বন্তরি করে সুধা ;—অবিরত ধারে
কে ঢালিল হৃদে ? শান্ত নতুবা কেমনে।
কন্দর্পমোহিনী বামা সুচারু হাসিনী—
হাসিমাখা দেহখানি সুচারু পরশে
পরশিল হৃদি মোর ; কে তুমি ললনে ?
কষিত কনককান্তি ?—স্থির সৌদামিনী ?
জুড়াতে এ জ্বালা ; কে গো অভাগা হৃদয়ে !

প্রিয়া চারুশীলা! মধুর মোহন বেশে—
মধুর পরশে জুড়ালে এ জ্বালা মোর,
এস চন্দ্রাননে, হৃদয় মাঝারে তোরে
রাখি লো লুকায়ে, চির শান্ত হ'ক হৃদি
জুড়াক যাতনা, জুড়াক বিজয় হৃদি
চির পরশনে; অভাগা হৃদয় শান্তি
এসরে আমার,—জুড়াতে যাতনা মোর॥

নেপথ্যে।——————গীত।

রাগিণী ললিত।—তাল আড়া ঠেকা।

কুমুদিনী সনে শশী বিহরে আনন্দ মনে।
না পূরাতে আশা ভানু প্রকাশ হ'লো গগনে॥
তরুণ অরুণ কর, হেরি ম্লান নিশাকর,
ধরি করে প্রেয়সীরে বিদায় চায় সে ক্ষুণ্ণ মনে।
শশিপ্রিয়া কুমুদিনী, অস্ত হেরি যামিনী,
না সরে বচন দুখে ধারা বহে দুনয়নে।
যাও নাথ ধরি পায়, দেখা দিও পুনরায়,
নতুবা চির বিদায় দাসীরে রাখিও মনে॥

বিজয়। (বাহিরের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া) একি রাত্রি যে প্রভাত হয়েছে দেখ্‌চি। প্রিয়ে! এক্ষণে গৃহে যাও আমিও চলিলাম।

চারু। কুমুদিনি! তোমার আশ্বাসের স্থান আছে। কিন্তু অভাগিনীর কিছুই নাই। এই নিশার শেষে চারুশীলার আশা

ভরসা সমুদায়েরই শেষ। যাও নাথ! যখন বিধাতা বাদী, (সজলনয়নে) তখন আমি কি রূপে তোমার গমনে বাধা প্রদান করিব। ভগবতি কাত্যায়নি! অভাগিনী গৃহে চলিল, মা! তোমার কিঙ্করী তোমার নিকট—

বিজয়। আঃ—প্রিয়ে! ক্ষান্ত হও, আমি এই দেবতা সাক্ষী করিয়া বলিতেছি, যদি কখনো আমাকে বিবাহ করিতে হয়, তাহা হইলে তোমা ভিন্ন আর কাহাকে বিবাহ করিব না, যদি কখনো কোন রমণীর মুখ পর্য্যন্ত দর্শন করিতে হয়, তাহা হইলে তুমিই সেই রমণী, তোমা ভিন্ন আর কাহারও মুখ দর্শন করিব না। প্রিয়ে! যদি কিছু বিজয়ের সুখ সম্পদ থাকে, তাহা হইলে তুমিই তাহার মূল। তোমা ভিন্ন বিজয়ের কিছুই নাই। যাও এক্ষণে গৃহে যাও।

(বাহিরে পদশব্দ।)

ঐ কে আস্‌চে দেখ্‌চি, যদি এখানে আমাদের দেখ্‌তে পায়, তাহলে বিষম অনর্থ ঘট্‌বার সম্ভব।

(সজলনয়নে উভয়ের প্রস্থান।)

নেপথ্যে—

গচ্ছংস্তিষ্ঠন্ স্বপন্ ধ্যায়ন্ জাগ্রদ্‌ভুঞ্জন্ শ্বসন্ বদন্।
যঃ স্মরেৎ সততং গঙ্গাং স চ মুচ্যেত বন্ধনাৎ॥

প্রাতঃস্নানানন্তর বামদেব শর্ম্মার প্রবেশ।

বাম। দৃষ্ট্বা তু হরতে পাপং স্পৃষ্ট্বা তু ত্রিদিবং নয়েৎ।
প্রসঙ্গেনাপি যা গঙ্গা মোক্ষদা ত্ববগাহিতা॥

এমন গঙ্গা যে দেশে নাই, সে দেশ বাসযোগ্য নয়। অথবা—

গঙ্গা গঙ্গেতি যো ব্রূয়াৎ যোজনানাং শতৈরপি।
মুচ্যতে সর্ব্বপাপেভ্যো বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি ॥

আহা! শত শত যোজন ব্যবধানেও গঙ্গা স্মরণের এত ফল; ধন্য!——মাতঃ শৈলসুতাসপত্নি বসুধা——এ কি এত সকালে যে কাত্যায়নীর মন্দিরের দ্বার খোলা?—মা! রক্ষাকত্রি! রক্ষা কর মা! (সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া করযোড়ে)

অম্বিকে ত্র্যম্বকে গৌরি দৈত্য-দর্প-নিসূদিনি
মধুকৈটভনাশায় কালিকে ত্বাং নমাম্যহম্ ॥
মহিষাসুরদর্পঘ্নে দৈত্যমায়াবিঘাতিনি!
মহামায়ে মহাকালমহাপীঠনিবাসিনি!
রক্তবীজবধে দেবি বিস্তারিবদনানলে
স্বয়ং জুহোষি তান্ দৈত্যান্ দুদ্ধর্ষান্ দুরতিক্রমান্ ॥
নানারূপধরে চণ্ডি দানবানাং বধায় বৈ।
চণ্ডমুণ্ডবিঘাতিন্যৈ চামুণ্ডায়ৈ নমোঽস্তু মে ॥
নিশুম্ভশুম্ভ-দলনে মন্মথোন্মাথিনী শিবে।
শিবশক্তি মহামায়ে নমস্তে রচিতোঽঞ্জলিঃ ॥

মা! রক্ষা ক'রো মা। (পার্শ্বে দৃষ্টিপাত করিয়া) এ কি, এ যে সব পূজার আয়োজন দেখ্‌ছি, মার পায়েও জবার মালা, আহা! মার আমার কি শোভাই হয়েছে!

রাগিণী বিভাষ।—তাল আড়া।

কে দিল জবার মালা মায়ের ঐ রাঙা চরণে।
হাসিছে নীলকান্তমণি সূর্য্যকান্ত পরশনে॥
দিগম্বরী মুক্তকেশে, নাচে মা ঐ কৃত্তিবাসে
বিহরে সমরে বামা নাশিতে দনুজগণে॥
লোলজিহ্বা ভয়ঙ্করা, করে অসি মুণ্ডধরা
বরাভয়করা শ্যামা অভয় দেন অমরগণে॥
সুচারু চাঁচর কেশ, নাহি মার লজ্জার লেশ
ঘন হুহুঙ্কার রবে দানবে প্রমাদ গণে॥

প্রণাম হই মা!——যাই এখন, আবার ধর্ম্মশীলের বাড়ী হয়ে যেতে হবে। তার পর পূজা আচ্ছা।

(প্রস্থান।)

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

রাজা কিশোরীমোহনের অন্তঃপুরবর্ত্তী গৃহ।

বিজয় কৌচের উপর উপবিষ্ট।

বিজয়। (স্বগত) আজ আমার প্রবাসের বৎসর অতীত হইয়া তিন মাস পূর্ণ হ'লো, এই পোনের মাস জনক জননীর হৃদয়ে শূল নিক্ষিপ্ত আছে, আর কতদিন থাকিবে, বলিতে পারি না। যাহা অনিশ্চিত, যাহা জানি না, তাহাই বা কি প্রকারে বলিব? অনিশ্চিতই বা কেন? আমি চিরপ্রবাসী, শূল আজন্মই নিক্ষিপ্ত থাকিবে। আশা জগতের এক মাত্র সার, লোকে জনাভাবে জীবিত থাকিতে পারে, অসম্ভবও সম্ভব হইতে পারে, কিন্তু আশাভাবে কেহ এক দণ্ড এক মুহূর্ত্তও জীবিত থাকিতে পারে না! আশা জীবিতের রাজ্য, আশা মৃতের স্বর্গ; নির্ধনী ধন, রোগী শান্তি বিরহী মিলন আশা করে, এবং সেই আশার আশাতেই আশ্বস্ত হইয়া জীবন ধারণ করে। আমার আশা এতদিন সেই বরবর্ণিনীর সৌন্দর্য্য সরসীতে সন্তরণ কচ্ছিল, মনকেও আশ্বস্ত দিচ্ছিল, কিন্তু এক্ষণে আর আশা আমাকে আশা দিতে পারিবে না। সমুদায় নিঃশেষ, সুখশান্তি নির্ম্মূল! (দীর্ঘনিশ্বাস) বিঘ্ন অনতিক্রম্য শত্রু, যতদূর প্রবল হউক না কেন, তরবারি

থাকিতে সকলিই ছার জ্ঞান করি, পিতার অমত? তিনি প্রাজ্ঞ, পূজ্য, তবে অমতের কারণ কি? দেবগণ বিরুদ্ধ, কৈ জ্ঞান সত্ত্বে তো অক্ষত্রিয়ের ন্যায় কার্য্য করি নাই, (ক্ষণবিলম্বে) চারু! তোমার মন ভিন্ন-পথগামী নহে, কিন্তু——

পত্র হস্তে একজন দূতের প্রবেশ।

দূত। (প্রণাম করিয়া করপুটে) মহারাজের জয় হউক।

বিজয়। সংবাদ কি, বল।

দূত। মহারাজ! একটী স্ত্রীলোক আপনাকে এই পত্রখানি দিয়ে গেছে। (পত্র প্রদান ও প্রস্থান)

বিজয়। (পত্র খুলিতে খুলিতে) স্ত্রীলোক?—কার পত্র?—(পত্র পাঠ)

প্রজাবৎসল কাঞ্চনরাজ!

রাজদর্শনে অদ্ভুত পুণ্য সঞ্চয় হয়, আমরা স্ত্রীলোক, গৃহস্থকন্যা, রাজসভায় যাইতে অক্ষম, কিন্তু নব ভূপতির চরণ দর্শন লালসা বুঝি এ জন্মে আমাদের ইচ্ছাতেই রহিল। মহারাজ! ভিখারিণীর স্বভাব ভীরু হইলেও ভিক্ষার সময় তাহার পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। বিশেষ রাজা ভয়ের ত্রাণকর্ত্তা, কখনই ভয়ের কারণ নন। এক্ষণে প্রার্থনা, ভবদীয় অনুমতি পাইলে পুষ্পকাননে আজ আপনার দর্শন প্রতীক্ষা করি।

তোমারি ভিখারিণী—

শ্রীমতী——

একি! প্রিয়া লিখিয়াছেন, আহা কি মধুর, কি হৃদয়স্নিগ্ধকর বাক্যবিন্যাস! কি সরল ভাবে পূর্ণ! আমি কি নরাধম! কি পাষণ্ড! রাজকার্য্যে এরূপ ব্যস্ত যে, প্রিয়তমাকে একেবারে বিস্মৃত হ'য়েছি, অবসরে চিন্তা করার নাম কি তাঁরে স্মরণ করা? রাজ্যলোভে স্বদেশ ত্যাগ, পিতা মাতাকে বিস্মরণ (দীর্ঘনিশ্বাস) (পত্র দেখিয়া) আমি সত্য সত্যই প্রণয়িনীর পত্র পড়িলাম,—না আর কাহার পত্র? স্বপ্ন?—না স্বপ্নে এত জ্ঞান থাকিবে কেন? সত্যই এ আমার প্রিয়তমা লিখিয়াছেন? এখনি আমি পুষ্পকাননে চলিলাম, দস্যুচর রাজ্যে প্রবেশ করিয়াছে। রাজ্যে নিষ্প্রয়োজন।—

(অসি হস্তে বহির্গমন।)

চারুশীলার পুষ্পকানন

চারুশীলা ও গিরিবালার প্রবেশ।

চারু। এই অপরাজিতে গাছগুলো নতুন নতুন দিনকতক বেস ফুল দিয়েছিল, আর এমনি গন্ধ বেরুতো যে, আমরা আস্‌তে না আস্‌তেই আমাদের মনকে প্রফুল্লিত কত্তো, কিন্তু ভাই, আজ কাল আর সেরূপ নাই, দিন দিন শুকিয়ে যাচ্ছে।

গিরি। তা তো যাবেই, আগে তুমি স্বহস্তে জল সেচন ক'ত্তে, স্বহস্তে ওর তলায় মৃত্তিকা দিতে, এখন তো আর চেয়েও দেখ না, সুতরাং ওর কোমলাঙ্গে আর কত বরদাস্ত হবে?

চারু। তোমার ভাই, গোলাপ গাছ কটির বেশ ফুল ফুটেছে, আহা! দেখদেখি এই স্থানটী কেমন মানিয়াছে।

গিরি। এদিকে আবার মতিয়ার শোভা দেখ, এক একটা গাছে কত গুলো ক'রে ফুটেছে।

চারু। (কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া) ঐ যা বোন্! মাধবী-লতার একি দশা! একেবারে শুকিয়ে——

গিরি। (নিরীক্ষণ করিয়া) তাই তো, হ্যাঁ বোন, সে দিন না তুমি ব'ল্‌ছিলে, বকুলের সঙ্গে ওর বিয়ে দিবে, আহা! উভয়ের সম্মীলনটাও হ'লো না।

চারু। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) বোন! আমারি দোষে প্রিয় মাধবীলতাকে হারালেম, যত্নের সামগ্রী অযত্নে প'ড়্‌লে আর কতদিন বাঁচে?

গিরি। এখন দুঃখ কল্লে আর কি হবে? চল ঐদিকে যাই।

চারু। (অঙ্গুলি নিয়োগ করিয়া) বোন! দেখ দেখি, আমার গাছ গুলির চেয়ে তোমার গুলি কেমন সতেজে উঠেছে।

গিরি। আমি তো তোমায় কতদিন বারণ ক'রেছি যে, রোদের সময় গাছে জল দিও না, তা তো তুমি শোন না, আহা! বেলের সারের দিকে চাওয়া যায় না, অতি কষ্টে কেবল চিহ্ন মাত্র দেখা যায়।

চারু। আচ্ছা, কামিনীর ঝাড়ে তো এক সময়ে জল দিই, তবে ও এত ঝাঁক্‌ড়া হ'লো কেন?

গিরি। কামিনীর তলার জল শীঘ্র তাতুতে পারে না, সমস্ত দিনই ছোট ছোট ডালের ছাওয়া থাকে।

চারু। দেখ, কত ফুল ফুটেছে, মৌমাছিরা সব কেমন ঝাঁকে ঝাঁকে আস্‌ছে, আর হর্ষে মৌ খাচ্চে।

গিরি। (ঈষৎ হাসিয়া) এস ভাই, মৌমাছিদের দূর ক'রে দিয়ে আসি, ওরা সব মধু চুরি ক'চ্চে।

চারু। না না, তা ক'রোনা, ওদের আহ্লাদের সময় বাধা দিও না।

গিরি। তোমার কামিনী বেশ কৃতজ্ঞ, তাই এ সময়ে এত ফুল দিচ্চে, অনেক মালা হবে এখন, কিন্তু আমি কি কর্‌বো ভাই, তোমার দোষে একটুও গন্ধ রোইলো না, আমি দোষে খালাস হ'লুম, তখন যেন ব'লে বসো না, মৌমাছিদের ধরে ধরে মালা গেঁথে দাও।

চারু। এত মালা কেন দিদি? তোমার ভগ্নির নতুন ভগ্নীপতি য়ুটেছে নাকি? ভয় কি তোমার বেলের তো অনেক কঁুড়ি হ'য়েছে, তাঁকে বেশ ক'রে ঝাড়াব,—সালগেরাম সাজাব এখন।

গিরি। চারু! তুমি আজ নতুন ভগ্নীপতি বল্লে কেন ভাই? কাঞ্চনরাজ তো তোমার দিদির ভগ্নীপতি আছেন।

চারু। (কিঞ্চিৎ লজ্জিত হইয়া) তুমি কি তাঁকেই উদ্দেশ ক'চ্ছিলে?

গিরি। কেন,—যেরূপ স্থির হ'য়েছে, তাতে বিলম্বের সম্ভাবনা কি?

চারু। শ্যামলতার ভাই, কখন্ সত্যি কখন্ মিথ্যা বোঝা যায় না।

গিরি। না, এ মিথ্যা নয়।

চারু। শ্যামলতা এখনো আস্‌ছে না কেন? কোন দিন তো তার এত দেরি হয় না।

গিরি। বোধ হয় কোষাধ্যক্ষ মহাশয় ঘরে আছেন, তাই তাকে ছাড়েন্ নি।

চারু। কোষাধ্যক্ষ মহাশয় নাকি শ্যামলতার মত আমুদে ?

গিরি। কিন্তু তাঁর রাগ চণ্ডাল।

চারু। কেন শ্যামলতা তো তাঁর খুব সুখ্যাতি করে।

গিরি। তিনি লোকটা ভাল মানুষ বটে, কিন্তু শ্যামলতা এক এক দিন এমনি ক্ষেপিয়ে দেয়, তখন তিনি যেন তিনি নন্।

চারু। রঙ্গলতাও কিছু আমোদ ভাল বাসে।

গিরি। কিন্তু শ্যামলতার মত অতোটা মুখোড় নয়, একটা না একটা রং নিয়েই আছে।

চারু। বাহিরে যা করুক, মন্‌টা খুব সাদা।

নেপথ্যে গীত।—

রাগিণী পরজ কালাংড়া,—তাল একতালা।

আজ কি সুখের দিন মন আনন্দে ভাসিল,
আজ মন আনন্দে ভাসিল, মন, প্রাণ মোহিল।
হাসি হাসি রূপসী বিহর সুখে প্রেম আলাপে,
তাহারি সঙ্গে।
মনসাধ পূর্ণ কর লয়ে প্রেমের অলি, হৃদে রাখি—
তাঁহারে আদর লো যতন ক'রে মাতি অনঙ্গে ॥

শ্যামলতা ও রঙ্গলতার প্রবেশ।

গিরি। এই যে মেঘ না চাইতে জল, একেবারে দুজনেই উপস্থিত ?

চারু। এত দেরি কেন বোন্ ?

শ্যাম। আজ অসময়ে চন্দ্রমা রাহুগ্রস্ত হ'য়েছিল।

রঙ্গ। আজ ভাই তোমারি কাজে এত বিলম্ব,—আর তোমার কাজ আমাদের কাজ এক।

গিরি। কাজের কি নিষ্পত্তি হ'লো?

শ্যাম। সর্বদিকেই মেঘ না চাইতে জল।

চারু। একটা কথা কি জিজ্ঞাসা কর্‌বো?

শ্যাম। অতো হা রাজা, জো রাজা ক'র না, এখনি সকলের রাজদর্শন হবে, (রঙ্গলতার প্রতি) রঙ্গ! এস ভাই, আমরা ওদিকে গিয়ে মালা গাঁথি গে।

রঙ্গ। মহারাজ আজ স্বয়ং এই পুষ্প কানন দেখ্‌তে আস্‌বেন।

শ্যাম। আর আমরা ছড়া ছড়া মালা রাজপদে ভেট দেব।

শ্যামলতা ও রঙ্গলতার প্রস্থান।

চারু। দিদি শ্যামলতা তো রঙ্গ নিয়েই আছে, রঙ্গলতা কি ঠাট্টা ক'র্‌বে?

গিরি। না, আমার বেশ বিশ্বাস হ'চ্চে, মহারাজ আজ এখানে আসবেন!

চারু। তবে আমরা কি কর্‌বো?

গিরি। আমরাও এস মালা গাঁথি, কামিনীফুলের মাঝে মাঝে মাধবীলতা বেশ শোভা পাবে।

চারু। আমি চল্লেম। (যাইতে উদ্যত)

গিরি। চারু! যেও না, মহারাজ এখানে আস্‌বেন, আমাদের সামান্য সৌভাগ্য নয়।

চারু। আমার কেমন মনে —

গিরি। তোমার মনে কি ভাই বলো না।

চারু। আগে মহারাজের দর্শন আকাঙ্ক্ষায় মন উৎসুক হ'চ্ছিল, এখন কত ভয় হ'চ্ছে, তিনি এখানে নাই, তবু লজ্জায় গা আড়ষ্ট। দিদি! মহারাজ এলে আমি তাঁকে কি ব'লবো?

গিরি। বোন তোমাকে কিছু ব'ল্‌তে হবে না, তিনি নিজেই প্রথমে জিজ্ঞাসা ক'র্‌বেন এখন।

চারু। বোন! আমার দক্ষিণ চক্ষু থেকে থেকে কাঁপ্‌চে কেন?

গিরি। ছি ভাই ওকথা কি এখন বল্‌তে আছে!

নেপথ্যে——বুঝি অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন।

নেপথ্যে——হাঁ,—মেয়েমানুষের আওয়াজ বটে।

গিরি। ঐ বুঝি মহারাজ আস্‌ছেন।

নেপথ্যে——(অস্পষ্টস্বরে) তোমরা এখানে সশস্ত্রে অপেক্ষা কর,—(সঙ্কেতধ্বনি।)

রক্তাক্ত কলেবরে একজন দস্যুর প্রবেশ।

দস্যু। দস্যুপতি ধর্ম্মরাজ কখনই অন্যায় সহ্য কত্তে পারে না। কাঞ্চন সিংহাসন এত দিন এক জাদুকরের হাতে ছিল, আজ সেই দুরাত্মাকে এই হাতে যমালয়ে পাঠিয়েছি। সুন্দরি! কাল আমি রাজতক্তে বোস্‌বো, তোমরা এখন হ'তে আমার শরণ লও।

চারু। (কম্পিতকলেবরে) বজ্র——(পতন)

গিরি। (চারুকে ধরিয়া) তোর মায়াজাল এখানে অকর্ম্মণ্য, কাঞ্চনরাজ অসাবধান নন্‌, যুদ্ধেও অপটু নন্‌।

দস্যু। না কাঞ্চনরাজ যুদ্ধে অপটু নন, অসাবধানও নন, যুদ্ধ পটুতাবশত মৃত্যু শয্যায় সাবধানেই শয়ন করেছেন।

চারু। (অচৈতন্যভাবে) মৃত্যু!—নিষ্ঠুর!—না, আমাকে দ্বিখণ্ড কর!

দস্যু। তোমার কোন ভয় নাই, তুমি আমার সঙ্গে এস। (বংশীর ধ্বনি)

শিবিকা লইয়া চারিজন বাহকের প্রবেশ।

প্রঃ-বা। অ্যাস মা ঠাকুরুণ, হের এস, এক ঘড়ির মধ্যে উলি দেবো।

দ্বিঃ-বা। কাঁদে তেনে তুলে মোরা অড় মার্ ব।

তৃঃ-বা। হেই দেখ বড় ভাই, মোরা খুব বক্‌সিস্ মার্‌বো।

চঃ-বা। এই জন্যে মেশো কেলিনী বেলা মোর চোক দুটো ধরাক ধরাক করে ছেল।

গিরি। (দস্যুর প্রতি) হেগো! তোমার পায় ধরচি, সকল গহনা নাও, আমরা অসহায়া, আমাদের এখানে কেউ নাই, আমাদের উপর অত্যাচার করো না, তোমার দুটি পায় ধরি, ছেড়ে দাও, আমরা ঘরে যাই।

চারু। আর ঘরে—(পতন ও মূর্চ্ছা)

গিরি। (ক্রন্দনস্বরে) ও মা এ কি হলো! (রোদন ও অঞ্চলদ্বারা ব্যজন) দিদি!—দিদি!—ওগো দিদীর এ কি হলো?—ও দিদি!

নেপথ্যে।——ভয় নাই—আর ভয় নাই।

দ্রুতপদে বিজয়ের প্রবেশ।

বিজয়। (দস্যুর প্রতি) পাষণ্ড নরাধম! নিরাশ্রয় অবলাদের উপর অত্যাচার! দেশ কি মনুষ্য হীন? অপবিত্র নির্জ্জন শ্মশানেই শৃগালের প্রাদুর্ভাব; নগরে তার প্রবেশ, আবার অত্যাচার!

দস্যু। বীরবর! ক্ষান্ত হউন, আর আস্ফালনে প্রয়োজন নাই; শৃগালই হউক আর নির্জীব কীটানুকীটই হউক, এই ক্ষুদ্র পশুর তুচ্ছ হস্তেই তোদের সেই বীরবরাগ্রগণ্য কাঞ্চন রাজ শমন শয্যা আশ্রয় করেছেন। এক্ষণে এই ক্ষুদ্র পশুই কাঞ্চনপুরীর শূন্য সিংহাসনের নূতন ভূপতি! রাজার নিকট প্রজার অপরাধ সহস্র গুণে মার্জনীয়; "সিংহ যাহার বধ্য, কুক্কুর তাহার ক্ষমারই যোগ্য।"—ক্ষমা করিলাম, অন্যত্র গমন কর্।

বিজয়। কাঞ্চনরাজ! কাঞ্চনপুরীর শূন্য সিংহাসন আপনার জন্য প্রস্তুত! (কোষ হইতে অসি নিষ্কার্ষণ) এক্ষণে রাজ অঙ্গে রাজবেশ পরিধান করুন।

দস্যু। প্রভাতে এই অনুচিত গর্ব্বের প্রতিফল পাইবি, এখন সম্মুখ হইতে সরিয়া যা।

বিজয়। (বামহস্তে দস্যুর হস্তধারণ করিয়া) আর ক্ষমায় প্রয়োজন নাই, এমন সুতীক্ষ্ণ সিংহাসন এইরূপ নরপতিরই যোগ্য। আসুন, ও কি রাজঅঙ্গ কি রমণীর অঞ্চলে লুক্কায়িত হইবার যোগ্য?

দস্যু। ক্ষুদ্র প্রাণী, কেন প্রাণে মরিবি, এখনো ক্ষমা করিতেছি সরিয়া যা।

বিজয়। সে কি! কাঞ্চনরাজকে ত শমনশয্যায় শয়ন করাইয়াছেন। তবে আবার কি প্রকারে প্রাণে মরিব?

দস্যু। তুইই কি সেই পামর?

বিজয়। হ্যাঁ মহারাজ, আমিই সেই ক্ষুদ্র প্রাণী। স্ত্রীলোকের নিকট গৌরব প্রকাশের কি আর কোন কথা ছিল না? যাহা স্বপ্নে দেখিলেও ভয়ে তোর হৃদয় শতধা বিভিন্ন হবার সম্ভব। তাই জাগ্রদবস্থায় আপন মুখে প্রকাশ!

চারু। (সচেতনে) কেও?—কাঞ্চনরাজ?—দুঃখিনীর জীবনদাতা জীবিতেশ্বর?

দস্যু। (বলে বিজয়ের হস্ত হইতে আপন হস্ত মোচনের চেষ্টা ও তাহাতে অসমর্থ হইয়া) ছাড়িয়া দে; নতুবা প্রাণে বিনষ্ট হইবি; ছাড়িয়া দে।

বিজয়। ধন্য বীরপনা! ভাল ছাড়িয়া দি তাহাতে ক্ষতি নাই। কিন্তু ছাড়িয়া দিলে কি করিবে?

দস্যু। এই শাণিত খড়্গে তোর মুণ্ডচ্ছেদ করিব।

বিজয়। ক্ষমা ত করিবে না? (হস্ত পরিত্যাগ।)

চারু। নাথ! আপনি একা, এ সময়ে স্নেহ পরিত্যাগ করুন; নিজে রক্ষা হ'লে সহস্র লোক প্রাণ পাবে।

বিজয়। আমি একক নহি, সূর্য্যকুলগৌরব তরবারি আমার প্রধান সহচর আছে।

দস্যু। (খড়্গ নিষ্কোষিত করিয়া সবলে বংশীধ্বনি।)

(চারিজন দস্যুর প্রবেশ)

দস্যু। এই চারিজন, প্রয়োজন হলে আরো আসিতে

পারে। এখনো বলিতেছি যদি প্রাণের আশা থাকে ত শীঘ্র পালা, তোর জীবন আমাদের লক্ষ্য নয়, এই স্ত্রীলোক দুটীকে লওয়াই আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য।

বিজয়। (অগ্রসর হইয়া) কেন কাঞ্চনপুরীর রাজসিংহাসন ? (স্ত্রীদিগের প্রতি) ও দিকে যাও।

(স্ত্রীদিগের কিঞ্চিৎ অপসরণ, স্ত্রীদিগকে গ্রহণ করিবার মানসে দস্যুর কিঞ্চিৎ অগ্রগমন এবং বক্ষোদেশে বিজয়ের করাঘাতে ভূমিতে পতন।)

দস্যু। (ভূমি হইতে উঠিয়া বিজয়ের মস্তক লক্ষ করিয়া খড়্গাঘাত।)

বিজয়। (রক্ষা করিয়া অস্ত্রাঘাত)

দস্যু। (অচেতন হইয়া পতন)

(সকলে বিজয়ের প্রতি আক্রমণ।)

বিজয়। (আস্ফালন করিয়া পুনঃ আক্রমণ।)

(বিজয়ের অস্ত্রাঘাতে আঘাতিত হইয়া দুই জন দস্যুর ভূমে পতন। তদ্দর্শনে অন্য দুই জনের পলায়ন।)

(চারুশীলা ও গিরিবালাকে লইয়া বিজয়ের প্রস্থান।)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

ধর্ম্মশীলের বাটী।

ধর্ম্মশীল ও হেমচন্দ্র উপবিষ্ট।

ধর্ম্মশীল।—আজ তিন দিনের মধ্যে মনটা এক দণ্ডের জন্য শান্ত হলো না, রাজ্যক্ষয় ও পত্নীবিয়োগেও যে ধৈর্য্য সহায়তা করেছিল, এক্ষণে সেও পরিত্যাগ করিল।

হেমচন্দ্র।—বন্ধু! প্রবল বাতাসে অতি বৃহতাকার বৃক্ষকেও আন্দোলিত করে, সুতরাং এরূপ অবস্থায় আপনার মন যে বিচলিত হবে, তার আর বিচিত্র কি? কিন্তু এই দুঃখ-সহচরী চিন্তাকে মনোমধ্যে তিলমাত্র স্থান না দিয়ে, উপায় অবলম্বন করা উচিত।

ধর্ম্মশীল।—মনুষ্যের অবস্থা চক্রনেমীর ন্যায় নিয়তই অধঃ উর্দ্ধগামী, শুদ্ধ মনুষ্য কেন, দেবতারাও যখন ঐ নিয়মের বশবর্ত্তী, তখন আমা দ্বারা কি উপায় অবলম্বন হবে।

হেমচন্দ্র।—তাই ব'লে নিশ্চিন্ত থাকাও বিধেয় নয়। ভাল সে দিন না অপনি ব'লছিলেন, চারুশীলার বয়ক্রম প্রায় ষোড়শ বর্ষ অতিক্রম ক'রেছে। আহা! চারুশীলার স্বভাবটীও যেমন মনোহর, আকারটীও তাদৃশ মনোহর। বিশেষ যৌবনে চারুর শরীর শোভা সূর্য্যকিরণে পদ্মিনীর ন্যায়

যার পর নাই মধুর ভাব ধারণ ক'রেছে। আর তো পাত্রস্থ না করে রাখা যায় না।

ধর্ম্মশীল। ভারতবর্ষের সমুদয় প্রতাপশালী নরপতিগণ অপমানিত হওয়াতে সে আশায় এক প্রকার জলাঞ্জলিই দিয়েছিলাম, "তবে চারু আমার রাজবধূ হবে" আচার্য্য মহাশয়ের এই কথাতেই একদিকে আমার সে আশার পুনরুদ্দীপন অন্য দিকে আবার ভীষণাকার নিরাশারও স্বতউত্থাপন।

হেমচন্দ্র। মিত্র! জ্যোতিষ অখণ্ডনীয় ব'লে যখন জানেন, তখন আর নিরাশার বিষয় কি? আচার্য্য মহাশয়ের কথা কি মিথ্যা হবে? আমার তো কখন এমন বোধ হয় না।

ধর্ম্মশীল। আর ভাই, যদি না হয়, তবে চারুর মত করাও সহজ নয়। শুনেছি, মহারাজের প্রতি তার যৎপরোনাস্তি আশক্তি জন্মেছে, মহারাজও তৎগত প্রাণ।

হেমচন্দ্র। আহাঃ! যদি পত্র অপ্রকাশ থাক্‌তো, তা হ'লে চারুর উপযুক্ত পাত্রে প্রণয় অর্পিত হ'য়েছে শুনে, কি পর্য্যন্ত না আনন্দিত হ'তেম।

ধর্ম্মশীল। বন্ধু! আমি আপনিই আপনার পায়ে কুঠারাঘাত ক'রেছি, কেনই বা আমার কন্যার ভাগ্য জান্‌তে ঔৎসুক্য জন্মেছিল, কেনই বা আমি আচার্য্য মহাশয়কে পত্র লিখেছিলাম, কেনই বা আগ্রহের সহিত পত্র পড়েছিলাম, তা না হ'লে তো আজ আমাকে এরূপ কষ্ট পেতে হ'তো না। (ক্ষণ বিলম্বে) তাই বা কি ক'রে মনে কর্‌ছি, ও আপনার উপর দোষারোপ কর্‌ছি, দুদিন পরে আমার স্নেহপুত্তলিকার সর্ব্বসুখের উন্মূলন যে আমাকে স্বচক্ষে দেখ্‌তে হ'তো। (দীর্ঘনিশ্বাস)

হেমচন্দ্র। এমন ধার্ম্মিক লোকের এরূপ দুর্ভাগ্য! হা দেবগণ! তোমরা কি ধর্ম্মের এইরূপ পুরস্কার নির্ণয় ক'রেছিলে? না, এখানকার সৎকর্ম্মের ফলাফল অন্যত্রে আছে।

ধর্ম্মশীল। মিত্র! আমার পূর্ব্ব জন্মের পাপের কি প্রায়শ্চিত্ত নাই, ভাই! আমি পাপ করেছি, আমিই তার ফলভোগ করবো, আমার স্বর্ণলতা তো তার কিছুই জানে না, কন্যাও কি পিতৃ পাপের অংশী? (হস্ত ধরিয়া) সখা! পূর্ব্বে যা কিছু পুণ্য করেছিলাম, তার জন্য তোমা হেন বন্ধু পেয়েছি, তুমি এই বিদেশে এই দুঃখের সময় কি পর্য্যন্ত না সহায়তা করেছো, সুমিষ্ট বাক্যালাপে কতই না সুখী করেছো, এ হতভাগ্য তোমার ঋণের কিছুই পরিশোধ দিতে পার্‌লে না, এই দুঃখ রইল।

হেমচন্দ্র। (বিনীতভাবে) ও আপনার উদার-চরিতের লক্ষণ, নচেৎ এ নরাধম আপনার হ'তে যেরূপ অনুগৃহীত হয়েছে, তার মত কি কল্লে?

ধর্ম্মশীল। সখা! আজ আমি জ্ঞানভ্রষ্ট হ'য়েছি, আমাকে উচিত পরামর্শ দাও, আমাকে রক্ষা কর।

হেমচন্দ্র। আপনি চারুকে একবার এখানে ডাকান, সে শান্ত ও সুশীলা, বিশেষ আপনার কথায় কখন দ্বিরুক্তি করে না এবং আমাকেও যথোচিত শ্রদ্ধা করে, তাকে দুজনে বুঝিয়ে বল্লে কখনই অমত কর্‌বে না।

ধর্ম্মশীল। চারুকে তো অনেকক্ষণ ডাক্‌তে পাঠান হয়েছে, এখনো কেন আস্‌চে না? কিছু কি জান্‌তে পেরেছে? না, জান্‌বার তো অন্য কোন উপায় নাই? কিন্তু অমঙ্গল সংবাদ,

(দীর্ঘ নিশ্বাস) যদি কোন কার্য্যে ব্যস্ত থাকে, সে মঙ্গল, যদি দাসী দেখ্‌তে না পেয়ে থাকে, সেও মঙ্গল, যদি পিতার——

চারুশীলার প্রবেশ।

চারু। (প্রণাম করিয়া) পিতঃ! প্রণাম হই, খুড়া মহাশয়! প্রণাম হই।

ধর্ম্মশীল। এস, মা এস, এখানে বসো। (অঙ্কে ধারণ)

চারু। পিতঃ! আস্‌তে বিলম্ব হয়েছে বলে কি আপনি বিরক্ত হয়েছেন? (উঠিয়া চরণ ধারণ) পিতঃ! ক্ষমা করুন, অপরাধ————

ধর্ম্মশীল। না রাগ করিনে, আজ শরীরটা কিছু অসুস্থ আছে।

চারু। পিতঃ! আপনকার কি অসুখ হয়েছে?

ধর্ম্ম। কাল রাত্রে নিদ্রা হয় নাই, তাই আর——

চারু। থাম্‌লেন কেন? পিতঃ! আপনকার মুখ মলিন দেখে আমার বুক বিদীর্ণ হ'চ্চে, মন অস্থির হ'চ্চে, কত ভয় হ'চ্চে। পিতঃ! সামান্য কারণে আপনকার মুখ তো কখন বিষণ্ণ হয় না? পিতঃ! আপনকার অধিকতর অসুখের সময় দেখেছি, ঘোরতর দুঃখের সময়েও দেখেছি, আমায় দেখ্‌লে যে আপনি সকলই ভুলে যেতেন। পিতঃ! আজ কি অমঙ্গল ঘটেছে?—কি সর্ব্বনাশ হয়েছে? (ক্রন্দন)

হেমচন্দ্র। বাছা! শান্ত হও, অশ্রুজল সংবরণ কর। (নিজ বস্ত্র দ্বারা অশ্রুজল মার্জ্জন) ধৈর্য্য, বুদ্ধি, সুশীলতা প্রভৃতি যা কিছু সদ্‌গুণ, সকলি তোমাতে আছে, মা, আজ আমাদের একটী অনুরোধ রক্ষা কর। (একখানি পত্র প্রদান)

চাৰু। (পত্র লইয়া স্বগত) অনুরোধ রক্ষা——পত্র——কার পত্র?——কে লিখিয়াছেন? (পত্র খুলিয়া) "শ্রীবামদেব শর্ম্মণঃ" আচার্য্য.মহাশয় লিখিয়াছেন। (পত্র পাঠ)

"কল্যাণীয় শ্রীমান ধর্ম্মশীল——

কন্যার বিবাহ সম্বন্ধে গণনা করিতে লিখিয়াছ, আদ্যোপান্ত গণনা করিলাম, বিবাহের সমস্ত মঙ্গল, কন্যা রাজগৃহিণী হইবে?"

(পত্র আবৃত করিয়া সহাস্যে স্বগতঃ) তবে পিতার মুখ মলিনের কারণ কি? আমার সন্দেহ অমূলক, রাত্রি জাগরণেই অসুস্থ "সমস্ত মঙ্গল" "রাজগৃহিণী" অভীষ্ট ত সিদ্ধ হবে? আমার এতদিনের আরাধনা দেখ্ছি সার্থক হ'লো। দেবী হরবিলাসিনি! তুমি যার প্রতি সুপ্রসন্ন, তার অমঙ্গলের শঙ্কা কি? পত্রে সমস্ত মঙ্গল দেখিলাম, না অমঙ্গল দেখিলাম, রাজগৃহিণী হইবে না তো লেখা নাই।—(পুনর্ব্বার খুলিয়া একদৃষ্টে)

"কল্যাণীয় শ্রীমান ধর্ম্মশীল—

কন্যার বিবাহ সম্বন্ধে গণনা করিতে লিখিয়াছ, আদ্যোপান্ত গণনা করিলাম, বিবাহের সমস্ত মঙ্গল, কন্যা রাজগৃহিণী হইবে, কিন্তু একটী ফাঁড়া,—স্বয়ং রাজায় অর্পণ করিলে বিবাহের পরদিন বিধবা হইবে, সাবধান! যে সুকৃতি পুরুষ নিজবাহুবলে রাজা হইয়াছেন, তাঁহাকে

কন্যা সম্প্রদান করিও না, রাজকুমারে অর্পণ করিবে। ইতি——

শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীবামদেব শর্ম্মণঃ

নিবাস কালীধাম।”

হেম। বাছা চারু! আচার্য্য মহাশয়ের পত্রের ভাব অবগত হলে, এক্ষণে মহারাজের প্রণয়াশা পরিত্যাগ কর। পত্নী সর্ব্বদা পতির মঙ্গল কামনা করে, যখন তোমাদের পরস্পরের বিবাহে তাঁর জীবন নাশের আশঙ্কা, তখন বিবাহে যত্নবতী হইও না, বিলাপও করিও না। তিনি বিশেষ ধর্ম্মপরায়ণ রাজা, তাঁর মঙ্গলে দেশের মঙ্গল, আমাদের সকলের মঙ্গল, দেবতাদের নিকটে তাঁর ইষ্ট কামনা কর।

চারু। নীরব।

হেম। মা! আরো দেখ্‌ছ আচার্য্য মহাশয় গুণেছেন তুমি সর্ব্বগুণান্বিত রাজকুমারে অর্পিত হবে, পিতার মুখোজ্জ্বল হবে, সর্ব্ব দুঃখ দূর হবে।

চারু। (স্বগত) নাথে ত কোন সদ্‌গুণের অভাব নাই, থাক্‌লেও আমার গুণের পূর্ণতায় প্রয়োজন নাই। সর্ব্বগুণ—— কি সর্ব্বনাশ! হরিষে বিষাদ উপস্থিত হ'ল, পত্র দেখিয়া পত্রের প্রথম ভাগ দেখিয়া—আমি যার পর নাই আহ্লাদিত হ'তে ছিলাম,—আশা দৃঢ় করিতেছিলাম, দেবীকে কতই ধন্যবাদ দিতেছিলাম, কিন্তু এ যে সর্ব্বনাশের পত্র, স্বয়ং রাজায় অর্পিত

হ'লে বি—ধ—(দীর্ঘনিশ্বাস) উঃ! বিধাতা কি দুঃখিনীর সুখ দেখ্‌তে পার্‌লেন না, বিবাহের পরদিন (মূর্চ্ছা)

উভয়ে। কি হ'লো, কি হ'লো, হঠাৎ কেন এমন হলো ?

ধর্ম্ম। (চারুকে ধারণ করিয়া) আর যে সাড় নাই, (হস্তে মস্তক রাখিয়া) হাঃ অদৃষ্ট ! বিনা মেঘে বজ্রাঘাত ? হায় কেন বা এমন সময়ে ডেকেছিলাম (দীর্ঘনিশ্বাস) এতদিনের পর আমার সকল সুখ নির্ব্বাণ হলো, আশা নির্ম্মূল হলো। মৃত্যু ! তোর পক্ষপাতী চক্ষু কি আমাকে দেখ্‌তে পেলে না, নিষ্ঠুর ! পিতৃ কোল হতে তনয়া হরণ ক'রলি, তস্কর ! অন্ধের মণি চুরি কর্‌তে কি তোর দয়া মায়া হলো না, অথবা তোর দয়া মায়া কি ?

হেম। মহাশয় ! আর ভয় নাই, চারুর চেতনা হ'য়েছে। (ব্যজন করিতে করিতে) চারু ! কেন মা অমন ক'রছিলে, এখন শরীরটা কি সেরেছে।

চারু। (উঠিয়া স্বগতঃ) জীবিতনাথ ! আমরা নারীজাতি পিঞ্জরাবদ্ধ পক্ষির ন্যায় পরাধীন, অনেক প্রতাপশালী রাজারা পৃথিবী জয় করে যশ লাভ করেছেন—নাথ ! তুমি যে রূপ বীর-পুরুষ তোমার পৃথিবী জয় কর্‌তে ক্ষণ বিলম্ব হবে না। নাথ ! দাসীর অনুরোধ রাখ, একবার যুদ্ধ বেশ ধারণ কর, পৃথিবীর যে যে স্থানে জ্যোতিষের আলোচনা আছে, সেই সেই স্থানে গিয়ে উহা ভস্মসাৎ কর, যেন অক্ষরমাত্র না থাকে। আমারই মনোবেদনা দিবার জন্য কি ঐ পাপশাস্ত্রের সৃষ্টি হয়েছিল ? আমি জ্যোতিষ মানিব না, নাথের প্রণয়িনী হইব।—মানিব নাই বা কি ক'রে বলি,—আমার জন্য নাথের——(দীর্ঘনিশ্বাস)

তবে মানিব,—বিবাহ করিব না,—কাহাকেও করিব না। নাথের———আবার নাথ বল্‌ছি কেন? নাথ বলিব না,—মহারাজের দাসী হবো, তাঁর চরণ সেবা করিয়া চরিতার্থ হবো, শৈশবকালের কথা মনে করিব,—চরণ আমার খেলানা হবে,—তখনকার পুতুল হবে,—একবার মাথায় তুলিব,—একবার বক্ষে ধরিব, মাঝে মাঝে লুকাইয়া মুখখানি দেখিব। নাথ! (জিহ্বা কর্ত্তন করিয়া) এই না বলিব না বলিলাম, আবার——না,—মহারাজ নিকটে যেতে দেবেন না। যে পাপীয়সী হ'তে তাঁর এত অনিষ্টের সম্ভাবনা, তার মুখ দেখ্‌বেন না, তবে দেবমন্দিরে যাব, দেবীর উপাসনা ক'রে এ জীবন শেষ ক'রবো, পরলোকে ইহ জীবনের আশা যাতে পূর্ণ হয়, সেই বর প্রার্থনা কর্‌ব। (ক্ষণেক পর) দেবীর উপাসনা করাও সহজ নয়, চক্ষু মুদে ধ্যান কত্তে বস্‌লে যে নাথের প্রতিমুর্ত্তি মনে হয়, সে হৃদয়াঙ্কিত সুচারুমুর্ত্তি তো কোন মতে ভোলা যায় না।

দাসীর প্রবেশ।

দাসী। পিতঃ! ঠাকুর মশাই এসেছেন।

হেম। মহাশয়! গ্রহ পূজার কি সমস্ত আয়োজন হয়েছে?

ধর্ম্ম। হ্যাঁ, সমস্ত প্রস্তুত, কেবল ঠাকুর মহাশয়ের আস্‌তে বাকি ছিল, তা ভাল হ'য়েছে, তিনিও এসেছেন, আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই, (চারুর প্রতি) চারু! তুমি গিরিবালার নিকট যাও।

(উভয়ের প্রস্থান।)

চারু। (স্বগত) এখন কি করি, প্রাণনাথকে পাবার আশা ভরসা তো নির্ম্মূল হ'লো। কাল দেবীসমক্ষে নাথের নিকট যে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, সে প্রতিজ্ঞা মনেই রহিল, পূরণ হলো না। নাথের অমঙ্গলের ভয়ানক অমঙ্গলের ভয়ে আমি চির দিন অবিবাহিতা থাকবো, কিন্তু নাথ তো তা মনে কর্‌বেন না। নারীজাতির প্রেমের লঘুত্ব দেখে কত ভৎর্সনা কর্‌বেন, সতীত্বে কত কলঙ্ক দেবেন। নাথ! স্বয়ং ধর্ম্মরাজ ভীষণ মৃত্যু দণ্ড দ্বারা প্রাণ বিনাশ কত্তে উদ্যত হ'লেও এ হৃদয় তোমা ভিন্ন অন্য কাহারো অধিকৃত হবে না। নিশানাথ বিশ্বনাথের আদেশানুসারে পক্ষ পরে স্থানান্তরে গমন করেন। কিন্তু কখন স্থানভ্রষ্ট হন না; সেই নিয়মিত নিশাহৃদয় উদয়াচলে পুনরুদয় হইয়া পৃথিবীর তমোবসন পরিত্যাগ করান, পৃথিবীকে চারুহাসিনী করেন। নিশা কি চন্দ্রবিরহে ক্ষুদ্র নক্ষত্রকে পতি ব'লে বরণ করেন? তার প্রেমালিঙ্গনে অভিলাষিণী হন? কখনই না। নাথ! তোমার প্রতি আশা এক্ষণে অস্তাচলে গিয়েছে, উদয়ের আশা নাই। প্রাণেশ! তোমার সেই চির প্রভাময় প্রেমজ্যোতি আমার অন্তরে সমভাবে উদিত রয়েছে, নির্ব্বাণ হয় নাই, হইবেও না। (দীর্ঘনিশ্বাস) পিশাচ কুলটাগণ কেমন ক'রে এ দীপ নির্ব্বাণ করে? অনেকে আবার প্রবল বিরহানল সহ্য কত্তে না পেরে স্বচ্ছন্দে অপরের প্রণয়িণী হয়, অপরকে স্বামী ব'লে সম্বোধন করে। তাদের প্রণয়মুল তুল্‌তে কি হৃদয় ছিঁড়ে যায় না? এক বিন্দু রক্তও পড়ে না? নাথ! এ হৃদয়-চিত্রপটে যে প্রেমপ্রতিমা চিত্রিত রয়েছে, এ কি কখন মুছতে পারবো? (দীর্ঘনিশ্বাস) উঃ—

দাসীর পুনঃ প্রবেশ।

দাসী। চারু! পিতা তোমায় শীঘ্র ডাকচেন।

চারু। নিরুত্তরে নীরবে রোদন।

দাসী। ওকি! কাঁদ্‌চ যে?

চারু। না, পিতা ডাকুচেন,—চল্‌ যাই।

(প্রস্থান।)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

পুষ্পকাননের মধ্যবর্ত্তী গৃহ।

গিরিবালার উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ।

গিরি। আজ দুমাস হ'লো যে বিষ পান ক'রেছি, তাতে কেবল মন জর্জ্জরিত হ'চ্চে, কৈ প্রাণ তো বেরুচ্চে না, অথচ এর তেজে একেবারে জীবন নষ্টও হয় না, জীয়ন্তই দগ্ধ হতে হয়। উঃ—আর তো যন্ত্রণা সহ্য হয় না, এখন কি করি, ছলনা ক'রে মনের ভাব এতদিন চেপে রেখেছিলাম, চারুর আনন্দে আপনাকে আনন্দিত দেখাতেম, আবার চারুর দুঃখে, কত কষ্টে সান্ত্বনা কত্তেম, ব'লতে কি এতদিন বহুরূপী হ'য়েছিলাম। এই সংসার নাট্যশালায় প্রতিমুহূর্ত্তেই কত বেশ পরিবর্ত্তন ক'রেছি। (দীর্ঘনিশ্বাস) এখন আমার সমস্ত কল্পিত বেশের শেষ হ'য়েছে, পূর্ব্বের স্বাভাবিক প্রফুল্ল বেশও হারিয়েছি, মলিন বিষণ্ণ বেশ.

বেশ এখনকার আভরণ। চারুশীলা! ভগ্নীর এ নুতন আভরণ দেখে তুমি কি মনে করবে? আমাকে জিজ্ঞাসা করলে পর আমি কি উত্তর দিব? তুমি কি অনুসন্ধান ক'রে এর কারণ বুঝতে পারবে না, তখন কি আমি ব'লবো যে, এ পিশাচী তোমাকে ভাল বাসে? তোমার মঙ্গল কামনা করে? বোন্! তুমি বিশ্বাস ক'রে আমাকে মনের গুপ্তদ্বার পর্য্যন্তও খুলে দিয়েছো, তুমি প্রিয়ভগ্নীর মত কায করেছো, তোমাকে দূষি না, কিন্তু তাতে হিংসকীর হিংসানল ক্রমেই প্রজ্বলিত হ'য়েছে, তোমার মুখের গ্রাস কাড়িতে উদ্যত হ'য়েছি। আমার পাপের অবধি নাই, উদ্ধারের প্রায়শ্চিত্তও নাই, কেবল এই দুঃসহ অনুতাপই তাহার একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত, তবে কি আমি চিরজীবন অনুতাপের ভাগী হবো? সুধু অনুতাপ নয়, চারু আমার চক্ষের শেল হবে। (কিঞ্চিৎপরে) উঃ—পূর্ব্বের কথা সব স্মরণ হলে এখনও হৃদ্‌কম্প হয়, একদিনের ছবি দেখাই এই ভয়ানক বিকারের মুল। জগদীশ্বর যদি আমাকে অন্ধ কত্তেন, তা হলে এ সকল কিছুই জান্‌তে হ'তো না। পণ্ডিতেরা সকলেই চক্ষু সার বস্তু বলে মানেন, কিন্তু আমি তা মান্‌বো না, যে চক্ষু আমার মনে হিংসাবীজ রোপণ ক'রেছে এবং যে চক্ষু এই ভাবী ভগ্নীবিচ্ছেদের কারণ হ'য়েছে, সে চক্ষুতে আমার কিছুমাত্র স্পৃহা নাই, আমার তেজ্য। এখন আর বৃথা ভাবনায় ফল কি? একে তো অসময়ে অজ্ঞাতে বাটী থেকে বেরিয়েছি; চাই কি চারুশীলা এ পর্য্যন্তও অনুসন্ধান কত্তে পারে, তবে শীঘ্রই একটী উপায় করা উচিত, কেন—আবার উপায় কি? উঃ—সংসারের কি আশ্চর্য্য মায়া! এখনো জীবন-আশা

আমার মনকে আকর্ষণ কচ্চে, অন্য উপায় মনে হচ্চে। "গিরি বিরত হও," (পশ্চাৎ অবলোকন করিয়া) "গিরি বিরত হও, ঘরে যাও," এ কে বল্লেন—কেন বল্লেন? কৈ কাউকে তো দেখ্‌তে পাচ্চিনে,—না ও আমার ভ্রম হ'য়েছে, এখানে তো অন্য কেহ আস্‌তে পারে না, এ আমার ভগ্নীর বিহারকানন, তিনি ছাড়া আর কেহ এ স্থলে আসতে পারে না, তবে কি ও দৈববাণী? ঐ কথা বিশ্বাস করে তাঁকে ভুলে যাব, তাও তো সহজ নয়, এই যে সম্মুখে তাঁকে দেখ্‌তে পাচ্চি, ভুলিবার যদি কোন ঔষধ থাক্‌তো, তবে এ কথা শুনিতাম। আপনি আপনাকে ভুলিতে পারি, কিন্তু সে শ্রীচরণ ভুলিবার নয়, (ক্ষণ বিলম্বে) আর না,—এ শূন্যহৃদয় এই দুঃখময় পাপদেহ বহনে আর প্রয়োজন নাই। উষে! তুমি প্রতিনিয়ত এই অখণ্ড জগতের প্রত্যেক ঘটনা দর্শন করিতেছ, তুমি রাজসভায় ধর্ম্মের সাক্ষী, দস্যুর আশ্রমে অধর্ম্মের সাক্ষী, প্রণয়ী হৃদয়ে প্রণয়ের সাক্ষী। ভগবতি! এই গৃহে আজ অভাগির দুঃখেরও সাক্ষী হও। আঃ—যে গৃহ প্রতিদিন আমাদের মিষ্ট আলাপে পুলকে পূর্ণিত হইত, আজ এ হতভাগিনীর অন্তর্ভেদী বিলাপে বিষাদে বিদীর্ণ হইতেছে। অন্যদিন যে বস্তু দর্শনে হৃদয় আনন্দে ভাসিত, আজও সেই বস্তু সেই স্থানে সেই ভাবে অবস্থিত রহিয়াছে। অথচ তাহাতে সে প্রফুল্লভাব নাই, সমুদায়ই যেন চিতার অঙ্গারের ন্যায় তামস বর্ণ; মনোহর উপকরণে সুসজ্জিত এই বিলাস গৃহও যেন বধ্যভূমির ন্যায় বোধ হইতেছে। উদ্যানও যেন শ্মশান তুল্য জ্ঞান হইতেছে।—অসময়ে উল্কাপাত!—অমঙ্গল শিবাধ্বনি! প্রকৃতি! স্থির

হও, আর তোমার ঐ ভীষণমূর্ত্তি দেখিতে পারি না। (অবনত বদনে উপবেশন)

গীত।

রাগিণী পাহাড়ি—তাল আড়া ঠেকা।

সুখ-আশা ভালবাসা, সকলি ফুরা'ল গো।
প্রাণ দিয়ে প্রেমব্রত উদ্‌যাপিতে হো'ল গো ॥
অনল-ভূধর-সম, হৃদয়-গহ্বর মম,
বিষম-প্রেম-আগুন, গোপনে আছিল গো ॥
দুরন্ত প্রতাপে তার, হৃদি হো'ল ছার খার,
লুকায়ে সে প্রেম আর, কি হইবে ব'ল গো ॥

আর না ;—যতদূর হবার হয়েছে, আর গোপনে আবশ্যক নাই, বিষাক্ত হৃদয়ের বিষাক্ত আশার নিঃশেষই এক্ষণে আবশ্যক। যে জীবনের প্রত্যেক নিশ্বাসই পাপে পূর্ণ, বিষে জর্জ্জরিত, সে জীবনে আকাঙ্ক্ষা ?

হৃদয় প্রস্তুত হও,—তোমার কার্য্যের অনুরূপ পুরস্কার গ্রহণে প্রস্তুত হও। (উত্থান,—সম্মুখে লিখিবার উপকরণ দেখিয়া চিন্তিত ভাবে) সম্মুখে প্রকাশের উপকরণ দেখ্‌চি, এক্ষণে পাপ প্রকাশ করিয়া হৃদয়ের জ্বালা কথঞ্চিৎ শান্তি করি। (লিখিবার উপকরণ গ্রহণপূর্ব্বক) এখন কি লিখি, যেরূপে মনাকর্ষণ, চিত্ত-বিকার, ও স্বাধীনতা হরণ সেই সকল কি আনুপূর্ব্বিক লিখ্‌বো ?

না,—তা হ'লে ভগ্নির আত্মগ্লানি উপস্থিত হবে!—"কেন তিনি এই নারীরূপিণী পিশাচিনীকে ভাল বাস্‌তেন? মনের কিছুই গোপন রাখ্‌তেন না?" এইরূপে আপনাকে অনেক ধিক্কার দেবেন! আর যে শ্রদ্ধা হারাবার ভয়ে প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত হ'য়েছি, লেখনী দোষে কেন এখন সে শ্রদ্ধা হারাই? আমার প্রতি তার যেরূপ অকপট স্নেহ আছে, তাই থাক্, আর পাপ প্রকাশে আবশ্যক নাই। (কিঞ্চিৎ পরে) কি! মৃত্যুর পূর্ব্বক্ষণেও কপটতা, হিংসা, লোভ, বিশ্বাসঘাতকতা?—পাপ করিয়া আবার প্রতারণা!—না, প্রতারণায় আর ফল নাই!—

(পত্র লিখনানন্তর সজলনয়নে পাঠ)

প্রাণাধিকা শ্রীমতী চারুশীলা

সহৃদয়ে!——

তোমার কি স্মরণ হবে? অনেক দিনের কথা! শান্তি-হরণ, বাল্যানন্দ-বিশুদ্ধ আমোদ ত্যাগ প্রভৃতি যদি স্মরণ হয়, তবে ইহাও স্মরণ হইতে পারে। বোন্! যে দিন তুমি একমনে আপনার ঘরে ব'সে কোন পূজনীয় ব্যক্তির ছবি দর্শন কর, আমি প্রথমে অন্তরাল হ'তে, পরে সাক্ষাতে তাঁহার আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ করি,—নিরীক্ষণ কেন, এক-বারে চিত্তপটে অবিকল চিত্রিত করি,——কেন?—উত্তর,

কে যেন অস্পষ্ট স্বরে বলিল, "গিরি ভাল বাস" আমি ভাল বাসলেম। ভালবাসার চিহ্ন স্বরূপ তাঁহার চরণে আমার মন প্রাণ সমর্পণ ক'ল্লেম; কিন্তু পরক্ষণেই তাঁহার পরিচয় পাইলাম, তিনি তোমারই চিত্তচোর। ভাই! সেই মহাপুরুষ যখন তোমার ভালবাসার পাত্র, তখন আমার বাসিতে দোষ কি? তোমার কোন জিনিষে আমার অনাদর আছে, কিন্তু এখন জানিতে পারিয়াছি, মন দিয়া ভাল কাজ করি নাই। মন-হারা স্ত্রীলোকের অনেক পাপ কর্ম্মে মতি যায়, তুমি মন হারাইয়াছ, ও হারাণ নয়, বিনিময় হইয়াছে। বোন্! লিখিতে লজ্জা পাই, ফিরাইতে না পারিয়া আমারও বিনিময়ের ইচ্ছা হইত, সে ইচ্ছা তো ভাল নয়, তাতে লোভ, হিংসা, বিদ্বেষ, অল্প দিনেই যোগ দিতে পারে। যার অমায়িকতাগুণে চিরজীবন রাজভোগে ছিলাম, যে আজন্ম বিশ্বাসী বলিয়া জানে, যে সহোদরা ভিন্ন অন্যভাব মনে মুহূর্ত্তের জন্য স্থান দেয় নাই, তার সুখ-পথের কণ্টক হবো, নিতান্ত অসহ্য! বোন্! তুমি প্রাণের অধিক, তোমার কথার দোসর আজ তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিল, পরিতাপ ক'রো না, অকারণে দুঃখও ক'রো না। আশীর্ব্বাদ করি তোমার আশা শীঘ্র পূর্ণ হোক, তুমি স্বামি

সোহাগিনী হয়ে মনের সুখে কালযাপন কর। আর একটী কথা "মৃত্যু!" "পাপের প্রায়শ্চিত্ত" আমার অসহ্য নয়, তোমার মনকষ্টই আমার অসহ্য, প্রার্থনা করি, নিজগুণে উহা হ'তে বিরত থাকিবে। ইতি

শুভাকাঙ্ক্ষিণী—

শ্রীমতী গিরিবালা।

(পত্র হস্তে) আর বিলম্ব কেন, দুষ্কর্ম্মের প্রায়শ্চিত্ত এখনি সম্পন্ন করি। (গাত্রোত্থান ও গলদেশে রজ্জু প্রদান)

চারুশীলার প্রবেশ।

চারু। কেন এমন হলো, কোথায় গেলো, আমি তো সব জায়গার সঙ্গী, আমাকে না বলে কোথায় তো যায় না, চারিদিকেই শত্রুমণ্ডলী, মনে কত ভয় হচ্চে। কৈ এ ঘরে কেউ——(গিরিবালার মৃত দেহ ঝুলান দেখিয়া সত্রাসে) একি! ও মা এমন কেন! চোক যে কপালে উঠেছে, মুখ যেন জবাফুল, একেবারে——(সজোরে পতন) হা আমার অদৃষ্ট! বিনা মেঘে বজ্রাঘাত, প্রাণসম প্রিয়ভগ্নির এই অবস্থা—উদ্বন্ধন—উদ্বন্ধনে মৃত্যু!—মায়া দয়া পরিত্যাগ করে পলায়ন! হায়! অভাগিনীর পোড়া কপালের দোষ। হা প্রিয়ভমে প্রাণপ্রতিমে! আজ তোমার কি এই কাজ? এই জন্যে কি আমায় না বলে এখানে এসেছিলে? বোন্! কেমন ক'রে এত ভালবাসা

ভুলে গেলে? আমার প্রাণ যে কেমন কচ্চে, একবার কথা কয়ে প্রাণ বাঁচাও, হৃদয় যে বিদীর্ণ হয়, আর যে বাঁচি না। গিরি! আমি তো তোমার সকল সময়ের সঙ্গী, আমা ছাড়া তো তুমি এক দণ্ড প্রাণ ধারণ কত্তে পার না। আজ তোমার একি কাজ! জন্মের মত একেবারে ফেলে গেলে? ভালমন্দ একবার জিজ্ঞাসাও কল্লে না? আর আমি কার পানে চাব? কারে আর দিদি বলে ডাক্‌বো, আমায় আর কে প্রাণের মত ভাল বাস্‌বে? আঃ—এত দিনের পর আমার সকল সুখ নির্ম্মূল হলো? হায়! আমার প্রাণ যে কেমন কচ্চে, বেরিয়েও বেরুচ্ছে না। রে কঠিন প্রাণ! তুই কেন আর এ অভাগিনীর শরীরে রয়েছিস? তোরে আর আমি চাহি না, এখনি বহির্গত হ। চক্ষু! তোরেও আর প্রয়োজন নাই? প্রিয়তমা ভগ্নী আমায় পরিত্যাগ করেছে, এখন আর তুই কারে দেখে তৃপ্তি লাভ কর্‌বি? কর্ণ! তুমিই বা আর কার কথা শুন্‌বে? আর তো শোন্‌বার কিছু মধুর কথা নাই, শীঘ্র বধির হও। নাসিকা! অভাগিনী আর তোরে চায় না। সৌরভ, আর তো আমার কাছে সৌরভই ব'লে বোধ হয় না। হায়! আর আমার বেঁচে থেকে ফল কি? যে ভগ্নী আমায় প্রাণের চেয়েও ভাল বাস্‌তো যে ভগ্নি আমার সুখে, সুখ, দুঃখে, দুঃখ বোধ কর্ত্তো, যে ভগ্নির এই অভাগিনীগত প্রাণ ছিল, সেই ভগ্নীবৎসলা প্রিয়-তমা ভগ্নী আমায় ছেড়ে গেছে, আমি আর কি সুখে বেঁচে থাকি। ভগ্নি! কেন আজ আমায় দেখে আনন্দ প্রকাশ কচ্চোনা, কেন আমায় এখনো সম্ভাষণ না করে রয়েছো, হায়! আমার প্রাণ যে কেবল কেঁদে কেঁদে উঠছে। ভগ্নি! এত ভাল-

বাসা কেমন করে একদিনে ঘুচে গেল, হায়! এখনো তো আমার প্রাণ বেরুলো না, এখনো আমি এই মায়াময় সংসার থেকে বিদায় হোয়ে সেই ভগ্নীবৎসলা সরলা ভগ্নীর সঙ্গী হতে পেলেম না, আমার বুক যে ফেটে যাচ্চে। রে চক্ষু! কেমন করে এখনো ভগ্নির রক্তহীন নিরানন্দ মুর্ত্তি দেখ্‌ছিস, এখনো অন্ধ হ'লিনে, হা বজ্র! তুমি কত সময় কত শত প্রাণীকে করালকবলে পাঠিয়েছো। মৃত্যু! অভাগিনীকে কেন এখনো জীবিত রেখেছ? কত সময় কত জননীর হৃদয় রঞ্জন পুত্র হরণ করে, তাদের কোল শূন্য করেছো, কত সিমন্তিনীর জীবনপতিকে হরণ করে, মণি-বিরহিতা ফণিনীর ন্যায়, নিশাবস্থার চক্রবাক চক্রবাকীর ন্যায়, তাদের শোক সাগরে ভাসিয়েছো, তবে কেন আমায় নিতে এখনো বঞ্চিত হচ্চো, হায়! বুঝিলাম, মনুষ্যের বিপদ-কালে কেহ আর আপনার থাকে না। (ঊর্দ্ধে দৃষ্টি নিক্ষেপ) কি! আমার প্রিয়ভগ্নীর এই দশা! উদ্বন্ধনে মৃত্যু। গিরিবালা নাই,—অভাগিনী জীবিত রহিয়াছে? প্রিয়ভগ্নী গিরিবালা নাই? ভগ্নি! তোমার সকল সময়ের সঙ্গিনী এ হতভাগি-নীকে ফেলিয়া একা তুমি কোথায় যাইবে? তুমি যেখানে, অভাগিনীও সেখানে। তোমার স্নেহের ধন, আদরের ধন, তোমাকে ফেলিয়া কখনই থাকিতে পারিবে না। (উত্থান,—আবেগে স্খলিত পদে পতন এবং মূর্চ্ছা।)

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

পাহাড়ের নিম্নভাগ।

চম্পকারণ্য।

শশিভূষণ ও নসিরামের প্রবেশ।

শশী। এই তো চম্পকারণ্যে উপস্থিত হ'লেম। (অদূরে বট বৃক্ষ নিরীক্ষণ করিয়া) খুড় আমাদের ঐ বট বৃক্ষের তলায় অপেক্ষা ক'ত্তে বলেছে। তা চল আমরা ঐ গাছের তলায় গিয়ে বসি। উঃ!—কখন পথ চলা অভ্যাস নাই, তাতে এই ভয়ানক রৌদ্র, শরীরটা একেবারে অবশ হ'য়ে পড়েছে, (উপবেশনানন্তর) আহা! এই স্থানটী কি মনোহর, সুশীতল বায়ু-হিল্লোলে শরীরটা কেমন স্নিগ্ধ বোধ হচ্চে, এতটা পরিশ্রম, এতটা পথ হাঁটা, এই স্থানে এসে যেন আর কিছুই মনে নাই।

নসি। এই সকল স্থানে যদি শ্রান্তি দূর না হবে, তবে পথিকেরা কেন রোদের সময় ছুটো ছুটি এসে আশ্রয় নেয়।

শশী। আজ একটি মনুষ্যেরও সমাগম নাই, রৌদ্রের কিরণও ক্রমে শিথিল হ'য়ে আসূছে। এখন আশাটা সুসিদ্ধ হলেই সব দিক বজায় থাকে।

নসি। মানুষের আসা দূরে থাক্, আজ যমের ও অধিকার নাই আর যখন খুড়ো অধ্যক্ষ হয়েছে, তখন সুসিদ্ধ তো অল্পের কথা তা হ'তে অধিক কিছু না হলেই মঙ্গল।

শশী। খুড়োর বুদ্ধির দৌড় কতদূর, তা এইবার জানা যাবে।

নসি। তাকি বাকি আছে?

শশী। জানি বটে, কিন্তু ভাই বুঝে দেখ দেখি, এতো সামান্য কর্ম্ম নয় যে, মনে কল্লেই হবে। এবার জয়ী হ'লে খুড়োকে দিগ্‌বিজয়ী খেতাব দেব।

নসি। খুড়ো না পারে হেন কর্ম্ম আছে? শুন্‌বে, সে দিন ওর ভায়ের শ্বশুর বাড়ী একটা কর্ম্ম উপস্থিত হয়, ভায়ের অসুখ বলে খুড়োকে নিমন্ত্রণে পাঠায়, আর বলে দেয় যে, কুটুম্ব স্থলে আবাল তাবাল কতকগুলো বকো না—ফ্যাল ফ্যাল ক'রে চেয়ে থেকো না—আর সব কথার উত্তর দিও না, তাদের পাঁচ কথায় কেবল হা, না, দে যেও। ও তো ঠিক তাই ক'রে সেখানে একেবারে হুলুস্থূল বাধিয়ে দিয়েছিল।

শশী। হুলুস্থূল আবার কি রকম?

নসি। সেখানে গেলে পর তারা সকলে ভাল ক'রে যত্ন আয়ত্তি ক'রে বোসিয়ে যখন বাড়ীর খবর জিজ্ঞাসা কর্‌লে ও তো এক দুই ক'রে গুণে পাঁচটা হ'লো দেখে একবার হা একবার না কেবল এই দুটি কথা ব'লে মাথা হেট ক'রে গালে হাত দিয়ে ব'সে আছে, এমন সময়ে এক জন বাড়ীর লোক জিজ্ঞাসা কর্‌লেন, কতক্ষণ আসা হ'য়েছে? আর কে এসেছেন? বাড়ীর সব মঙ্গল? জামাই বাবুর আসা হ'লো না কেন?

তাঁর কোন অসুখ হ'য়েছে না কি ? খুড়ো পাঁচ কথা হ'লো দেখে বল্লেন (হাঁ)।

শশী। (হাস্য করিয়া) তার পর ! তার পর !

নসি। তার পর তিনি ব্যস্ত হয়ে আবার জিজ্ঞাসা কল্লেন, কত দিন অসুখ হ'য়েছে ? বিয়ারাম কি অত্যন্ত কঠিন ? আজ কেমন আছেন ? কোন ভয় তো নাই ? রক্ষা তো পাবেন ? আবার পাঁচ হ'লো গুণে বল্লেন (না) এই দুই হাঁ, না, শুনে তারা তো সেখানে কেঁদে মরুক ও তো আস্তে আস্তে বাড়ী প্রস্থান, এখানে আস্‌তে না আস্‌তে ওর মা জিজ্ঞাসা কল্লেন কেমন, সেখানে সব ভাল আছে তো।

শশী। হেতায় আবার পাঁচ কথা গুণলে না কি ?

নসি। না এখানে আর সেটা করিনি বটে কিন্তু বল্লেন হাঁ সকলে ভাল আছেন কেবল বৌ মা রাঁড় হয়েছে। ওর মাতো সে কেলে মেয়ে মানুষ বোকা হাবা, ওমনি কি হ'লো কি হ'লো বলে কেঁদে উঠ্‌লো। ওর ভাই শুনে হাসতে হাস্‌তে বল্লেন আমি বেঁচে থাক্‌তে কি তোমার বৌ রাঁড় হয়। ওর মা বল্লেন তুই বেঁচে থাক্‌তে কি কারুর রাঁড় হ'তে নাই ? এই যে আমার কমলিনী বিনোদিনীর দশা এমন হ'লো কেন ; তাদের কপাল পুড়ে গেল কেন—হাতের খাড়ু গেল কেন ; একাদশীর জ্বালা সয় কেন ?

(উভয়ের হাস্য।)

শশী। তা দেখা যাক্‌ এবার আমার অদৃষ্ট আর খুড়োর হাত যশ।

নসি। সে ভাব্‌না আর ভাব্‌তে হবে না কিন্তু কাজ কর্‌লে যেন দক্ষিণেটা মনে থাকে।

শশী। সে অমূল্য রত্ন যদি তোমাদের দ্বারায় লাভ ক'ত্তে পারি, টাকা তো টাকা, জন্মাবধি তোমাদের নিকট কেনা হ'য়ে থাক্‌বো।

নসি। ওটা ত মনগড়া কথা সকলেই বলে থাকে, শেষে কার্য্য উদ্ধারের পর অষ্টরম্ভা।

শশী। না এবার যা বলেছি, তার আর অন্যথা হবে না, কিন্তু আমার মনে কেমন ভয় হচ্চে। হ্যাঁ ভাই! আমার আশা কি সফল হবে? আহা চারু! তোমার চাঁদমুখ কি আর দেখ্‌তে পাব? সুন্দরি! তুমি আমার হ'লে আমি আর কিছুই চাহি না। তোমার জন্যে যদি অন্য রাজ্যে—— অন্য রাজ্যে কেন? আমার রাজ্য না পাওয়ায় কে না দুঃখিত হয়েছে? আমি যারে আজ্ঞা কর্‌বো, সেই আমার পক্ষ হয়ে যুদ্ধ কর্‌বে। বিশেষ ভীমসেন দস্যুরাজকে আজ কাল সকলেই ভয় করে। সে যখন আমার পক্ষ, তখন শশীভূষণ আর কারে ভয় করে? চারু! তুমি আমার প্রণয়িনী হ'লে আমি পিতৃরাজ্য নিতে ক্ষণবিলম্ব কর্‌বো না, কাহারও বাধা মান্‌বো না, এমন কি প্রতিজ্ঞা কর্‌ছি, তোমাকে কাঞ্চনসিংহাসনের পাটেশ্বরী না করে আমি কখনই ক্ষান্ত হব না। শত শত দাসী তোমার আজ্ঞা পালনার্থে নিয়োজিত হবে, আমিও তোমার চিরদাস হবো। সুন্দরি! তোমার কোমলাঙ্গ সাজাব বলে কত রত্নহার, কত সুবর্ণ অলঙ্কার, কত মণি-মাণিক্য যত্ন করে রেখেছি। তুমি যেরূপ রূপবতী, এই যৌবন সময়ে কি পিতৃবাস তোমার শোভা

পায়? প্রিয়ে! অমূল্যরত্ন রাজমুকুটেই শোভা পাইয়া থাকে, খনি মণির আদর কি জানিবে? বিনা শশধরে তামসী যামিনীতে যেমন এই প্রকাণ্ড পৃথিবীও শূন্যময় বলিয়া বোধ হয়, সেইরূপ তোমা বিহনে এই প্রকাণ্ড রাজপুরীও শূন্যময় বলিয়া বোধ হচ্চে। শুধু রাজপুরী নয়, তোমা বিনে সকলিই শূন্য, গৃহ শূন্য, মনও শূন্য, যে দিকে চাই, সব শূন্য। (প্রকাশ্যে) হ্যাঁ ভাই! তুমি তো চারুকে দেখেছো, বল দেখি, তার মত রূপবতী কামিনী কি কখনো জন্মেছে?

নসি। তার রূপের কথা আর বলব কি, যেন দ্বিতীয় রতি।

শশী। ভাই, বল্‌তে গেলে আমার প্রণয়িনী হওয়া তারও ভাগ্য বল্‌তে হবে। কি রূপে, কি গুণে, আমিও নিতান্ত হীন নহি।

নসি। (স্বগতঃ) এ রত্ন তোমার হলে পেঁচার গলায় সোণার হার হয়। চারু যদি যোগ্য পাত্রে পড়ে, ভিক্ষা করে খায়, সেও ভাল, তবু তার এ সম্পদে কাজ নাই। স্বামী বর্ত্তমানে তারে দিবা নিশি বৈধব্য যন্ত্রণা সইতে হবে। আমরা পেটের জ্বালায় এ কাজ কচ্চি বই ত নয়। (প্রকাশ্যে) তা আর বল্‌তে, তুমিও আমাদের দ্বিতীয় মদন। (সচকিতে) কার যেন গলা শুনা যাচ্চে।

শশী। (অপরিস্ফুটস্বরে) হাঁ হাঁ তাই তো, বোধ হয়, ঋষিরা সন্ধ্যার আগে ইতস্ততঃ ভ্রমণে বেরিয়েছেন। তা ভাই! এস, আমরা এখন এই গাছের অন্তরালে লুকুই। ঐ শুন কথা পূর্ব্বাপেক্ষা আরো নিকটতর বোধ হচ্চে, ওঁরা দেখ্‌ছি, এই দিকেই আস্‌ছেন।

নেপথ্যে———

আহা! কষ্ট তো হতেই পারে, বড় মানুষের মেয়ে, কখন ঘরের বার হওয়া অভ্যাস নাই, তাতে এই দুর্গম পথ, বাছা! আমি তো তোমায় তখনি বলেছিলেম যে, তুমি ছেলে মানুষ, কেমন করে এত পথ হেঁটে যাবে? তোমার নাকি মায়ার শরীর, কোন মতে শুন্‌লে না।

নেপথ্যে———(করুণ স্বরে)

হ্যাঁ গা আর কত দূরে তাঁরা আছেন? এ যে সম্মুখে বন দেখ্‌ছি, এ আমায় কোথায় আন্‌লে? আমার মন এমন কচ্চে কেন? কৈ আমার আগেকার মত তো আহ্লাদ হচ্চে না? ওগো আমার মাথা খাও, বল না, সত্যি তাঁরা কোথায় আছেন?

শশী। না, আর লুকাবার আবশ্যক নাই, এ যে স্ত্রীলোকের কণ্ঠস্বর দেখ্‌ছি, আমি যার জন্য এত অস্থির হচ্ছিলাম, এ যে সেই সুন্দরীর মধুর স্বর (স্বগত) মন স্থির হও, তোমার আশা-লতা নিকটেই এসেছে।

নেপথ্যে———

বাছা! তুমি আমার সঙ্গে যাচ্চ, তোমার ভয় কি? তারা নিকটেই আছেন।

নেপথ্যে———

বেলা যে ক্রমে অবসান হলো, আমি কখন ঘরে ফিরে যাবো? কাউকে যে না বলে এসেছি, সকলেই যে আমার জন্যে ভাবৃছেন। (ক্রন্দন)

শশী। "ঘরে ফিরে যাবে" তার জন্যে আর চিন্তা কি? তুমি আমার মাথার মণি, আমি মাথায় করে তোমায় রেখে

আস্‌বো। "সকলে ভাবছে" আমি তোমার জন্য যত ভাব্‌ছি, তার শতাংশের একাংশ কি কেউ ভাব্‌ছে?

নসি। এখন তো তোমার দিগ্বিজয়ী এসেছে, এ দিগ্বিজয়ী যে কি না পারে, তা বল্‌তে পারিনে। না জানি কি কৌশলেই এরে এনেছে।

নেপথ্যে——

কেঁদ না,—ভয় কি, আমি তোমায় এখনি বাড়ী রেখে আস্‌বো।

নেপথ্যে——

আমি আর চল্‌তে পারিনে, ও গো! তুমি আমায় বাড়ীতে রেখে এসো, আমি তোমায় আমার ভাল কাপড় খানা দেবো।

নসি। (স্বগতঃ) আহা! সরলা কি না, ভাল কাপড়খানা দেবো। খুড়ো কি তোমার ভাল কাপড় চান? ও যে তোমার সর্ব্বনাশ কর্ত্তে বসেছে, তা তো জান না। এ কি স্ত্রীবেশ যে, বাঃ—চেন্‌বার যো নেই, কে বল্‌বে যে এ স্ত্রী লোক নয়।

চারু ও ভিখারিণীবেশে গিরিজাভূষণের প্রবেশ

অতঃপর ভিখারিণীর অন্তর্ধান।

চারু। এ কি! আমি কোথায় এলেম। এ যে সেই দুরাচার দেখ্‌ছি। কি সর্ব্বনাশ! আমি অজ্ঞান পতঙ্গের ন্যায় প্রদীপ্ত হুতাসনে নিক্ষিপ্ত হলেম। কৈ আমার পূজনীয় শ্বশুর পূজনীয়া শাশুড়ী কোথায়? সকলিই কি মিথ্যা? (পশ্চাৎ অব-

লোকন করিয়া) ভিখারিণীও যে নাই। পাপীয়সী কি আমাকে এই কর্‌বে বলে, এখানে আন্‌লে ? (ক্রন্দন) রে দুশ্চরিত্রে! তোর এ পাপের কি কখন ক্ষয় হবে ? তুই সামান্য ধনলোভে এক জন অবলাকে বধ কল্লি ? হায়! দুরাচারের পাপবাক্য এখনি যে আমার হৃদয়ে শেল সম বিদ্ধ হবে, মস্তকে অশনি সম আঘাত কর্‌বে। হায়! এরূপ অসহ্য পাপ বাক্য শোন্‌বার পূর্ব্বে যদি আমার মৃত্যু হয়, সেও ভাল, সেও আমার এ সময়ে কমণীয়। তবে একমাত্র দুঃখ যে মরবার সময় প্রাণনাথের শ্রীচরণ দেখ্‌তে পাবো না। হায়! সেই দুর্লভ চরণ দর্শন কি এ অভাগিনীর অদৃষ্টে আছে ? হা নাথ! তুমি এখন কোথায় ? পিতঃ! তুমি এত স্নেহ এত মমতা ক'রে যে এতদিন পর্য্যন্ত আমাকে লালন পালন কল্লে তার আমি কি কর্‌লেম, পিতঃ! তোমার নিকট যে আমি ঋণি আছি, আজন্মকাল পর্য্যন্ত দাসী-বৃত্তি কর্‌লেও পরিশোধ হবে না, হায়! আমি যে পাঁচ বৎসর না হ'তেই মাতৃহীনা হয়েছি, পিতঃ! কেবল তোমারি স্নেহে সে দুঃখও দুঃখ মনে করিনে, পিতঃ! আমি অতি কৃতঘ্ন আমাকে বিস্মৃত হও। বোন্ গিরিবালা! তুমি যদি বেঁচে থাক্‌তে তা হ'লে আমার নিরুদ্দেশে না জানি কতই দুঃখিতা হ'তে, কতই হা হতোহস্মি করিয়া আর্ত্তনাদ কর্ত্তে কিন্তু—

শশী। প্রিয়ে! তোমার দর্শনে আমি সাতিশয় সন্তুষ্ট হয়েছি, মন যে কি পর্য্যন্ত আহ্লাদে নৃত্য কর্‌ছে তা ব'ল্‌তে পারি নে। সুন্দরি! অবগুণ্ঠন উন্মোচন কর, পূর্ণচন্দ্রে কি মেঘাবরণ শোভা পায়।

চারু। (সরিয়া গিয়া) চণ্ডালস্পর্শ! শেষে কি অদৃষ্টে

এই হবে? হে দীননাথ! হে প্রভাকর! অধিনীর প্রতি সদয় হও. চিন্তাদেবী, দুরাচার সদাগর কর্ত্তৃক অপহৃতা হ'লে তুমি সতিত্ব রক্ষার্থে তাঁরে ব্যাধিগ্রস্ত করেছিলে—দেব! এইবারও সেইরূপ এ দুঃখিনীর চিরসঞ্চিত ধন রক্ষা কর। (ক্রন্দন)

শশী। একি? রোদন? প্রিয়ে! প্রফুল্ল কমল কি দূষিত হিমজলে অভিষিক্ত হবে? ক্ষান্ত হও, তোমার দর্শনে আমার যে আশানল প্রজ্জ্বলিত হ'য়েছিল, তাহা কি ঐ পাপ নয়নজলে নির্ব্বাপন করা উপযুক্ত? অনুমতি কর, এ অধম তোমার ঐ নয়নজল মার্জ্জন করুক।

চারু। নরাধম! স্পর্শ করিস না।

শশী। ভৃত্য কি কখনো প্রভুর আজ্ঞা অবহেলা করিতে পারে! বিনা অনুমতিতে কখনই স্পর্শ করিব না, কিন্তু এ দেহ জীবন যাহার ধন, আমি তাহার পদেই তাহা অর্পণ করিলাম, ইচ্ছা হয় গ্রহণ কর, বা দূরে নিক্ষেপ কর। (চারুশীলার পদ-ধারণে উদ্যোগ চারুশীলার দূরে অপসরণ।)

(গিরিজাভূষণের প্রবেশ।)

গিরিজা। একি চন্দ্রের চন্দ্রিকা কি নিবিড় অরণ্যে!

নসি। যেখানে চন্দ্র সেই থানেই চন্দ্রিকা। চন্দ্র রাজ-পুরী হ'তেও দৃশ্য হইয়া থাকেন, নিবিড় অরণ্যমধ্য হ'তেও দেখা গিয়া থাকে। যেখান হইতেই কেন দেখা যাউক না, চন্দ্রিকা সঙ্গে সঙ্গেই থাকে।

গিরিজা। (চারুর ও শশীর প্রতি দৃষ্টি করিয়া) একি সন্ধ্যা না হ'তেই যেন মেঘের উদয় দেখ্‌চি?

নসি। এ সময় অমন অকল্যাণকর কথা কইওনা।

(নেপথ্যে) যৌধায়ন! শীঘ্র শীঘ্র চল সন্ধ্যা হ'য়ে এলো।

শশী। খুড়া! দেখ দেখ, কে আস্‌চে দেখ।

গিরিজা। কিঞ্চিৎ অগ্রে গমন করিয়া, পালাও পালাও, ঋষিকুমারেরা সন্ধ্যাকালে স্নান করিবার জন্য এদিকে আস্‌চে।

শশী। এ পথে আস্‌তে উহাদের বারণ কর।

চারু। (উচ্চৈঃস্বরে) হে ঋষিকুমারগণ! রক্ষা কর, এই পাষণ্ডদিগের অত্যাচার হ'তে আমাকে রক্ষা কর।

শশী। ভাল, অচিরাৎই ইহার প্রতিফল পাইবে।

(পলায়ন ও পশ্চাৎ পশ্চাৎ গিরিজাভূষণ ও নসিরামের প্রস্থান।)

ঋষিকুমারদ্বয়ের প্রবেশ।

১ম। একি! স্ত্রীজাতির উপর অত্যাচার?

২য়। সখা! এখনো পাষণ্ডেরা বহুদূর গমন করে নাই, চল, উহাদের এই ঘৃণিত অভিপ্রায়ের সমুচিত প্রতিফল দিয়ে আসি। (গমনোদ্যত)

১ম। (হস্ত ধরিয়া) সখে যৌধায়ন! আর্য্য মিথুনগিরির আজ্ঞা কি ভুলে গেলে? ঐ দেখ সূর্য্যদেব অস্তাচল চূড়াবলম্বী হয়েছেন? তাঁর পূজার সময় উপস্থিত, অতএব চল আমরা শীঘ্র শীঘ্র স্নান করে সন্ধ্যা পূজার আয়োজন করিগে।

২য়। ইহাকে এরূপ অবস্থায় রাখিয়া আমি কোথাও যাইতে পারিব না।

১ম। কেন, উনিও আমাদের সঙ্গে চলুন না, সেখানে তিনি যেরূপ আদেশ কর্ব্বেন, আমরা তাই কর্‌বো? (চারুশীলার

প্রতি) ওগো ! তুমি আমাদের সঙ্গে এসো—তোমার কোন ভয় নাই।

চারু। (স্বগত) এক্ষণে সে ভয় আর নাই।

(ঋষিবালকদ্বয়ের প্রস্থান ও তৎপশ্চাৎ চারুশীলার গমন।)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

মন্ত্র ভবন।

মন্ত্রী হংসকেতন, রাজবন্ধু সতীশচন্দ্র ও দুই জন প্রধান সভাসদ্ আসীন।

মন্ত্রী। "অদৃষ্টের লিখন অখণ্ডনীয়" তখন যদি মহারাজের উপরোধ না রাখ্‌তেম, সে সকল অনুনয় বাক্য বিষবাক্য বোধ কত্তেম, তা হ'লে চরমকালে এই সকল অদৃষ্টজনক ব্যাপার আর দেখ্‌তে হ'তো না। "প্রজাগণের বিলাপধ্বনি," "অবলা-কুল-কামিনীর সতীত্ব নাশ" উঃ! স্বপ্নেও কখন উদয় হয় নাই। (দীর্ঘনিশ্বাস) আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই, নরকেও আমি স্থান পাব না।

সতীশ। সামান্য অগ্নিকণায় যে এরূপ দাবানলের সৃষ্টি হবে, কার মনে ছিল? মহাশয়! বিপদের যতদূর সম্ভাবনা, শত্রুদল যতদূর প্রবল, তা স্পষ্টই প্রতীয়মান হচ্ছে, সহজে যে নিস্তার পাবো, কোন আশা নাই, কিন্তু তাই বলে কি একেবারে হতাশ হওয়া উচিত? "চেষ্টায় কিনা হয় অসাধ্য ও সাধন করা যায়"

মন্ত্রী। চেষ্টায় সকলি হয় সত্য, কিন্তু পৃথ্বীরাজ যখন দস্যু-রাজের সহায় হয়েছেন, তখন আমাদের আর কোন আশাই নাই। লক্ষ সেনার——উঃ! মানবাকারে এরূপ পিশাচাচার কখন দেখা যায় না। "কুর্ম্মনদী-তীরবাসী দুর্দ্দান্ত পাঞ্চালগণ যখন্

উহার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে, পামর নিরুপায় দেখিয়া বৃদ্ধ-রাজের নিকট আশু সাহায্য প্রার্থনা করিলে, আমরা অনতি-বিলম্বে সসৈন্য যুদ্ধযাত্রা করিয়া কত কষ্টে দুর্জ্জয় পাঞ্চালদের পরাভব করেছিলাম, পৃথ্বীনগর শত্রু হস্ত হ'তে উদ্ধার ক'রে-ছিলাম, এখন কি সব ভুলে গেল? না উপকারের এই প্রতি-ফল?"

সতীশ। পৃথ্বীরাজ যে এই নীচ প্রবৃত্তির উত্তেজক কখ-নই বিশ্বাস হয় না।

১ম সভা। তবে কি জনরব সকলি মিথ্যা?

সতীশ। সম্পূর্ণ?

২য় সভা। মহাশয়! যদি জনরব মিথ্যা হয়, তবে রাজ-দূতের এখনো না আসিবার কারণ কি? আর পৃথ্বীরাজই বা কেন এই মিথ্যা অপবাদ সহ্য কচ্চেন? ইহার কি কোন প্রতি-ফল নাই?

মন্ত্রী। আমারো মনে এই নিচ্চে, সন্দেহ অমূলক হ'লে কখনই রাজদূতের এত বিলম্ব হ'তো না।

১ম সভা। ভীমসেনের প্রতি মহারাজের যে প্রকার জাত-ক্রোধ হয়েছে, সন্ধিরও কোন উপায় দেখ্‌ছি না।

সতীশ। কি! শৃগালের নিকট সিংহের সন্ধি প্রার্থনা! সূর্য্য নিস্তেজ হইতে পারে? প্রবল বহ্নিরাশিও শীতল হইয়া যায়? কিন্তু গগণস্পর্শী ক্ষত্রিয়-প্রতাপ কখনই নিস্তেজ হইবার নয়। মহাশয়! সুরম্য কাঞ্চনরাজ্য যদি পশু সমাকীর্ণ বনরাজ্য-রূপ ধারণ করে, অসঙ্খ্য নর-শোণিতে কাঞ্চনমাতা যদি প্লাবিত হইয়া যায়, তথাপি ক্ষত্রিয় মস্তক সমুন্নত দেখিবেন।

মন্ত্রী। সর্ব্বোচ্চ ক্ষত্রিয়মস্তক যে সহজে অবনত হইবার নয়, শীঘ্র নিস্তেজও হইবার নয়, তাহা একা সূর্য্যেতেই প্রমান পাচ্চে। কিন্তু তাই বলে কি, প্রতাপেই সকল কার্য্য সিদ্ধ হয়?

সতীশ। না, শত্রুপক্ষীয়েরা দেশ আক্রমণ করিলে কপটতা, ভীরুতা আশ্রয় করা উচিত?

মন্ত্রী। তা নয়।

সতীশ। তবে কি?

মন্ত্রী। কৌশলে যদি কার্য্য সিদ্ধ হয় যুদ্ধের প্রয়োজন?

সতীশ। বিনা রক্তপাতে যদি বৈরনির্য্যাতন হয়, দেশ রক্ষা পায়, তা হ'লে যুদ্ধ করা শাস্ত্র বিরুদ্ধ।

মন্ত্রী। শাস্ত্রে ইহাও কথিত আছে, যে, আশাতীত বা ক্ষমতাতীত বিষয়ে কদাচ অগ্রসর হইবেক না।

সতীশ। হ্যাঁ, ক্ষত্রিয় ভিন্ন প্রায় সকলেই এরূপ অবস্থায় অন্তঃপুরবাসী অঙ্গনাগণের পশ্চাৎবর্ত্তী হয়।

মন্ত্রী। যদিও ইহা নয় বটে, কিন্তু সন্ধির পশ্চাৎবর্ত্তী হয়।

২য় সভা। আচ্ছা মহাশয়! সামান্য সন্ধি পরিবর্ত্তে যদি মহত্তের উদ্ধার হয়, তাতে আপনকার বা মহারাজের ক্ষতি কি?

সতীশ। ক্ষতি কি? মান সম্ভ্রম সকলি বিলুপ্ত হ'য়ে যাচ্চে, তথাপি ক্ষতি কি? আপনি একজন গণ্য মান্য সভাপতি হ'য়ে অনায়াসে এ কথা বল্লেন? দেশের যশ মান বিনিময় করে, এই অকিঞ্চিৎকর প্রাণধারণে আমাদের কিছুই ক্ষতি নাই? জীবন কি এতই আদরণীয় এতই প্রিয়তম? (হস্ত প্রসারণ করিয়া (এই হস্ত

কি কেবল আমাদের উদর পুরণের জন্যই সৃষ্টি হইয়াছে? শত্রু-পক্ষেরা প্রবল বণ্যার ন্যায় মহাবেগে আসিয়া আমাদের দেশকে লণ্ড ভণ্ড করিতেছে, উহা আমরা স্বচক্ষে দর্শন করিব? মৃতব্যক্তির ন্যায় সহ্য করিব? কাঞ্চনপুরী কি একেবারে বীরশূন্য হয়েছে? দুর্ব্বল প্রজাপুঞ্জের হাহা কারধ্বনি কি এখনো কাহার কর্ণে প্রবেশ করে নাই? ক্ষত্রিয়রাজ কি নিদ্রিত? অথবা রাজ-অঙ্গে রাজাভরণ-অসি কখন সজ্জিত হয় নাই। (ক্ষণবিলম্বে) কি! ক্ষত্রিয়-সহোদর তরবারী মহারাজের অঙ্গ স্পর্শ করে নাই? যাও, বাহিরে গিয়া জিজ্ঞাসা কর, জগত-কোলাহল কি বলি-তেছে? বায়ু যাহার বীরত্ব চিরকাল বহমান করিতেছে, রণভূমির রণমাতা যাহার প্রত্যেক রণ-প্রতাপের প্রমাণ দিতেছেন? তিনি সামান্য দস্যুভয়ে ভীত হবেন? উহাদের পদানত হবেন? কখ-নই না। মহাশয়! ক্ষত্রিয়হৃদয় পাষাণে গঠিত, সর্ব্বদাই শীতল, কিন্তু উত্তপ্ত হইলে কার সাধ্য উহাকে স্পর্শ করে।

১ম সভা। মহারাজ যে একজন বীরাগ্রগণ্য শত্রুদলের প্রচণ্ড-পবন স্বরূপ, তার আর সন্দেহ নাই, কিন্তু——

(রাজা ও দুই জন সৈনিকপুরুষের প্রবেশ।)

রাজা। (উপবেশন করিয়া) সৈন্যাধ্যক্ষ রণবীরসিংহ কোথায়?

সতীশ। কেন? তিনি তো প্রায় মাসাবধি রাজচক্রবর্ত্তীর অনুমতি পাইয়া দস্যুনিবৃত্তিতেই নিযুক্ত আছেন।

রাজা। দুরাচারদের নিভৃত স্থান সকল কি অনুসন্ধান পেয়েছে?

সতীশ। এ পর্য্যন্ত তো কিছুই নির্ণয় হয় নাই।

২য় সভা। রণবীরসিংহ অপেক্ষা সতীশচন্দ্র এই কর্ম্মের যোগ্য পাত্র, মহারাজ! "সূর্য্যের তেজ কখনই ঢাকা যায় না," বল্‌তে কি? এই মহাপুরুষ হ'তেই সেদিন মহারণ্য হ'তে পাঁচ সহস্র দস্যু ধৃত হয়। উঃ! সে দিনকার মূর্ত্তি মনে পড়্‌লে আজও হৃদ্‌কম্প হয়?

রাজা। মন্ত্রিবর! দিন দিন রাজ্যের যে প্রকার বিশৃঙ্খলা ও দস্যুগণের অত্যাচার দেখা যাচ্ছে, আর রণবীরসিংহের উপর নির্ভর করে আমাদের নিশ্চিন্ত থাকা উচিত হয় না।

সতীশ। মুহূর্ত্তের জন্যও নয়?

মন্ত্রী। হ্যাঁ মহারাজ, পৃথ্বীরাজের গোপনে যোগ দেওয়ায় রাজবিদ্রোহী ভীমসেনের অত্যাচার ক্রমশই বৃদ্ধি পাচ্ছে।

রাজা। কি! পৃথ্বীরাজ দস্যুদলে যোগ দিয়াছেন? তবে কি জনরব সত্য?

মন্ত্রী। রাজদূতের বিলম্বে এক্ষণে সত্য বলেই বোধ হচ্ছে।

রাজা। (সৈনিকের প্রতি) দেখ সৈনিক! তুমি এখনি রণবীরসিংহকে সংবাদ দাও, যেন অদ্যই সমস্ত দলবলের সহিত এখানে উপস্থিত হয়।

সৈনিক। যে আজ্ঞে মহারাজ! আমি এখনি মহারণ্যে চল্লেম।

(সৈনিকের প্রস্থান।)

রাজা। বন্ধু! কল্যই আমি সসৈন্যে যুদ্ধযাত্রা কর্‌বো; তুমি রাত্রির মধ্যেই মহাদুর্গের সমস্ত সৈন্য সুসজ্জিত করে দুর্গের বহির্ভাগে অবস্থিতি কর্‌বে?

সতীশ। সৈন্যেরা যুদ্ধের জন্য যে প্রকার ব্যগ্র হয়েছে, সংবাদেরও অপেক্ষা সয় না।

মন্ত্রী। (সতিশের প্রতি) মহাশয়! মহাদুর্গের সৈন্য সঙ্খ্যা কত হবে?

সতীশ। ন্যূনাধিক দশ সহস্র, তদ্ভিন্ন যৎকিঞ্চিৎ অশ্বারোহী আছে।

১ম সভা। মহাদুর্গের আশাই এখন আমাদের শেষ আশা।

রাজা। বন্ধু! জীবন বিসর্জ্জন দিয়েও যদি কাঞ্চনমাতার উদ্ধার হয়, ক্ষত্রিয়বীরের ধর্ম্ম।

সতীশ। সৈন্যদের যে প্রকার উৎসাহ দেখ্‌ছি, এখনো জয়লাভের খুব সম্ভাবনা আছে।

মন্ত্রী। ও আপনকার মনগড়া কথা, "সমুদ্র পারের বালিকণার ন্যায় অসঙ্খ্য শত্রুমণ্ডলীর মধ্যে জয়লাভ, আর আকাশে অট্টালিকা নির্ম্মাণ করা" উভয়ই সমান।

২য় সভা। (জনান্তিকে ১ম সভ্যের প্রতি) মন্ত্রী মহাশয় ঠিক বলেছেন।

সতীশ। (কিঞ্চিৎ ক্রোধের সহিত) তবে কি সিংহ শৃগালের পদানত হবে? এইটি আপনকার ইচ্ছা, মহাশয়! আপনি বারম্বার অতি দুঃসাহসিকের ন্যায় কথা ক'চ্চেন, বৃদ্ধ বয়সে লোকের হিতাহিত জ্ঞান বা ইন্দ্রিয়তেজ অনেক পরিমাণে হ্রাস হয় বটে, কিন্তু এরূপ অসংলগ্ন কথাও কখন শোনা যায় না। আপনি বৃদ্ধ রাজার আশ্রিত আপনকার দোষ সর্ব্বদাই মার্জ্জনীয়।

রাজা। সচিববর! শৈলরাজ কি কখন প্রবল বাতাসে বিচ-

লিত হয়েন ? শত্রুপক্ষ যতবড়ই প্রবল হউক না কেন, ক্ষত্রিয়-রক্তধারী বীরপুরুষেরা কখনই ভীত হন না। পাষাণ ভগ্ন হইতে পারে, বজ্রও বিদীর্ণ হইতে পারে, কিন্তু ক্ষত্রিয়-তেজ কিছুতেই ভগ্ন হইতে পারে না, বিচলিতও হইতে পারে না। সূর্য্য সাক্ষী, সূর্য্যকুলের গরিমার বিষয়ে সূর্য্য নিজেই সাক্ষী, এই অসি—এই উলঙ্গ তরবারি, সর্ব্বসমক্ষে,—পৃথ্বীরাজের সেনার চক্ষুর উপর তাহার সেই ঘৃণিত রক্ত পান করিবে। মন্ত্রিন্! ক্ষত্রিয়ের, বিজয়সিংহের বিজয়-নিশান অবনত হইবে ? এই পৃথিবীতে যত দিন সূর্য্যবংশের এক কণিকামাত্র অবশিষ্ট থাকিবে, ততদিন কিছুতেই উহা অবনত হইবে না। বিজয়সিংহের সম্বন্ধে পৃথ্বীরাজ ত সামান্য কথা, সমস্ত জগৎ যদি আমার বিপক্ষ হয়, তথাচ এই জ্বলন্তঅসি সমর তরঙ্গে—ও কি ও! স্ত্রীলোকের ক্রন্দন শব্দ কেন ?

নেপথ্যে। একি অরাজক ?

নেপথ্যে। উঃ! কি কষ্ট! বৃদ্ধের প্রাণপুত্তলিকা কন্যাটিও শেষ অপহৃত হলো ?

রাজা। বৃদ্ধের প্রাণপুত্তলিকা——

নেপথ্যে। ওগো! তোমাদের পায়ে পড়ি ছেড়ে দাও, একবার আমরা মহারাজের—— (ক্রন্দন)

নেপথ্যে। একটু স্থির হও, এখনি উপায় হবে।

রাজা। বন্ধু! দেখ দেখ, না জানি আজ কি অনিষ্টই বা ঘটলো।

ক্রোধে কম্পিতকলেবর বীরবল ও একজন
সৈনিকপুরুষের প্রবেশ।

বীর। মহারাজ! এত বড় স্পর্দ্ধা, আর সহ্য হয় না।

রাজা। বীরবল! কি হয়েছে শীঘ্র বল?

বীর। রাজসীমায় শত্রু প্রবেশ? ক্ষত্রিয়রাজ বর্ত্তমানে——উঃ! ইহার কি আর উপায় নাই! মহারাজ! অনুমতি করুন, অনুমতিরই বা আর অপেক্ষা কি? ক্ষত্রিয়রক্ত হইয়া পৌরবর্গের অপমান দেখ্‌ব? (অসি হস্তে করিয়া) আর বাধা মানিব না, এখনি চলিলাম, (গমনোদ্যত)

সতীশ। (বীরবলের হস্ত ধরিয়া) একটু অপেক্ষা করুন, বুঝিয়াছি, সমরানল প্রজ্বলিত হবার উপক্রম হয়েছে।

সৈনিক। মহারাজ! কাল রাত্রি শেষে কতকগুলা দস্যু একজনের বাটীতে প্রবেশ করে তাহার যথাসর্ব্বস্ব একটি মেয়ে ছিল, তাও পর্য্যন্ত নিয়ে গেছে।

রাজা। কার কন্যা?

বীর। মহারাজ! ধর্ম্মশীল বৃদ্ধের কন্যা।

সতীশ। কি! ধর্ম্মশীলআত্মজা, বন্ধুর হৃদয়-হারিণী প্রেমচ্ছবি?

রাজা। আমি কি জীবিত? কর্ণ! এ প্রকার দারুণ বাক্য শুনিবার পূর্ব্বে তুই বধির হলি নে? প্রাণ! বজ্রাঘাতেও তুই এখনো জীবিত আছিস? আমার আশালতা——উঃ! কি অসহ্য যন্ত্রণা! বৃক্ষ রাখিয়া তার আশ্রিত লতা হরণ? সিংহের খাদ্যে শৃগালের লোভ, আর না——আজ বৈরিকুল সমূলে নির্ম্মূল কর্‌ব।

(অসি হস্তে বেগে প্রস্থান।)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

নিবীড় বন।

শত্রুশিবির।

চারুশীলা বন্দি।

চারু। (সংজ্ঞালাভ করিয়া)" "পুণ্যশীলা বলিয়া অজ-পত্নী ইন্দুমতীর সামান্য কুসুমাঘাতে মৃত্যু হ'য়েছিল" আর অভাগিনীর দারুণ বজ্রাঘাতেও প্রাণ বহির্গত হলো না। কি আশায় পুনরায় চেতনা লাভ হলো। হতভাগ্য জীবন! কি সুখে আর তোর এ অভাগিনীর দেহে বাসে অভিলাষ? রাক্ষস হস্তে স্পর্শিত হব, দুর্বৃত্তের অনুগামী হব? এই কি তোর উদ্দেশ্য? ভাগ্যগুণে শমনরাজের অব্যর্থ বাণও আজ ব্যর্থ হলো? আঃ আর সহ্য হয় না; হা বিধাতঃ! এত করেও তোর মন সন্তুষ্ট হ'লো না, রাজ্য ধন সমুদায় নিলি, পথের ভিখারিণী কল্লি, অবশেষে যে এক আশার উপর নির্ভর ক'রে জীবন ধারণ কচ্ছিলেম, তাতেও বঞ্চিত কল্লি। পিতার একমাত্র আদরের ধন, জীবনের অবলম্বন, তাও তাঁর কোল হ'তে হরণ করে আন্‌লি। আঃ—ভাগ্যগুণে দেব-প্রকৃতিও কি এত নিষ্ঠুর হলো! যাঁহার উপর সমস্ত রক্ষার ভার, তাঁহারই এই আচরণ!——যখন আমার ভাগ্যে বিধাতাই এমন নিষ্ঠুর হ'লেন, তখন আর কে রক্ষা কর্‌বে?—পিতঃ! তোমার অন্ধের যষ্টি, আশার অবলম্বন এতদিনের পর

অপহৃত হলো! যে আমাকে লইয়া তুমি সব শোক নিবারণ করিতে পারিয়াছিলে, সেই আমিও আজ তোমার ক্রোড় হ'তে অপহৃত হলেম। আজ আমার শোকে যে তোমার কি দশা হবে, তা কে বলিবে! এ হ'তে যদি আমার মৃত্যু ঘটিত, তাহা হ'লে আর এ সকল যাতনা সহ্য করিতে হ'ত না। (দীর্ঘনিশ্বাস) উঃ—আর কেন; ও মধুরমূর্ত্তি আর হত-ভাগিনীর সমক্ষে কেন? জগতের সমুদায় সুখ সাধে জলাঞ্জলি দিইছি,—কি! আমার হৃদয়ের আশ্বাস স্থল, জীবনের একমাত্র সম্বল প্রাণেশ্বর বিজয়সিংহকে জলাঞ্জলি? নিষ্ঠুরে! যতক্ষণ দেহে জীবন রহিয়াছে, ততক্ষণও জীবনেরও জীবনকে বিসর্জ্জন! প্রাণসত্ত্বে প্রাণের অপলাপ! যাহা ব্যতীত একদণ্ডও জীবন থাকিবার সম্ভব নাই, তাহাকে জলাঞ্জলি! নিষ্ঠুর, নারীজাতি বিষম নিষ্ঠুর! দুঃশীলে! এ তোমার শত্রুশিবির নয়, তোমার দুঃশীলতার পুরস্কার!—কি আমি বন্দী, বিজয়সিংহ জীবিত থাকিতে আমি বন্দী!

(আহার হস্তে বিভাবতীর প্রবেশ)

বিভা। বিধাতাঃ কি দুরাচারের হৃদয় উদ্যানে দয়ার অঙ্কুরও দেন নি? অমূল্য দয়ানিধি কি দস্যুহৃদয়ের অযোগ্য? আহা! এমন রূপবতী কামিনী আজ কিরাত মন্দিরে? কিরাত-মন্দির অলঙ্কৃত হবার জন্যই কি এই সুরূপা কামিনীর সৃষ্টি হয়েছিল। "অধমে উত্তম ত কখন মিলন হয় না।" তবে কেন আজ এরূপ হ'লো? (ক্ষণবিলম্বে) জগৎমাতা কি সত্য-প্রসবে

বন্ধ্যা হয়েছেন? অথবা পাপের বিক্রমই বেশী (দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া প্রকাশ্যে) প্রজ্বলিত দুঃখানলে কয়েকটী অশ্রুবিন্দু কি করিবে?

চারু। তুমি কে?

বিভা। "নাম বিভাবতী।"

চারু। বিভাবতী! রাক্ষসকন্যা! রাক্ষস মায়া কি ইহাদের উপজীবিকা? কপট-বেশী কপটতা বিস্তার করে কি আমার মন ভোলাতে এসেছ! না নরককুণ্ডে এরূপ সুচারু মুর্ত্তি তো কখন দেখা যায় না—পিশাচগর্ভে কি এরূপ রমণীরত্ন সম্ভবে? কখনই না—তবে ইনি কে! এরে দেখে যে আমার তাপিত হৃদয় সুশীতল হলো (প্রকাশ্যে) বিভাবতি! আমার কাছে তোমার প্রয়োজন কি?

বিভা। তুমি অনাহার, যৎকিঞ্চিৎ খাদ্য এনেছি।

(খাদ্য পাত্র সম্মুখে প্রদান)

চারু। অনাহারে কি অভাগীর মৃত্যু আছে?

বিভা। আমাকে দস্যুকন্যা মনে করে আশঙ্কিত হবেন না।

চারু। তোমার আকার প্রকার ও সৌন্দর্য্য দেখে এক মুহূর্ত্তেকের জন্য সে আশঙ্কা করি নাই।

বিভা। তবে গ্রহণ করুন!

চারু। আহার?—কি জীবনের জন্য!

বিভা। এখন এত অধৈর্য্য হবেন না।

চারু। না,—তোমায় বিনয় করি তুমি এ বিষ এখান হইতে লইয়া যাও।

বিভা। আপনি অত অধীর হবেন না, আহার করুন, আমি আপনার সম্মুখে প্রতিজ্ঞা কচ্চি, এ জীবন অর্পণ কল্লেও যদি আপনার কোন উপকার হয় তাতেও প্রস্তুত আছি।

চারু। আমি আর কিছু চাহি না, একখানা ছুরিকা প্রার্থনা করি।

বিভা। এসময় ছুরিকা? কেন! কি——

চারু। পাপিষ্ঠকে——না জীবন শেষ কর্‌বো।

বিভা। জীবনে হতাশ হবেন না, অবিলম্বেই মুক্তির উপায় হবে।

চারু। এখানে মুক্তির উপায়! আমাকে পরিহাস কর না।

বিভা। প্রথম দর্শনেই আপনি আমার শ্রদ্ধা, ভক্তি প্রভৃতি সকলিই আকর্ষণ করেছেন—আপনাকে পরিহাস ক'চ্চি না, বৃথা আশ্বাসও দিচ্চি না, সত্যই বলুছি এখানে আপনাকে অধিকক্ষণ থাকুতে হবে না।

চারু। বিভাবতি! প্রথমেই বলেছ, তুমি এ নিষ্ঠুরবংশজা নও, তবে তোমার এরূপ ছলনা কোথা হ'তে এলো?

বিভা। আমি ছলনা জানি না, এ বংশেও জন্মি নাই, "আমি যে কে" তা আজও জানি না—দস্যুরাজ আমাকে কন্যা বলে পালন করে, কখন কোন অভাব জানুতে দেয় না। অজস্র অলঙ্কার, অজস্র বস্ত্র, আমার জন্য সততই প্রস্তুত থাকে, কিন্তু ব্যবহারে কিছুই ইচ্ছা নাই, গোপনে দুঃখীজনকে দান করি।

চারু। বিভাবতি! তবে কি তোমার মনে সুখ নাই?

বিভা। সুখ—(দীর্ঘনিশ্বাস) আমার কিছুমাত্র পিতৃভক্তি

নাই, পিতৃভক্তি থাকবে কেন? আমি ওর কন্যা নই, চিরকাল ওর প্রতি অসন্তুষ্ট—ও যেন আমার চক্ষের শূল, কিন্তু তাই বলে যে আমার স্বাভাবিক পিতৃভক্তি নাই, তাও নয়।

চারু। তুমি পুণ্যবতী, ও পাপাচার—তাই তোমার এ বিদ্বেষ।

বিভা। বালিকার কথা কেহ বিশ্বাস করে না, আমার বেশ মনে নিচ্চে, আমি ওর কন্যা নই, দস্যুরাজ আমাকে সত্য সত্যই অপহরণ করেছে।

চারু। "পাপসংসর্গে কখনই পুণ্যের উৎপত্তি হয় না।" বিভাবতি! তুমি কখনই দস্যুকন্যা নও.—এ কি কাঁদছো কেন?

বিভা। (নয়নজল মার্জ্জন করিতে করিতে) আমার জনক জননী নিরুদ্দেশ, তাঁরা কন্যা বিহনে—এত দিন জীবিত আছেন কিনা———

চারু। বিভাবতি! স্থির হও, তোমার নিষ্কৃতির পথ তোমার হাতেই আছে।

বিভা। হঁা, অলঙ্কার দানে সকলেই আমার অনুগত।

চারু। বিভাবতি! তবে তুমি এখানে কি জন্য থাক?

বিভা। যাবো কোথায়? আমার পিতা মাতা কে তাতো জানি না।

চারু। (নিরুত্তরভাবে কিয়ৎক্ষণ অবস্থিতি পূর্ব্বক দীর্ঘ-নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) ভাল, যদি আমার অদৃষ্ট কখন সুপ্রসন্ন হয়, তা হ'লে আমি তোমার জনক জননীর উদ্দেশ নেব, আর একান্তই যদি না পাই, বেসতো তুমি আমার কাছে থাকবে, ভগ্নীর মত আমি তোমায় খুব ভাল বাসবো।

বিভা। নিরুত্তর।

চারু। চুপ করে যে রইলে ?

বিভা। আমি চিরদুঃখী, আপনার কথায়, আমার বিশ্বাস হয় না।

শকটা দাসীর প্রবেশ।

শকটা। বিভাবতি! মহারাজ আস্‌চেন।

(এক দ্বার দিয়া ভীমসেনের প্রবেশ ও অন্য দ্বার দিয়া বিভাবতী এবং শকটাদাসীর প্রস্থান।)

ভীম। (সম্মুখে চারুশীলাকে দেখিয়া)

সুন্দর, সুন্দর কান্তি মানস মোহন,
অকলঙ্ক শশী কেন ভূমেতে পতন ?
মর্ত্ত্যধামে হেন রূপ এ হেন সুষমা,
স্বর্গীয় ! স্বর্গের শোভা স্বর্গের গরিমা !
বিধুমুখে দীপ্ত সুধা মৃতসঞ্জীবনী,
যুবক-বাসনা বামা স্থির সৌদামিনী।
এস প্রিয়ে হৃদে এস হৃদিকণ্ঠ-হার
ভূমে কেন চন্দ্রাননি জীবন আমার ?
অমূল্যরতন কিলো ভূমেতে লুটায় ?
উঠ প্রিয়ে তব দুঃখ সহা নাহি যায়।

উন্মত্তভাবে সম্মুখে গমন।

চারু। আপনি রাজা, পরাক্রান্ত ভূপতি, পরস্ত্রী-দূষণ কি একজন রাজার উপযুক্ত? না রাজধর্ম্মের অনুমোদিত?

ভীম। প্রিয়ে! বিবাহিতা যুবতীকেই পরস্ত্রী বলা যায়, কিন্তু অবিবাহিতাবস্থায় তাহাকে কিরূপে পরস্ত্রী বলিব?

চারু। মহাশয়! যদিও পিতা অদ্যাপি পাত্রসাৎ করেন নাই, কিন্তু আমি মনে মনে যাঁহার করে আত্মসমর্পণ করেছি, আমি তাঁরই পত্নী, তিনিই আমার পতি, তিনি ভিন্ন অন্য কাহাতে আমার পতিভাব নাই, অন্য কাহারও আমাতে পত্নী-ভাব হওয়া অনুচিত।

ভীম। জিত বস্তুতে রাজার সম্পূর্ণ অধিকার।

চারু। কিন্তু ধর্ম্ম নষ্টে রাজার অধিকার নাই।

ভীম। জিত বস্তুতে সম্পূর্ণ অধিকারই রাজধর্ম্ম।

চারু। না, উহা রাজার ধর্ম্ম নহে, যবনের ধর্ম্ম, দস্যুর ধর্ম্ম।

ভীম। সে বিষয়ের পরামর্শ আমি তোমার নিকট লইতে আসি নাই, এক্ষণে তুমি আমার অধিকৃত, তোমার প্রতি আমার যাহা ইচ্ছা তাহা করিব, তাহাতে কেহ নিষেধ করিবার নাই, নিষেধ করিলেও শোনা না শোনাও আমার সম্পূর্ণ আয়ত্ত।

চারু। যাহার পরাক্রম রমণীর উপর, বালকের উপর, সে পাপিষ্ঠ নরাধম আমার সম্মুখ হইতে এখনি সরিয়া যাক, আমি তাহার মুখাবলোকন করিতে চাহি না।

ভীম। মুখাবলোকন করা না করা প্রভুর আয়ত্তাধীন, অধিকৃতা দাসীর আয়ত্তাধীন নহে।

চারু। কি পাপিষ্ঠ! আমি দাসী? বিজয়পত্নী চারুশীলা দস্যুর দাসী?

ভীম। বরং দাসীরও স্বাধীনতা আছে, কিন্তু অধিকৃতা শত্রুপত্নী তাহতেও নিকৃষ্ট, তাহতেও যথেচ্ছাচারের পাত্র। যাহার জীবন মরণ আমার অনুগ্রহাধীন, তাহার এতদূর আস্পর্দ্ধা! আমার যাহা ইচ্ছা যাইবে, আমি তোর উপর তাহাই করিব; তোর সেই ধার্ম্মিক পরাক্রান্ত বিজয়সিংহ আসিয়া রক্ষা করুক।

চারু। পাপিষ্ঠ সাবধান হ, ক্ষত্রিয়-পত্নী ক্ষত্রিয়-কন্যা কখনো নিরস্ত্র থাকে না, এতদূর অপমানও সহ্য করে না। যদি দস্যু বধে ঘৃণা না হইত, তাহা হইলে আমি এখনি তোর পাপের সমুচিত প্রতিফল দিতাম। এখনো বলিতেছি, আমার সম্মুখ হইতে সরিয়া যা, নতুবা তোর নিস্তার নাই।

ভীম। মনে মনে বিজয়কে পতিত্বে বরণ করিয়াই বুঝি এতদূর বীরপণা, ভাল বিজয়কে অনেক যুদ্ধে দেখা গিয়াছে, এখন তাহার ভাবী পত্নীকেই দেখা যাউক, কিরূপে যুদ্ধে আমাকে পরাস্ত করে। তবে আর অস্ত্র গোপনে কেন?

চারু। দস্যু হইলেও নিরস্ত্র যোদ্ধার সহিত ক্ষত্রিয়কামিনী যুদ্ধ করে না।

ভীম। কি অবলার সহিত যুদ্ধে অস্ত্রের প্রয়োজন?

চারু। দস্যু-পত্নী অবলা হইতে পারে। কিন্তু ক্ষত্রিয়-পত্নী অবলা নহে।

ভীম। অস্ত্রধারী ভীমসেনের সহিত ক্ষত্রিয়রাজ বিজয়-সিংহ অনেকবার অনেক যুদ্ধ করিয়াছে, ভীমসেনের অস্ত্রের সার-বত্তা বিজয়সিংহই জানে, তাহার পত্নীর আবার তাহাতে কামনা কেন?

চারু। সম্মুখ যুদ্ধে পাইলে মহারাজ বিজয়সিংহ মুহূর্ত্তের

মধ্যে এরূপ শত সহস্র কীটানুকীটের প্রাণ বধ করিতে পারিতেন। গুপ্ত যোদ্ধা দস্যুর প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শনই পাষণ্ড ভীমসেনের জীবন রক্ষার একমাত্র কারণ, তুই নিতান্ত কাপুরুষ, না হইলে তাহাতেও শ্লাঘা প্রদর্শন করিতেছিস।

ভীম। ভাল বিজয়সিংহের পত্নার সহিত সম্মুখ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলাম।

(চারুশীলার হস্তধারণের উদ্যোগ।)

নেপথ্যে কলরব।—সসম্ভ্রমে ভীমসেনের
নেপথ্যের প্রতি দৃষ্টিপাত।

দ্রুতবেগে একজন প্রতিহারীর প্রবেশ।

প্রতি। (সসম্ভ্রমে) সর্ব্বনাশ উপস্থিত, দুরাত্মা বিজয়সিংহ দলবল সমেত পুরদ্বার ভগ্ন করে পুরী মধ্যে প্রবেশ করেছে।

ভীম। কি এতদূর আস্পর্দ্ধা! আমার পুরদ্বার ভগ্ন?—আবার প্রবেশ?—ভীমসেনের তরবারি কি নির্জ্জীব?

(প্রতিহারীর সহিত ভীমসেনের বেগে প্রস্থান।)

চারু। কি বিজয়সিংহ?—আমার হৃদয়েশ্বর বিজয়সিংহ?—

(দ্রুতপদে গৃহ হইতে বহির্গমন।)

ষষ্ঠ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

রাজসভা।

সিংহাসনের এক পার্শ্বে বিজয়, অপর পার্শ্বে সতীশ, সম্মুখে মন্ত্রী ও সভাপণ্ডিত, চতুর্দ্দিকে সভাসদ্‌গণ আসীন।

ভীমসেন ও শশিভূষণ বন্দী।

সভাসদ্। নৃপেন্দ্র! আমাদিগের ভাগ্যক্রমে আপনাদিগের এখানে শুভাগমন হয়েছিল, বৃদ্ধ রাজার শেষদশায় রাজ্যের যেরূপ বিশৃঙ্খলা ঘটেছিল, তাতে যে দুর্বৃত্ত ভীমসেনের অত্যাচার হ'তে কেহ পরিত্রাণ পেতো, এমন আশা ছিল না। যে পাপিষ্ঠ একমাত্র দস্যুদল সহায় করে কত শত প্রধান রাজাদের রাজ্যভ্রষ্ট, ধনলোভে কত নির্দ্দোষিকে তরবারিসাৎ, কত অসহায়া কুলকামিনীর অমূল্য সতীত্ব হরণ করেছিল, আপনাদের বাহুবলে সে দুরাত্মা এখানে বন্দী, আজ আমাদের আনন্দের পরিসীমা নাই, আমরা অতি পুণ্যবান, তাই আপনাদের বীর্য্যে এই সিংহাসন আলোকিত হ'চ্চে।

মন্ত্রী। মহারাজ! দুর্জ্জয় পাপ দমন হবে বলেই সহসা এই যুদ্ধ সংঘটন হয়, এতে যে কামিনীকে মুক্ত করে ধর্ম্মপরায়ণ ধর্ম্মশীলের প্রাণ দান করা হয়েছে; সুধু তা নয়, অনেক রাজাকেও নির্ভয় করে তাঁদের আনন্দ-ভাজন হয়েছেন।

বিজয়। দুষ্টের দমন প্রভৃতি সকলই ঈশ্বর ইচ্ছা। আমি এতে কেবল অবলম্বনমাত্র হয়েছিলাম। পুণ্যতম মহারাজ কিশোরীমোহন এবং আপনাদের আগ্রহে আমি এই রাজপদ গ্রহণ করি, তবু শশিভূষণকে রাজসভায় উপস্থিত করে ও রাজনীতি শিক্ষা দিয়ে তারেই অভিষেক কর্‌বো ইচ্ছা ছিল। নির্ব্বোধ কিছুতেই বুঝ্‌লে না, দিন দিন নূতন পাপ—রাজকুমার হয়ে বন্ধনই ভাগ্যে লিখন।

সতীশ। দুরাত্মা শশিভূষণই ভীমসেনের এই নির্ঘৃণ প্রবৃত্তির উত্তেজক। (সক্রোধে) উঃ—কি ভয়ানক নীচ অভিসন্ধি ; আরাধ্য, পিতার কোন গুণেরই উত্তরাধিকারী হলো না। প্রধান শত্রুর সঙ্গে মৈত্রতা ! অর্থ স্বীকার করিয়া আহ্বান !

বিজয়। সমুদয় গুপ্ত চিঠি হস্তগত। (পত্র প্রদান)

মন্ত্রী। (পত্র পাঠ করিয়া) কি ভয়ানক দুরভিসন্ধি ! পিতৃরাজ্যে কলঙ্ক নিশান তুল্‌তে কি নির্ব্বোধ কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হলো না। দুরাচারের স্বভাব কিছুতেই পরিবর্ত্তনীয় নয়। রাজপুত্র বলে আমাদের যে মায়া ছিল, আজ তা ত্যাগ কল্লেম। মহারাজ ! ভীমসেন যেমন রাজ্যের এক জন প্রধান শত্রু, এও ততোধিক, উভয়েই সমান দণ্ডনীয়।

সভাসদ্‌। শশিভূষণও চিরজীবন বন্দী থাকে, আমাদের এই প্রার্থনা।

মন্ত্রী। ধর্ম্মরাজ ! আমাদের আর একটী নিবেদন আছে, জয়লাভ, বিবাহ, পুত্র ভূমিষ্ঠ, রাজ্যাভিষেক প্রভৃতি শুভকর্ম্মে অবাধে সকলের প্রতি দ্বার মোচন, দুঃখীর প্রার্থনা পূরণ, এখানকার প্রথা। প্রার্থনা করি, আজ সে প্রথার অনুমোদন হয়।

বিজয়। চির-প্রচলিত প্রথা অবশ্য পালনীয়, দ্বারপাল ও কোষাধ্যক্ষকে এ কথা জ্ঞাপন করাও।

মন্ত্রী। যে আজ্ঞা মহারাজ।

দ্বারবানের প্রবেশ।

দ্বার। (অভিবাদন করিয়া) মহারাজ! দ্বারে এক জন বৃদ্ধ সস্ত্রীক উপস্থিত, ভিক্ষা চান না, দেখা ক'র্ত্তে ইচ্ছা।

সতীশ। (জনান্তিকে) স্বপ্ন বুঝি সফল হয়।

বিজয়। (জনান্তিকে) ভাই, আমার অন্তরাত্মা যেন তাই বল্‌ছে। (স্বগত) দ্বারপালের কথায় আমার স্বপ্ন পুনরায় মনে হলো। "যেন আমি জনক জননীকে প্রণাম কচ্চি, তাঁরা আমায় আশীর্ব্বাদ করে মুখচুম্বন কচ্চেন, আর যেন বল্‌ছেন বাছা, তোর অপরাধ ক্ষমা কল্লেম। এমন সময় একটী রমণী এক ছড়া ফুলের মালা হাতে করে দৌড়ে এসে আমার জননীর কোলে উঠ্‌লো। মা আমায় ছেড়ে তার প্রতি কতই অপত্যস্নেহ দেখালেন।" এ সব অসম্ভব ছড়িভঙ্গ কথা তো একেবারে ভুলে গিয়েছিলেম। যুদ্ধের রাত্রে কত স্বপ্ন মনে হয়, তা কি ভাব্‌তে আছে। হয় তো যেন ঘোরতর যুদ্ধ কচ্চি, কত মৃত দেহ দলন কচ্চি, নয় যা কখন দেখি নাই, শুনি নাই, তাই যেন সম্মুখে দেখতে পাই। স্বপ্নের সত্যাসত্য কি? রক্ত গরম হলেই ও সব স্বতই মনে হয়। তবে এখন কেন সেই স্বপ্ন মনে হ'চ্চে, গাত্র লোমাঞ্চিত হ'চ্চে, মনে আনন্দ ভয় উভয়ই আবির্ভূত। তবে এঁরা কি আমার জনক জননী? (প্রকাশ্যে দ্বারবানের প্রতি) আজ সকলকে অবাধে আস্‌তে দেও।

সতীশ। (জনান্তিকে) সখা! আমাদের আর এখানে থাকা উচিত নয়, চল অগ্রসর হই। (উত্থান)

বিজয়। (উঠিয়া স্বগত) মন তো ক্রমেই অধৈর্য্য হ'চ্চে, যদি সত্য সত্যই আমার জনক জননী এসে থাকেন, তবে কি বলে তাঁদের কাছে মুখ দেখাব, কি বলেই বা ক্ষমা চাব, কত অপরাধ করেছি। (দীর্ঘ নিশ্বাস) যে পিতার অন্ধের যষ্টি ছিলাম, যে মাতার দুঃখিনীর ধন ছিলাম, এত দিন তাঁরা কোথায় ছিলেন, আমিই বা কোথায়, একেবারে বিস্মরণ, আমি অতি পাষণ্ড।

মন্ত্রী। (স্বগত) এ কি! এক জন সামান্য বৃদ্ধ সস্ত্রীক এসেছে শুনে মহারাজ যে একেবারে উথলা হয়ে উঠেছেন, মুখ বিষণ্ণ, যেন চিন্তায় ও দুঃখে নিমগ্ন, "অবাধে আস্‌তে দেও" দ্বারপালকে বল্লেন। নিজেও অগ্রসর, রাজদ্বারে বৃদ্ধ বৃদ্ধার অভাব কি? দিন দিনই ত এসে থাকে, তবে কি এঁরা কোন বিশিষ্ট লোক হবেন? তাই বা কি করে? কৈ দ্বারপাল তো সে সব কিছুই বল্লে না। (কিঞ্চিৎ পরে) "ভিক্ষা চান না, দেখা কত্তে ইচ্ছা," তবে কোন বিশেষ কারণ থাক্‌বে।

(বিজয়, মন্ত্রী ও সতীশের অগ্রসর।)

প্রতিহারীর সহিত সস্ত্রীক ও বৃদ্ধের সভাতলে প্রবেশ।

বিজয়। (সসম্ভ্রমে বৃদ্ধ ও বৃদ্ধার পদতলে পড়িয়া সরোদনে) পিতঃ! ক্ষমা করুন, মাতঃ! ক্ষমা করুন, আপনাদিগকে এ মুখ দেখাতে আমার লজ্জা বোধ হ'চ্চে। আমি অতি নরাধম, এক মুহূর্ত্তের জন্য বিদায় নিয়ে এত দিন এখানে,—আপনারা যে এই

অকৃতজ্ঞের অদর্শনে কি করেছিলেন তা ভাবিনে। ঈশ্বর কেন এমন পাপিষ্ঠের সমুচিত দণ্ড দিচ্চেন না। (ক্রন্দন)—(সকলে অবাক হইয়া স্বগত) এঁরা সামান্য লোক নন, বৃদ্ধের হীনবেশেও কপালে রাজদণ্ড শোভা পাচ্চে। বৃদ্ধ আমাদের রাজপিতা, বৃদ্ধা মাতা। মহারাজের রাজনীতিজ্ঞতা, যুদ্ধবিশারদতা দেখে পূর্ব্বেই আমরা সন্দিগ্ধ হয়েছিলাম যে, ইনি সামান্য বংশোদ্ভব নন।

বৃদ্ধ। (বিজয়ের হস্ত ধরিয়া সজল নয়নে) বৎস! শান্ত হও, আর বিলাপ ক'র না, তোমার কিছুই দোষ নাই, সকলই আমাদের অদৃষ্টের দোষ, এখন তোমার মুখ দেখে আমাদের সকল দুঃখ শেষ হলো।

বৃদ্ধা। (গদ্গদস্বরে) বাছা! এতদিন তোমা বিহনে মণি-হারা ফণিনীর মত ছিলাম, মা বিশ্বেশ্বরীর কাছে কত পূজা মেনেছি, গণক এনে কত গণিয়েছি, সকলে "শীঘ্র দেখা হবে" বলে আশ্বাস দিয়েছিলেন, তাই এতদিন এ কঠিন প্রাণ বার করি নি।

বিজয়। (নয়ন মার্জ্জন করিতে করিতে) আমিই আপ-নাদের এই সমস্ত কষ্টের কারণ "রাজ্য ত্যাগ করিয়া ভিখারী!" (সকলের উপবেশন)

বৃদ্ধ। ধীরেন্! পুত্রের অপরাধ কখনই পিতা মাতা গ্রহণ করেন না।

বিজয়। পিতঃ! আপনাদের এ বেশ কেন? রাজ্য——

বৃদ্ধ। বৎস! এ বেশ আমাদের অসহ্য নয়, তোমার অদর্শনই অসহ্য, রাজ্য দস্যু হস্ত গত হয়েছে, তোমার বিরহে আমরা মৃত প্রায়, চতুর্দ্দিকে হা হুতাশ পড়েছে, সকলেরই মনো-

ভঙ্গ, কোন বিষয়ে উৎসাহ নাই। দুরাত্মা ভীমসেন অবসর পেয়ে, আমাদের হত্যা ক'রে সমস্ত লুঠপাট কর্‌বার মন্ত্রণায় দস্যুদল নিযুক্ত কল্লে। সে সময় ভাব্‌লেম, প্রিয়পুত্র হারিয়েছি, আমাদের এ জীবনে ফল কি? আবার গণকের কথায় আশ্বস্ত হয়ে অপঘাত মৃত্যু নিতান্ত ঘৃণিত বলেও বোধ হলো, তখন রাজ্য ত্যাগ ক'রে এই ভিখারীবেশে তোমার অনুসন্ধানে বেরুই।

বিজয়। এত বড় স্পর্দ্ধা! দুরাত্মা আমার পিতৃহত্যায় মনস্থ করেছিল? পিতঃ! অন্যান্য সকলে কি ভীমসেনের তরবারিসাৎ হয়েছেন?

বৃদ্ধ। বৎস! কেহ প্রাণে বিনষ্ট হয় নাই, ঐ দুরাত্মা যদি পূর্ব্বে মন্ত্রীশ্রেষ্ঠ হংসেশ্বরকে বিনাশ ক'রে তার প্রিয়তমা কন্যাকে অপহরণ না কত্তো, তা হ'লে রাজ্য রক্ষারও আশা থাক্‌তো। শুনলেম, বর্ত্তমান মন্ত্রী ভীমসেনের সঙ্গে গোপনে যোগ দিয়েছে।

বিজয়। সামান্য দস্যুর আজ্ঞাধীন?

সভা। (বৃদ্ধের প্রতি) মহারাজ! দেখুন আপনার দিগ্বিজয়ী পুত্রের বাহুবলে সেই পামর ভীমসেন এখানে বন্দী।

বৃদ্ধ। (সাহ্লাদে) ভীমসেন বন্দি! (বন্দির প্রতি) পাপিষ্ঠ! বন্ধন তোর উপযুক্ত দণ্ড নয়। পামর! স্মরণ করে দেখ দেখি, কোন্‌ পাপ তোর অকার্য্য আছে? আমার প্রিয়তম মন্ত্রী হংসেশ্বরের ঘাতক, সীমন্ত রাজ্য উচ্ছেদকারী, সামান্য অলঙ্কার লোভে তাঁর স্ত্রী পুত্র বিনাশ কল্লি, অবশেষে তাঁকে অপদস্থ না করেও ক্ষান্ত হলি না। কত শত সতীর যে পরকাল নষ্ট করেছিস, তার আর সংখ্যা নাই, এক্ষণে প্রজ্বলিত

অগ্নিতে জীয়ন্ত নিক্ষেপ করাই তোর সমুচিত দণ্ড। (বিজয়ের প্রতি) বৎস ! চিরজীবি হও, এতদিনে জানিলাম, এই সকল সংঘটনের জন্য বিধাতা তোমাকে এখানে এনেছিলেন। তোমার অভিষেকের কথা আদ্যোপান্ত সমস্তই মৈথিলাশ্রমে শুনেছি, সন্ন্যাসী মিথনগিরির সঙ্গে তোমার প্রণয় হয়েছে, তিনি তোমাকে যথেষ্ঠ স্নেহ করেন।

বিজয়। (সতীশকে নির্দ্দেশ করিয়া) পিতঃ! ইনি সেই মহাত্মার শিষ্য, আমার প্রাণ সম বন্ধু, ইহাঁরি প্রখর বুদ্ধি চাতুর্য্যে ও অসীম সাহসিকতায় আমি সকলের তুষ্টি সম্পাদন করেছি।

সতীশ। (প্রণত হইয়া) আর্য্য ! মিথুনগিরি বন্ধুর অমায়িকতা গুণে মোহিত হয়ে আমায় অর্পণ করেছেন, এখন হ'তে আপনি দুই পুত্রের পিতা, জননি ! আপনি দুই পুত্রের মাতা।

বৃদ্ধ। (স্বগত) সতীশের আকার প্রকারে ত মুনি শিষ্য বলে বোধ হয় না, (প্রকাশ্যে) বৎস ! তোমার মঙ্গল হোক, আর আশীর্ব্বাদ করি, যেন চিরদিন এইরূপ মিত্রতা থাকে।

বৃদ্ধা। আজ হ'তে আমার ধীরেণে আর তোমায় কিছুমাত্র ভিন্ন ভাব মনে হবে না।

চারুশীলার হস্ত ধরিয়া ধর্ম্মশীলের প্রবেশ।

ধর্ম্ম। মহারাজ ! আপনি আমার প্রাণাধিকা কন্যাকে মুক্ত করে বৃদ্ধের জীবন সম্ভ্রম সকলই প্রদান করেছেন, উপকারীর নিকট উপকার প্রার্থনায় বাধা কি ? আমি আপনার যথার্থ পরিচয় জিজ্ঞাসা কত্তে সাহসী হয়েছি। আপনার আকার প্রকার ও ক্ষমতাতে বোধ হয়, আপনি কোন অদ্বিতীয় রাজকুমার—

(কিঞ্চিৎপরে) অথবা আর পরিচয়ের প্রয়োজন নাই। যে দুরাত্মা শত শত পরাক্রমশালী রাজাকে পরাজয় ক'রে কর দিতে বাধ্য করেছে, যে দুরাত্মা আমার স্ত্রী পুত্র বধ করেছে, সেই দুর্জয় ভীমসেন আজ আপনার হাতে বন্দী, আপনি কখনই সামান্য ক্ষত্রিয় নন, গুরুর আদেশে এত দিন কন্যা সম্প্রদানে বিরত ছিলাম। (পত্র প্রদান)

বিজয়। (পত্র লইয়া মন্ত্রীর হস্তে প্রদান।)

মন্ত্রী। (পত্র পাঠ।)

সতীশ। (স্বগত) এতদিন ধর্ম্মশীল নাম শুনেছি, কখন চক্ষে দেখি নাই, আজ হঠাৎ এঁকে দেখে আমার মনে ভক্তি-রসের উদয় হলো কেন? আর্য্য মিথুনগিরির প্রতি যে ভক্তি, এও সেইরূপ, সেইরূপ কেন? অপেক্ষাকৃত বেশী?—ইনি এক সময়ে রাজা ছিলেন বলে কি এ ভক্তি হলো? আহা! পাপিষ্ঠ এমন ধর্ম্মরাজের স্ত্রী পুত্র বিনষ্ট করেছে।

বিজয়। মন আশ্বস্ত হও, অভীষ্ট সিদ্ধির আর বিলম্ব নাই, ইনি সেই সীমন্তরাজ, দুরাচার ভীমসেন এঁরও এতদ্‌বস্থার কারণ, আমার শ্বাশুড়ীকে প্রাণে বিনষ্ট—উঃ—নিষ্ঠুরের দর্শনেও পাপ হয়।

বৃদ্ধ। আপনি আমার সেই পূর্ব্বমিত্র সীমন্তরাজ, আমার ঘোর বিপত্তিতে সহায়তা করেছিলেন, আহা! দুর্ব্বৃত্ত ভীমসেন আপনার কষ্টের একশেষ করেছে। আজ আমার পুত্র ধীরে-ণের হস্তে পামর বন্দী, আপনার আজ্ঞায় উহার দণ্ডাজ্ঞা হবে।

চারু। প্রাণ! এতদিন ধৈর্য্য ধরিয়া কি আর এক মুহূর্ত্ত স্থির হতে পাচ্চ না? তোমার আর আশঙ্কা কি? নাথ রাজ-কুমার, স্বয়ং রাজা নন।

ধর্ম্মশীল। মহাশয়! মার্জনা কর্‌বেন, পূর্ব্বে অবস্থাভেদে আমি আপনাকে চিনিতে পারি নাই। (স্বগত) বর্ত্তমান কাঞ্চনাধিপতি——পুত্র।

বৃদ্ধ। মিত্র! ভীমসেনও আমাদের এ অবস্থার মূল, দুরাচার আমাকে সস্ত্রীক হত্যা কত্তে মনস্থ করেছিল।

ধর্ম্ম। মিত্র! এত দিন ছলনায় আত্মপরিচয় গোপন রেখেছিলাম, এই দুর্ভাগা সেই রাজ্যভ্রষ্ট সীমন্তরাজ। দুরাচার আমার স্ত্রী পুত্র বিনাশ করেও ক্ষান্ত হয় নাই। কল্য আমার প্রাণাধিকা কন্যাকে হরণ করেছিল। আপনার দিগ্বিজয়ী পুত্র আমাকে সে হারান ধন দান করেছেন। (চারুর হস্ত ধরিয়া) এক্ষণে ভিক্ষা চাই যে এইটী আপনার পুত্রবধূ হয়।

বৃদ্ধ। (চারুকে কোলে লইয়া) এমন সুপাত্রীকে পুত্রবধূ করিবার বাধা কি? বিশেষ আপনার কথা, তবে আমার ইচ্ছা, কুমার ধীরেণ ও সতীশের এক সময়ে বিবাহ হয়। সতীশ ধর্ম্মশিষ্য, কিন্তু আজ হতে উহাকে আমি ধীরেণের তুল্য আমার দ্বিতীয় পুত্র জ্ঞান কর্‌বো।

চারু। (স্বগত) যে শ্বশুর শ্বাশুড়ীকে দেখ্‌বার লালসায় আমি একবার বিপদে পড়েছিলেম, আজ সত্য সত্যই তাঁহাদের শ্রীচরণ দেখ্‌তে পেলাম।

ধর্ম্ম। (সতীশকে দেখিয়া স্বগত) এর নাম সতীশ, এ বালকও অদ্বিতীয় যোদ্ধা। আহা! আমার পুত্র অকালে বিনষ্ট না হলে আজ এত বড় হ'তো। (দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রকাশ্যে) বৎস! তোমার কি তাপসাশ্রমেই জন্ম?

সতীশ। আর্য্য! মিথুনগিরি আমাকে কিছুই শুনান নাই।

নেপথ্যে——গীত।——

রাগিণী ঝিঁঝিট।—তাল একতালা।

জয় জয় জয় রামচন্দ্র, জগদীশ জগৎ-জীবনম্,
পূর্ণব্রহ্ম পরাৎপর, পরমেশ পতিত-পাবনম্।
দেব দেব দামোদর, দয়াময় দুঃখ-হর,
দীননাথ, দীনবন্ধু, দৈত্যদর্পহরণম্।
কেশব কৃপানিধানম্, করালকালবারণম্,
কৌস্তুভ কোদণ্ড ধারী, কলুষ বিনাশনম্।
বামন বলিদমনম্, বরাহমূর্ত্তি ধারণম্,
বিরিঞ্চি বাঞ্ছিত বিভু, বনমালা ভূষণম্।
নবীন নীরদ-ঠাম, নবদূর্ব্বাদলশ্যাম,
নরশ্চৈব নরোত্তম, নমামি নারায়ণম্।

একজন সন্ন্যাসীর প্রবেশ।

বিজয় ও সতীশ। (প্রণত হইয়া) আর্য্য! আজ আমাদের সত্য সত্যই সুপ্রভাত, আপনারও এখানে পদার্পণ হয়েছে।

সতীশ। (আলিঙ্গন পূর্ব্বক) বৎস! অনেক দিন তোমাদের না দেখে মন সাতিশয় অস্থির হচ্ছিল, তাই এখান পর্য্যন্ত আগমন করেছি।

সতীশ। ভগবন্! দুই বন্ধুতে মিলে একবার ভবদীয় শ্রীচরণ দর্শনার্থে মৈথিলী তীর্থে যাব, নিতান্ত আগ্রহ ছিল।

কিন্তু কোন মতেই সুবিধা হয়ে উট্‌লো না। যে পাপিষ্ঠের অত্যাচারের কথা মৈথিলাশ্রমে সর্ব্বদা শোনা যেত, সেই ভীমসেনের সঙ্গে এত দিন যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলাম।

বিজয়। ভগবন্! আপনার আশীর্ব্বাদে দুরাত্মা বন্দী হয়েছে।

সন্ন্যাসী। (সাহ্লাদে) বৎস! ভগবতী বিশ্বেশ্বরীর কাছে প্রার্থনা করি, যেন চিরদিন তোমাদের এইরূপ মিত্রতা থাকে। দুষ্টের দমন করে তোমরা সকলের প্রিয়পাত্র হও।

বিজয়। সাধু বাক্য কখনই ব্যর্থ হয় না।

সন্ন্যাসী। বৎস! পামর কি সম্মুখযুদ্ধ করেছিল? না স্বাভাবিক দস্যুবৃত্তি?

সতীশ। পিতঃ! যুদ্ধ সকলি মিথ্যা; আর্য্য সীমন্তনাথ দুরাচার কর্তৃক রাজ্যভ্রষ্ট হয়ে অতি গোপনে এখানে অবস্থিতি করেন। অতঃপর পাপিষ্ঠ শশিভূষণের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে কাল তাঁর একমাত্র হৃদয়-রত্নকে অপহরণ করেছিল।

সন্ন্যাসী। ধর্ম্মপরায়ণ সীমন্তরাজ জীবিত আছেন?

ধর্ম্মশীল। (করপুটে) ভগবন্! দুর্ভাগার মৃত্যু নাই। এই সকল হৃদয়বিদারক সন্তাপ সহ্য করবার জন্য আমি মৃত্যুঞ্জয় হয়েছি। হা বিধাতঃ! এমন কি মহাপাতক করেছিলাম যে, এত কষ্টেও আমার মৃত্যু হচ্চে না। (কাঁদিতে কাঁদিতে ভীমসেনের প্রতি) দুরাত্মা এখনও কি তোর মনোরথ সিদ্ধ হয় নাই? স্মরণ করে দেখ দেখি, আমার কি পর্য্যন্তই না দুরবস্থা করেছিস? রাজ্যচ্যুত, অকালে স্ত্রী পুত্র বিনাশ—হায়! আমি এখনো জীবিত! (ক্রন্দন)

সন্ন্যাসী। মহারাজ! অত কাতর হইবেন না, বজ্র উন্নত গিরি শিখরেই পতিত হইয়া থাকে, দূর্ব্বা বন কখনো বজ্রের প্রতাপ সহিতে পারে না।

ধর্ম্ম। সত্য, কিন্তু ভগবন্! যে আঘাতে পর্ব্বতের শিখর হইতে মুল পর্য্যন্ত বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়, তাহা পর্ব্বতের পক্ষেও অসহ্য। আমি সংসারী, স্ত্রী, পুত্র, ধন, সংসারীর সংসার-সাধনের একমাত্র উপকরণ, যখন সেই তিনেরই অপলাপ, তখন আমার জীবন অপেক্ষা মরণই সুখকর। ভগবন্! শ্রমোপজীবির হস্ত পদ ছিন্ন হইলে তাহার মরণ অপেক্ষা জীবন অধিক দুঃখেরই হইয়া থাকে।

সন্ন্যাসী। যখন যে বিপন্ন হয়, তখন তাহার আশার গতিও রুদ্ধ হইয়া পড়ে। কিন্তু মহারাজ! মানব-নয়ন যদি ভবিষ্যৎ ঘটনা প্রত্যক্ষ দর্শন করিতে পারিত, তাহা হইলে মনুষ্যের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কোন কথা শ্রবণ যোগ্য হইত; বলুন দেখি, রাজা হরিশ্চন্দ্র, নল ও যুধিষ্ঠির প্রভৃতির বিপদ কি সম্পদ কাহার বুদ্ধি পূর্ব্বে অবধারণ করিতে পারিয়াছিল। কালের গতি অতি বিচিত্র। কালের অনন্ত-শক্তি কখন কোথায় কি ভাবে কার্য্য করিতেছে, সামান্য মানববুদ্ধি কিরূপে তাহার মীমাংসা করিবে? কোথাও অপরাধীরও সুখসম্পদ, কোথাও বিনাপরাধেও যৎপরোনাস্তি দণ্ডভোগ করিতে হইতেছে। কালের কুটিলগতি বুদ্ধি দ্বারা স্থির হইবার নয়, যুক্তি দ্বারারাও মীমাংসা করা সুকঠিন। (শশিভূষণের প্রতি লক্ষ্য করিয়া) দেখুন দেখি মহারাজ! এই দুরাত্মা এককালে রাজার সন্তান ছিল, পৈতৃক সিংহাসনে উহারই ন্যায্য অধিকার; তাঁহা

না লইয়া কেন আজ উহাকে বন্দীর বেশে এখানে দাঁড়াতে হইল? (বিজয়ের প্রতি) বৎস! এ পামরের যথোচিত শাস্তি হইয়াছে, এক্ষণে উহার বন্ধন মোচন করিয়া দেও এবং প্রহরিগণকে আদেশ কর, যেন উহাকে রাজ্যের সীমায় পার করিয়া দিয়া আইসে।

(সন্ন্যাসীর আজ্ঞানুরূপ বিজয়ের কার্য্য করণ এবং প্রহরীর সহিত শশিভূষণের প্রস্থান।)

সন্ন্যাসী। কেমন মহারাজ! ইহা দেখিয়াও কি আপনার চিত্ত প্রকৃতিস্থ হইতেছে না?

ধর্ম্ম। আপনি যাহা বলিতেছেন, সবই সত্য; যাহা দেখিতেছি, তাহাও এই চক্ষে দেখিতেছি; তথাপি কিছুতেই আমার চিত্ত প্রকৃতিস্থ হইতেছে না; ভগবন্! আমার চিত্ত-প্রকৃতিস্থ হইবার আর কি আছে; যখন আমার পূর্ব্ববাক্য সমুদায় স্মরণ হয়, যখন সেই পতিপ্রাণা প্রেয়সী ও সেই দুগ্ধ-পোষ্য বালকের কথা মনে উদয় হয়; তখন আর আমাতে আমি থাকি না। ভগবন্! যে সহিতে পারে পারুক, কিন্তু আমার পক্ষে ঐ দুঃখের যাতনা অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে। যখন ঐ দুরাত্মারা আমার একমাত্র জীবন সর্ব্বস্ব বৎসা চারুশীলাকে হরণ করিয়াছিল, তখন আমার জীবন এককালে শূন্যময় হইয়াছিল; এক্ষণে কুমার বিজয়ের কল্যাণে আমার বাছাকে আমি পাইয়াছি; উহাকে উপযুক্ত পাত্রেও প্রদান করিয়াছি; এক্ষণে যাহাতে অপেক্ষাকৃত কথঞ্চিৎ সুখে মরিতে পারি, তাহাই আমার অভিপ্রেত; অনুমতি করুন; আর এ দুঃখের যাতনা সহিতে পারি না।

সন্ন্যাসী। মহারাজ! সময়ে সময়ে এই জড় পৃথিবীরও যখন হ্রাস বৃদ্ধি দেখা যাইতেছে, তখন পার্থিব উপকরণে নির্ম্মিত দেহীর দেহ যে সর্ব্বসময় সমান অবস্থা ভোগ করিবে, ইহা কিরূপে সম্ভবে? সুখ দুঃখ মনের, সত্য; কিন্তু মনও সেই জড়-প্রকৃতি না হইলে কেন তাহার অবস্থান্তর লক্ষিত হয়? যাউক, এখানে মন সম্বন্ধে আমি বিচার তুলিতে চাহি না; বলুন দেখি, যে দুঃখ-চিন্তায় আপনি এরূপ কাতর হইতেছেন, সেই দুঃখ সংসারের পক্ষে বিশেষ উপযোগী কি না? সংসারীর সংসারে মায়া সুখ লাভেরই জন্য; সকলেই সর্ব্বসময় পূর্ণ সুখে অবস্থান করিবে, এই যদি ঈশ্বরের নিয়ম হইত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই সংসারবন্ধ বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িত; প্রত্যেক প্রাণীই অলস, নিষ্কাম ও নিষ্কর্ম্মা হইয়া নিশ্চিন্ত অবস্থায় সুখভোগেই নিরত থাকিত, প্রথম সৃষ্টির পর আর লোক সংখ্যা বর্দ্ধিত হইত না, দয়া মায়া রাগ দ্বেষ প্রভৃতিরও আবশ্যক থাকিত না, এবং মনও নিরাবশ্যক হইত; মাত্র শুদ্ধ চৈতন্য স্বরূপ আনন্দময় নির্গুণ যে পরামাত্মা, তৎস্বরূপই অবস্থান করিত। মহারাজ! বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখুন, যদি ঈশ্বর নিরর্থক কোন পদার্থের সৃষ্টি না করিয়া থাকেন, তাহা হইলে ঐ নির্গুণ চৈতন্য ভিন্ন আর কি থাকিবার সম্ভব? তাহা এখনো আছে, পরেও থাকিবে; কিন্তু যখন স্বতন্ত্র সৃষ্টি প্রক্রিয়া লক্ষিত হইতেছে, যখন দেহীর হস্ত পদাদি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল দেখা যাইতেছে, মানস সৃষ্টি হইয়াছে, তখন অবশ্যই সুখ দুঃখ এই সৃষ্ট জগতের একমাত্র জীবনীশক্তি; তাহার অবস্থানেই জগতের অবস্থান, তাহার বিরামেই জগতের বিরাম। কিন্তু মহারাজ! আমরা যাহাকে

সুখ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছি, তাহা বস্তুত সুখ নহে, সুখের আভাষ মাত্র। ঐ সুখের আভাষই এই পার্থিব জগতের সুখ, ঐ আষাষই এই পার্থিব জগতের জীবন, প্রকৃত সুখ দূরে, তাহা মনুষ্যের ভোগ্য নহে; কেবল তাহার আশাতেই জগত অগ্রসর; দেখুন সংসারে যে কোন পদার্থ লক্ষিত হয়, সকলের অন্তরেই উন্নতির কামনা স্ফুট বা অস্ফুট ভাবে নিহিত থাকিতে দেখা যায়; কেহই নিষ্কাম নহে। অতএব আপনি আপনাকেই যে কেবল দুঃখিত বিবেচনা করিতেছেন, তাহা নয়, জগতের সকলেই দুঃখী, তবে যাহারা নিতান্ত সরল-প্রকৃতি, তাহারাই দুঃখে একান্ত অভিভূত হইয়া সমুদায় জগতকেই দুঃখময় দেখিতে থাকে, কিন্তু মনুষ্যমাত্রেরই ওরূপ সরল হওয়া নিতান্ত অনুচিত, বিশেষ রাজার পক্ষে উহা বিশেষ নিন্দিত। রাজা দেব অংশে জন্মিয়া থাকেন, এ কথার তাৎপর্য্য আর কিছুই নহে, সামান্য লোক শুদ্ধ আপনার অবস্থা দর্শনেই অধিকারী, কিন্তু রাজা শুদ্ধ আপনার নয়, সহস্র সহস্র লোকের অবস্থা দর্শনের জন্যই রাজা সৃষ্ট হইয়াছেন, যাহাদিগকে সর্ব্বদা অসংখ্য লোকের অবস্থা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিতে হয়, তাহারা কখনই সামান্য মানবপ্রকৃতি-সম্পন্ন থাকিতে পারে না; থাকিলে তাহাদের রাজত্বপদও চিরস্থায়ী হয় না। মহারাজ! একজন সামান্য লোক যাহাতে ক্ষুব্ধ হইবে, একজন রাজারও কি তাহাতে ক্ষোভের উদয় হওয়া সম্ভব? আপনি রাজা, রাজধর্ম্মানুসারে অনেকবার অনেক যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছেন, এক্ষণে অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটাতে শত্রু কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছেন, তাহাতে আপনার বিশেষ ক্ষুব্ধ হইবার কারণ

কি? এক সময়ের জেতাকেই সময়ান্তরে পরাজিত হইতে হয়, এই যুদ্ধের নিয়ম, এই পৃথিবীরও নিয়ম। তাহাতে বহুদর্শী লোকেরা ক্ষুব্ধ হন না। বলুন দেখি মহারাজ, এক্ষণে আপনি যেরূপ সুখিত হইতেছেন, বা হইবেন, পূর্ব্বের পরাজয় না ঘটিলে কি এরূপ সুখ লাভে অধিকারী হইতে পারিতেন? আপনি স্থির হউন, আপনার সুখের দিন পুনরায় উপস্থিত। রাজন্! শুদ্ধ আপনার জন্য যে আমি এই বাক্য ব্যয় করিলাম, তাহা নহে, বিজয় ও আপনার পুত্র সতীশ এক্ষণে নূতন সংসারে নূতন সংসারী হইতে চলিয়াছেন, তাঁহাদের উপদেশের জন্যই আমার এই বাক্যব্যয়, আপনার বা বিজয়ের পিতার জন্য নহে।

ধর্ম্মশীল। (কৃতাঞ্জলিপুটে) ভগবন্! হতভাগ্যের জীবন-ধন সতীশ কি জীবিত আছে? বলুন কোথায় যাইলে কি করিলে আমার জীবনসর্ব্বস্বের সাক্ষাৎ পাইব?

সতীশ। (ধর্ম্মশীলের পদযুগল ধারণ করিয়া গদ্গদ স্বরে) পিত! হতভাগ্য এখানেই বর্ত্তমান। ক্ষমা করুন, পামরের অপ-রাধ মার্জ্জনা করুন। আঃ—এই নরাধম জীবিত থাকিতে, আমার পিতার এই দুর্গতি! (বিজয়কে লক্ষ্য করিয়া) সখে! আমরা রাজভোগে রাজপ্রাসাদে অবস্থান করিতেছি, আর আমাদের বৃদ্ধ পিতা মাতার এই দুর্গতি! ওঃ—(ভীমসে-নের প্রতি) পাপিষ্ঠ নরাধম! তোর অত্যাচারেই আমাদের এই দুর্দ্দশা! তোর পাড়নেই আমাদের পিতা মাতার রাজ্য ধন সমুদায় গিয়াছে, ভিক্ষারীর বেশে দেশে দেশে বেড়াইতে-ছেন। জগতে এমন কি শাস্তি আছে, যা তোর অপরাধের সমুচিত হইতে পারে? অনন্ত নরকও তোর পাপের অনুরূপ

নহে; ভীষণ বজ্রও তোর পাপের নিকট সামান্য অগ্নিকণা হতেও অধম। সখে! অনুমতি কর, এই শাণিত খড়্গে পাপাত্মার পাপমস্তক দ্বিধা বিভিন্ন করি;——

সন্ন্যাসী। বৎস! ক্ষান্ত হও, এই দুরাত্মার সমস্ত পাপের পরিচয় পাইতে এখনো বাকি আছে। (চারুশীলার প্রতি). বৎসে! বিভাবতীকে কি সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিলে?

(মস্তক সঞ্চালন দ্বারা চারুশীলার সম্মতি প্রকাশ।)

সন্ন্যাসী। (ধর্ম্মশীলের প্রতি) রাজন্! চারুশীলার সহিত যে কন্যাটী আসিয়াছে, তাহাকে উত্তম বেশ ভূষায় ভূষিত করিয়া এখানে আনিতে কাহাকে আদেশ করুন।

(কঞ্চুকীর প্রতি ধর্ম্মশীলের আদেশ ও কঞ্চুকীর প্রস্থান।)

ঋষিবালকের সহিত একটী বৃদ্ধার প্রবেশ।—বিজয় ও সতীশের বৃদ্ধার পদে নমস্কার, এবং সম্মুখে ধর্ম্মশীলকে দেখিয়া বৃদ্ধার রোদন।

সন্ন্যাসী। (ধর্ম্মশীলকে লক্ষ্য করিয়া) রাজন্! এই আপনার ধর্ম্মপত্নী, দুরাত্মা ভীমসেনের ভয়ে সতীশকে লইয়া আমার আশ্রমে গিয়া আশ্রয় লইয়াছিলেন, গ্রহণ করুন। মা! এতদিন যে আমি তোমাকে আশ্বাস বাক্যে আশ্বস্ত রাখিয়াছিলাম, আজ বিধাতা তোমাকে সে ফলে ফলবতী করিলেন। এক্ষণে পুনরায় রাজরাণী হইলে, স্বামী ও পুত্র কন্যা লইয়া সুখে স্বীয় রাজ্যে গমন কর।

(মহিষীর হস্ত ধারণ করিয়া রাজার এবং পদ ধারণ করিয়া চারুশীলার রোদন।)

রাজা। প্রিয়ে! নিতান্ত হতভাগ্যের রমণী বলিয়াই

তোমাকে এত দুর্দ্দশা ভোগ করিতে হইয়াছে। এক্ষণে মার্জ্জনা কর, আর তোমার চক্ষের জল দেখিতে পারি না।

মহিষী। নাথ! আমি আমার জন্য কাঁদিতেছি না। জগতে যাহা আমার সুখের ধন, আনন্দের সামগ্রী বলিয়া ভাবিতাম, আজ তাহার কেন এমন দশা হইল। আমি বনে ছিলাম, তাহাতে আমার এত যাতনা হয় নাই, আজ তোমার আকার ও অবস্থা দর্শনে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে, আজ রাজবেশের পরিবর্ত্তে মলিন ছিন্নবেশ, রাজ অঙ্গ রাজকান্তি কি এই ভাবে পরিণত হইল? কোথায় সেই রাজতেজ?—রাজদণ্ড?—মস্তকের সমুদয় কেশ পরিপক্ক হইয়াছে, মাংসও লোল হইয়া গিয়াছে। বর্ণ মলিন, লাবণ্য শুষ্ক। বল নাথ! কি কষ্টে তোমার এ দুর্দশা ঘটিল? আঃ—ইহা দেখিবার জন্যই কি অভাগিনী এত দিন জীবিত ছিল?

ধর্ম্ম। (সজল নয়নে) প্রিয়ে! ক্ষান্ত হও, আর পূর্ব্বশোক মনে করিয়া দিও না। এক্ষণে ভগবানের অনুগ্রহে পুনরায় আমাদের সুখের দিন উপস্থিত হইয়াছে। পুত্র সতীশ ও জামাতা বিজয়, দুরাত্মা ভীমসেনকে বন্দী করিয়াছেন।

মহিষী। জামাতা?

ধর্ম্ম। চম্পকনগরীর অধিপতি মহারাজ অজয়সিংহের পুত্র বিজয়সিংহ আমাদের জামাতা।

মহিষী। বিজয় আমার কি মহারাজ অজয়সিংহের পুত্র?

অজয়সিংহ। রাজমহিষি! বিজয় এই হতভাগ্যেরই সন্তান।

মহিষী। স্বয়ং মহারাজও এখানে? (বিজয়ের মাতার প্রতি লক্ষ্য করিয়া) এ কি? সখী বসুমতি!—আঃ—আমি

কি স্বপ্ন দেখিতেছি,—না সত্য সত্যই বিধাতা সকল সুখ একত্র করিয়া দিলেন?

বসুমতী। সখি! এমন যে ঘটিবে, ইহা স্বপ্নের অগোচর। এস, আলিঙ্গন করিয়া তাপিত প্রাণ শীতল করি।

(পরস্পর আলিঙ্গন।)

মহিষী। (চারুশীলাকে অঙ্কে লইয়া) বৎসে! তোকে যে পুনরায় দেখিব,—তুই যে রাজার রাণী হইয়া চির দিন সুখ স্বচ্ছন্দে কাল যাপন করিবি, ইহা স্বপ্নেও মনে করি নাই। যাও মা! বৎস বিজয়ের অঙ্কশায়িনী হয়ে সুখে কাল যাপন কর। আমাদের ন্যায় বিধাতা তোমাদের জীবনে যেন কোন যাতনা প্রদান না করেন। (বসুমতীর প্রতি) সখি! আমার কন্যা আজ তোমার হইল। চারুশীলা আমার অতি আদরের ধন, ঈশ্বর করুন, চারুশীলা আমার ন্যায় তোমারও যেন আদরের সামগ্রী হয়।

বসু। তোমার প্রীতির ধন যে আমাদের সমধিক প্রীতির হইবে, সখি! তাহাতে কি তোমার মনে সন্দেহও উঠিতে পারে? (চারুশীলার প্রতি) আয় মা! চম্পকনগরীর রাজ-লক্ষ্মি! আমার কোলে আয়।

(বসুমতীর অঙ্ক হইতে চারুশীলাকে গ্রহণ)

মনোহর পরিচ্ছদে পরিচ্ছন্না বিভাবতীর সহিত কঞ্চু-কীর প্রবেশ।

সন্ন্যাসী। (বিভাবতীর হস্ত ধারণ পূর্ব্বক বিজয়ের পিতাকে লক্ষ্য করিয়া) রাজন্! এই সেই হংসেশ্বর-দুহিতা বিভাবতী,

পামর ভীমসেন হংসেশ্বরকে বধ করিয়া ইহাকে লইয়া আসিয়াছিল। বিভাবতী যেরূপ সুলক্ষণাক্রান্তা, তাহাতে আমি বহু দিন হইতেই ইহাকে সতীশের পত্নীত্বে কল্পনা করিয়া রাখিয়াছিলাম। আজ তাহার উত্তম অবসর উপস্থিত, যদি সকলের অভিপ্রায় হয়, তাহা হইলে আমি বিভাবতীর সহিত সতীশের বিবাহবিধি সম্পাদন করিতে ইচ্ছা করি।

ধর্ম্মশীল ও বিজয়সিংহ। ভগবন্! আপনার যাহা ইচ্ছা, তাহা এখনি সম্পাদিত হউক। আপনার অনুগ্রহ আমাদের উভয়েরি শিরোধার্য্য।

(মহিষী সাদরে বিভাবতীকে আপন অঙ্কে গ্রহণ।)

বিজয় ও সতীশ। ভগবন্! এক্ষণে এই দুরাত্মার কিরূপ দণ্ড উপযুক্ত, তাহা আদেশ করুন।

সন্ন্যাসী। বধদণ্ড কি নির্ব্বাসন উহার পাপের অনুরূপ নহে, ঐ পাপিষ্ঠ যতদিন জীবিত থাকিবে, ততদিন পশুশালার অন্যতর কক্ষে উহাকে বদ্ধ রাখাই উহার পাপের প্রায়শ্চিত্ত।

উভয়ে। তাহাই শিরোধার্য্য। (প্রহরিগণের প্রতি) যাও এই পাপাত্মাকে পশুশালে লইয়া যাও।

(ভীমসেনকে লইয়া প্রহরিগণের প্রস্থান।)

সন্ন্যাসী। আজ রাত্রিতেই বৎসদ্বয়ের শুভবিবাহ সম্পন্ন হয়, এই আমার ইচ্ছা, এক্ষণে আপনাদের অভিপ্রায় কি?

ধর্ম্মশীল ও অজয়সিংহ। প্রভুর আজ্ঞা ভৃত্যের শিরোভূষণ।

সন্ন্যাসী। তবে বেলা অধিক হইয়াছে, এক্ষণে সভাভঙ্গ হউক।

(সভাতলে আনন্দসূচক জয়ধ্বনি ও সভাভঙ্গ।)

নেপথ্যে সঙ্গীত।

রাগিণী ললিত।—তাল আড়া।

সুখ রবি সমুদিল অস্ত দুখ যামিনী।
আনন্দে বিহংগ বৃন্দ গাইছে মঙ্গলধ্বনি॥
মরি কি মধুর বেশে, উষার কোলে হরিষে,
চারু বিভা পরকাশে, অস্ত হেরি নিশামণি॥
সতী সে কমলমুখী, সতীশে পেয়ে সুমুখী,
হাসিল ভাসিল সুখে, চারু বিজয় মোহিনী॥
হেরে নিশা অবসান, ভীম সিংহ ম্রিয়মাণ,
কাতরে বিবরে পশে, মানসে প্রমাদ গণি॥

(সকলের প্রস্থান।)

যবনিকা পতন।